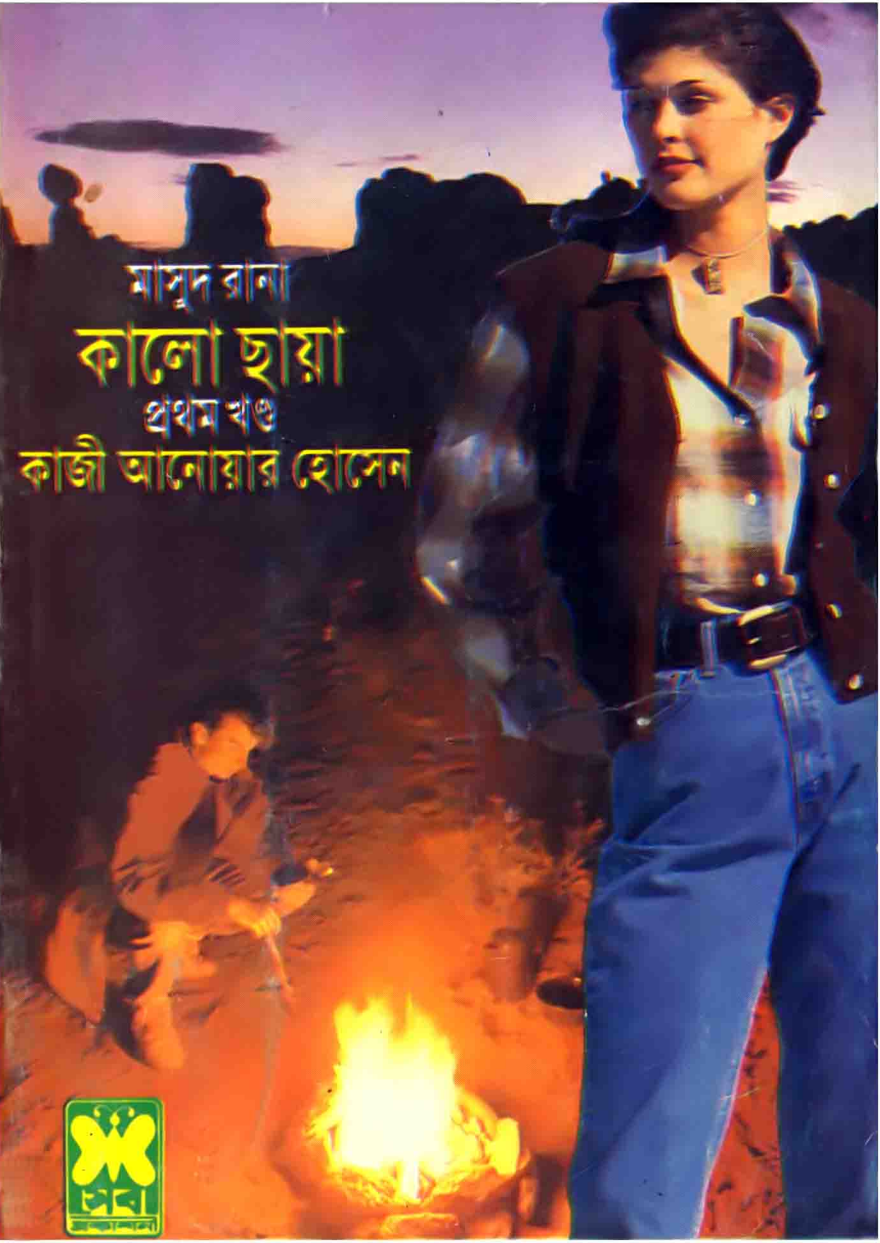

মাসুদ রানা

কালো ছায়া

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা

মাসুদ রানা

কালো ছায়া

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুষ্প্রাপ্য এক কালো চিতা আঁধার রাতে বতসোয়ানার বিপদসংকুল কালাহারি মরুভূমি ধরে নিঃশব্দে ছুটছে।

টোপ বানানো হয়েছে পরমাসুন্দরী জুলজিস্ট ডোরা ডারবিকে। ফাঁদে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা, এখন ওকে মোগলদের সঙ্গে খানা খেতে হবে। টেরোরিস্টদের গ্রুপটাও ছুটে এল, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে হলেও সফল করবে নিজেদের ষড়যন্ত্র। শুরু হলো চোরাগুপ্তা হামলা, বন্দুকযুদ্ধ আর ধাওয়া। চিতার ফেলে যাওয়া পথে ছড়িয়ে পড়ছে শুধু লাশ আর লাশ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সে   বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২২৩

কালো ছায়া ১

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

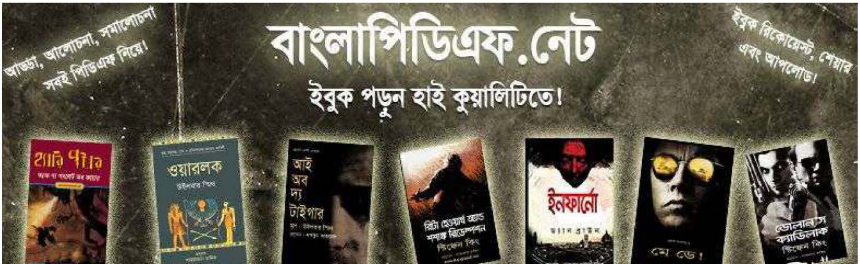

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

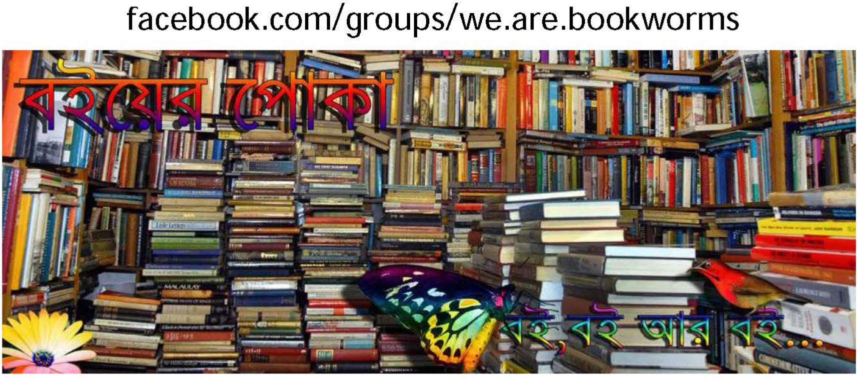

মাসুদ রানা-২২৩

কালো ছায়া

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 7223 5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-223
KALO CHHAYA
Part-I
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ
কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত
শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত
আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য
অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা
সত্যবাবা*যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী
দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ।

এক

গাছটার ডালে শুয়ে আছে চিতাবাঘ, সম্পূর্ণ স্থির।

খানিক আগে যখন হরিণের পালটা তার দৃষ্টিসীমার ভেতর এল, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল লেজ, লেজের ডগা আগুপিছু করছিল—ধীর লয়ে, নিঃশব্দে, সাবলীল একটা ছন্দে। এখন একদম কোন নড়াচড়া নেই, এমনকি নিঃশ্বাস নেয়ার সময় বুকের পেশীও ফুলছে না।

ঘাস খেতে খেতে গোটা প্যান-এর ওপর ছড়িয়ে পড়েছে পালটা, আকৃতি পেয়েছে নিখুঁত আধখানা চাঁদ। গাছগুলোকে ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের কাছাকাছি পৌছুল ওগুলো, তারপর কয়েক ভাগে সামনে এগোল।

এক কিশোর হরিণ, বাকি সবার চেয়ে এগিয়ে আছে, রাতের আকাশ চিরে ছুটে আসা পেঁচার ডাক শুনে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল। জ্বলজ্বলে তারাগুলোর দিকে উড়ে গেল পেঁচাটা। এক মুহূর্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিশোর হরিণ, ফুলে উঠেছে নাকের ফুটো, দৌড় দেয়ার প্রস্তুতিতে কাঁপছে পায়ের পেশী। পেঁচার ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেল, মাথা নামিয়ে কাঁটা-ঝোপের দিকে এগোল কিশোর। ঝোপের আড়ালে ঘাসগুলো কালাহারির সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে বেড়ে উঠেছে, এখনও তাজা ও সবুজ, খেতে মিষ্টি আর রসাল লাগে।

এক মুহূর্ত পর গাছপালার ফাঁকে তারার আলোয় আরেকটা ছায়া দেখতে পেল সে। বিশাল একটা কালো ছায়া, এত দ্রুতবেগে ছুটে এল যে মাথাটা ভাল করে তোলার সময়ও পেল না। কোন শব্দ হয়নি।

সামান্য একটু আলোড়ন উঠল বাতাসে। হাড়, পেশী, থাবা আর দাঁত মিলিয়ে দুশো পাউণ্ড, পাতার ভেতর থেকে ছুটে এসে তার ঘাড়ে পড়ল। চিতাবাঘের নখরগুলো কিশোর হরিণের পিঠে সেঁধিয়ে গেল। চোয়াল দুটো খুঁজে নিল সরু গলা, ছিঁড়ে ফেলল এক কামড়ে। ইতিমধ্যে হরিণটার মেরুদণ্ড, উরুর হাড় আর ঘাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

শব্দগুলো হলো মৃদু, ভোঁতা—শীতকালের শক্ত মাটিতে ধরাশায়ী হলো হরিণ, শুকনো শক্ত ঘাস খসখস করল, ঘাড়ের শিরা থেকে কলকল শব্দে বেরিয়ে এল রক্ত—তবে যত মৃদুই হোক, প্যান-এর সমস্ত প্রাণীকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। স্প্রিঙ বাক হরিণের পালটা চোখের পলকে ঘুরে গেল, তীরবেগে ছুটল ঘাসের ওপর দিয়ে। ওগুলোর সামনে রয়েছে আরেক প্রজাতির হরিণ, মাথার আকৃতি ষাঁড়ের মত, লেজের ডগায় নরম এক গোছা চুল, তারা ছুটল ছোট ছোট লাফে। কয়েকটা জেব্রা দিশেহারা হয়ে চক্কর দিতে শুরু করল। পা ফেলতে গিয়ে থমকে স্থির হয়ে গেল তিনটে শিয়াল। দিক বদল করল একটা হায়েনা, এগিয়ে এসে প্রতিবাদের সুরে ডাক ছাড়ল, তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পিছু হটল।

গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ল চিতাবাঘ, আশপাশের সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছে। তারপর নিজের এলাকা আর শিকার চিহ্নিত করার জন্যে কিশোর হরিণের চারপাশে সাবধানে প্রস্রাব করল সে। খানিক পর মৃতদেহটার কাঁধ কামড়ে ধরল, তুলে আনল গাছের ডালে। ডাল থেকে নিচের দিকে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে, ঝুলে থাকল তার পুরস্কার। এরপর শান্ত হয়ে খেতে বসল সে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা অভুক্ত থাকার পর পেট ভরে খেলো চিতা, লাফ দিয়ে নিচে নেমে ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল উত্তর-পশ্চিম দিকে। কাঁটাঝোপ আর আগাছার সামনে প্যানটা বেশিরভাগই সমতল আর ঘাসমোড়া। তবে দূর প্রান্তে ফাঁকা ও বালি ঢাকা একটা নিচু জায়গা আছে, তারার আলোয় সাদাটে ধূসর লাগে, মাঝখানটায় বৃষ্টির পানি

জমে আছে।

বালির ওপর দিয়ে হেঁটে পানির কিনারায় এসে দাঁড়াল চিতাবাঘ। মুখ নামিয়ে পানি খাবার আগে তার দৃষ্টি উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে গেল।

অন্ধকারের ভেতর ওদিকটায় আগুনের একজোড়া আভা দেখা যাচ্ছে। আগুনগুলো ঠিক ওই জায়গাতে জ্বলছে আজ সাত রাত, চিতাবাঘ তার শিকারের এলাকা উত্তর দিকে শেষবার সরিয়ে আনার পর থেকে। তারও অনেক আগে থেকে ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন সে, অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সেই যেদিন মরুভূমির ওপর দিয়ে অস্থির যাত্রা শুরু হয়েছে তার, তখন থেকে এই আগুন পিছু নিয়েছে, সব সময় তার শিকারের কাছ থেকে দু'এক মাইল দূরে দেখা যাবে।

আগুনগুলো এখন আর কোন হুমকি নয়। হুমকি নয় মেয়েটাও, এই মুহূর্তে যে জোড়া আগুনের মাঝখানে ঘাসমোড়া ঢালের কিনারায় বসে ঝুঁকে রয়েছে নিচের দিকে। তার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল চিতাবাঘ, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এলাকার দখল সম্পর্কে স্রেফ সতর্ক করার জন্যে, তারপর পানি খেতে শুরু করল।

চিতাবাঘের মাথা পানির দিকে নামছে, মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠে দম আটকাল মেয়েটা। আজ তিন মাস হলো প্রাণীটার ওপর নজর রাখছে সে, কিন্তু যখনই দেখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ধাক্কা খায়, সেই প্রথমবারের মতই।

আকাশে চাঁদ নেই, তবে কালাহারির উজ্জ্বল তারার আলোয় পানির ওপর চিতাবাঘের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার, হলদেটে বা হালকা গোলাপী, দেখতে পাবার কথা।

পানিতে তার কোন প্রতিবিম্ব পড়েনি—শুধুই সুঠাম একটা কালো ছায়া, মারা যাবার আগে যে ছায়াটা কিশোর হরিণকে গ্রাস করেছিল।

দুই

জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা। ইলফ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে আছে পনেরো তলা একটা বিল্ডিং, টপ ফ্লোরে বস্ অর্থাৎ ব্যুরো অভ স্টেট সিকিউরিটি-র অফিস। বসের ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশনস) কর্নেল মার্ক সুলেভানের সঙ্গে একটা সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে এসেছেন কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ল্যারি ব্রায়ান। মাত্র পনেরো মিনিট হলো পৌঁচেছেন তিনি।

'সবাই তাঁকে চেনে বলছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'এক ডাকে। বিজ্ঞানে অবদান রাখার জন্যে সায়েন্স একাডেমীর পদক পেয়েছেন গত বছর, এত কম বয়েসে আর কেউ পাননি।'

ডেস্কের ওপর থেকে ফটোটা আরেকবার হাতে তুলে নিলেন মার্ক সুলেভান। পূর্ণ বয়স্কা এক নারীর মুখ, কোমলতা বা কমনীয়তার কোনই অভাব নেই। চুলের রঙ গাঢ় সোনা, এত ঘন আর কোঁকড়ানো, মাথায় যেন অলংকৃত মুকুট পরে আছে। ফটোতে হাসছে মেয়েটা, হাসিতে কৌতুক আর সরলতারও কোন অভাব নেই। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ে চোখ দুটো—এত বেশি মায়া, ঠিক যেন হরিণের চোখ। এই মেয়ে যে এত দুঃসাহসী হতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। ল্যারি ব্রায়ান জানিয়েছেন, এটা চার বছর আগের তোলা ফটো। তবে ধরে নেয়া চলে চেহারার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখনও অটুট আছে, সুন্দরী মেয়েদের যেমন থাকে।

বর্বরদের মাঝখানে শ্বেতাঙ্গ একটা মেয়ে গিয়ে পড়লে যা ঘটার কথা ঠিক তাই ঘটেছে। মেয়েটার ইতিহাস যতটুকু জানতে পেরেছেন মার্ক সুলেভান, আফ্রিকায় আসার আগে তার শরীরে কোন পুরুষের হাত পড়েছে বলে মনে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় এরকম ঘটনা অহরহই ঘটছে, পুলিস বিভাগে থাকার সময় এরকম বহু কেস দেখেছেন তিনি। সাধারণত মালীর যুবক ছেলেই কুকর্মটি করে, নির্জন বাড়িতে বা জঙ্গলের ভেতর একা একটা ফর্সা মেয়েকে দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ধরা পড়ে তারা, রেপ কেস দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় জেলে। কিন্তু ডেকা বারগামকে কে ধরবে?

'আপনার সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত একটা চরিত্র, মি. ব্রায়ান,' বললেন মার্ক সুলেভান। 'আমি আগ্রহ বোধ করছি।'

'আমরাও তাই ভেবেছি, আপনার আগ্রহ হবে।'

'আগে তাহলে কফি খাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়,' ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিয়ে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললেন মার্ক সুলেভান।

চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন ল্যারি ব্রায়ান। কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের একটা বিশেষ শাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁকে। এই শাখার কাজ হলো, বিদেশে কোন কানাডিয়ানকে কিডন্যাপ করা হলে তাকে মুক্ত করা। গত দু'বছর ধরে, তিনি যখন থেকে দায়িত্ব পেয়েছেন, টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো বহু কানাডিয়ানকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে নিয়েছে। মুক্তিপণের টাকা সাধারণত যাকে অপহরণ করা হয় তার আত্মীয়স্বজনরাই দেন। তাঁর কাজ সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা, শর্ত ও আয়োজন সম্পর্কে অপহরণকারীদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করা। তারপর, সব যদি ভালভাবে ঘটে, জিম্মিকে মুক্ত করে নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া।

সব যদি ভালভাবে ঘটে। কিন্তু না, শেষ দুটো জিম্মি মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। একটা আর্জেন্টিনায়, অপরটি

মিশরে। দুটো কেসেই বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ দেয়া হয়, পরে জানা যায় কয়েক হপ্তা আগেই মেরে ফেলা হয়েছে জিম্মিদের।

কফি খাওয়ার পর সিগার ধরালেন ওঁরা। মার্ক সুলেভান বললেন, 'পরিস্থিতিটাকে আমি অস্বাভাবিক বলব। ঠিক বুঝতে পারছি না আমাদের মধ্যে কে আগে শুরু করবে। সাবজেক্ট যেহেতু আপনার, বোধহয় আপনি শুরু করলেই ভাল হয়।'

'ডোরা ডারবি,' শুরু করলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'বয়েস সাতাশ, অবিবাহিতা। বোটানি আর জুলজিতে গ্রাজুয়েট। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেছেন। বড় আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ...।'

ডোরা ডারবির চেহারার সঙ্গে এ-সব তথ্য ঠিক যেন মেলে না। অল্প সময়ের নোটিশে ল্যারি ব্রায়ানের সেক্রেটারি খুব বেশি কিছু সংগ্রহ করতেও পারেনি। এ-সব তথ্য বেশিরভাগ পাওয়া গেছে ডোরা ডারবির লেখা সর্বশেষ বইয়ের ব্যাক কাভার থেকে।

'তাঁর বই বেরিয়েছে দুটো। প্রথমটায় তিনি আসলে গবেষণামূলক একটা প্রবন্ধ কন্ট্রিবিউট করেছেন, নাম গেছে সহ-লেখিকা হিসেবে। দ্বিতীয়টার লেখক তিনি একা। প্রবন্ধটা লেখা হয়েছে আফ্রিকান সিংহদের জীবন ধারা সম্পর্কে, কয়েকজন আমেরিকানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর। দ্বিতীয় বইটির বিষয়বস্তু পূর্ব আফ্রিকার চিতা। এই বইটিই তাঁকে দেশজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। একই সঙ্গে একটা ডকুমেন্টারি ভিডিও ক্যাসেটও ছাড়া হয় বাজারে। টিভিতে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়...।'

মাথা ঝাঁকালেন মার্ক সুলেভান। টেলিভিশন তাঁকে দেশজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে, এটা নতুন খবর হলেও, বাকি সব তিনি আগেই জেনেছেন। আজ সকালে ডোরা ডারবির লেখা বইটিও তাঁর ডেস্কের ওপর ছিল।

'ক্রিসমাসের ঠিক পর,' ল্যারি ব্রায়ান বলে চলেছেন, 'বতসোয়ানায় চলে আসেন তিনি। ওখানে আমাদের হাইকমিশনকে জানান, চিতাবাঘ দেখার জন্যে ছ'মাস জঙ্গলের ভেতর থাকবেন। একটা কনট্যাক্ট-এর কথাও বলেন—একজন চার্টার পাইলট, মাসে একবার তাঁর ক্যাম্পে সাপ্লাই পৌঁছে দেবে। আইডিয়াটা ছিল, তাঁর যদি কোন বিপদ হয় বা কেউ যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, পাইলট কুরিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।'

'সে তার দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছে, তাই না?' ফটোটার পাশে পড়ে থাকা কাগজগুলোর ওপর টোকা দিলেন মার্ক সুলেভান। সব মিলিয়ে পাঁচ পাতা। এগুলো মূল কপি নয়, টেলেক্স কপি; মূল কপি বতসোয়ানায় অর্থাৎ কানাডিয়ান হাইকমিশনে রেখে দেয়া হয়েছে। কানাডায় বসে ল্যারি ব্রায়ানও গতকাল এই টেলেক্স কপিই পেয়েছেন।

পাঁচ পাতা জুড়ে শুধু হিংসা, রাগ, ঘৃণা আর হুমকির কথা লেখা হয়েছে। একই কথা বারবার বলা হয়েছে, অসংখ্য বানান ভুল, তবে আতঙ্ক ছড়াতে ব্যর্থ হয়নি। মাসিক সাপ্লাই পৌঁছে দিতে গিয়ে ডোরা ডারবির ক্যাম্পের জায়গায় পাইলট শুধু বড় একটা পাথর দেখতে পায়, পাথরটার ওপর সাদা একটা পোঁটলা ছিল, সেই পোঁটলার ভেতর পাওয়া গেছে কাগজগুলো।

মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'কাগজগুলো পেয়ে মাত্র কয়েক লাইন পড়ে সে, তারপর প্লেন নিয়ে সোজা ফিরে আসে, হাইকমিশনে পৌঁছে দেয় ওগুলো। পুরো খবরটা গতকালই পেয়েছি আমি। ক্যাম্পে কি দেখেছে পাইলট তার রিপোর্টও পেয়েছি। বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি, গ্রুপটা তখনও আশপাশে ছিল কিনা বলতে পারেনি। তবে নিজের মতামত দিতে গিয়ে বলেছে, ক্যাম্পটা দেখে মনে হয়নি যে সদ্য ভাঙা—অন্তত দুই কি তিন হপ্তার পুরানো ঘটনা। কাজেই, একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন ডোরা ডারবিকে কোথায় রেখেছে তারা।'

তারা। তার মানে 'প্রলয়ের উৎস সশস্ত্র সংগ্রামী দল'। শেষ পাতার

নিচে নিজেদের এই পরিচয়ই লিখেছে তারা। ভয়ানক একদল টেরোরিস্ট জিম্মি করেছে ডোরা ডারবিকে, তার মুক্তির বিনিময়ে কানাডা সরকারের কাছ থেকে অস্ত্র চাইছে। পাতাগুলোয় অস্ত্রের একটা দীর্ঘ তালিকাও আছে। এ-সব অস্ত্র এক মাসের মধ্যে পৌঁছুতে হবে তাদের হাতে। হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, তা না হলে খুন হয়ে যাবে ডোরা ডারবি।

'নিজেদের পরিচয় যাই দিক,' বললেন ল্যারি ব্রায়ান, 'এদের কথা আগে কখনও শুনিনি আমরা। আমার ধারণা, আপনিও শোনেননি।'

'না,' মাথা নাড়লেন মার্ক সুলেভান। 'অন্তত এই নামে তাদেরকে আমি চিনি না। কিন্তু অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনাটার কথা স্মরণ করুন—বারগাম কানেকশন। এটা একটা সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে...।' নিভে যাওয়া সিগার ধরাবার জন্যে থামলেন তিনি।

চেয়ার হেলান দিয়ে অপেক্ষায় থাকলেন ল্যারি ব্রায়ান।

ডেকা বারগাম। কি বলা যায় তাকে? দুঃসাহসী গেরিলা, নিষ্ঠুর, বুদ্ধিমান। নিজেকে কালো আফ্রিকানদের একজন নেতা বলছে সে। তা যদি সত্যি হত, সংশ্লিষ্ট সবাই স্বস্তিবোধ করত। নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, কালোদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেউ যদি সত্যিকার নেতা হয়, তার দায়িত্ববোধ থাকে। কিন্তু ডেকা বারগাম নেতা নয়, একজন সন্ত্রাসী, ডাকাতি করা তার পেশা। অথচ স্বাধীনতার নামে আন্দোলন করার কথা বলে কালোদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে সে। তার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, পালিয়ে গিয়ে যোগ দিয়েছিল জিম্বাবুইয়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। মোজাম্বিক সীমান্তে শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় কয়েকটা হামলা চালিয়ে সফল হয় সে। পরে দক্ষিণ আফ্রিকা সীমান্তে ডাকাতি শুরু করে। ফলে মার্ক সুলেভানের কাঁধে দায়িত্ব চেপেছে, এই গেরিলা কমাণ্ডারকে যেভাবে হোক থামাতে হবে।

'গত সোমবারের কথা,' মার্ক সুলেভান আবার শুরু করলেন।

'রাতের অন্ধকারে অ্যাঙ্গোলা সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঢুকছিল একটা গ্রুপ, দেখতে পেয়ে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের পেট্রল। শুরু হলো গোলাগুলি। তিনজনকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল তারা—দুটো লাশ, একজন সামান্য আহত। রেডিওতে খবর পেয়ে একটা হেলিকপ্টার পাঠানো হয়, সরাসরি এখানে নিয়ে আসা হয় তাকে। সে কথা বলছে।'

বসের হাতে পড়লে কথা না বলে উপায় নেই, জানেন ল্যারি ব্রায়ান।

'খুব বেশি কিছু জানে না সে। সবেমাত্র ট্রেনিং নিতে ঢুকেছে। তার ট্রেনিং ক্যাম্প দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলায়। মাস দুই আগে ডেকা বারগাম ওদের ক্যাম্প দেখতে আসে। ভাষণে নীতি আর আদর্শের কথা বলে বারগাম। তারপর আগুনের ধারে বসে ক্যাম্প কমাণ্ড্যান্টের সঙ্গে গল্প শুরু করে। আহত লোকটা শুনতে পায়, ডেকা বারগাম গর্ব করে বলছে, বছর দুই আগে তাঞ্জানিয়ায় এক শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেম হয়েছিল তার। এখন নাকি মেয়েটা চিতাবাঘ দেখার জন্যে বতসোয়ানায় আছে, অদূর ভবিষ্যতে মেয়েটা তাদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। ব্যস, এইটুকু, তবে এইটুকুই যথেষ্ট। আমরা চেক করে দেখি…মাফ করবেন, আপনাদের হাইকমিশনে আমাদের লোক আছে…।'

'দেখেন যে তাঞ্জানিয়ায় যে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিল বলে দাবি করেছে ডেকা বারগাম, তিনিই আসলে ডোরা ডারবি।'

'হ্যাঁ। এটা বুধবারের ঘটনা। ভদ্রমহিলার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হই আমরা, আপনাদের হাইকমিশনকে সতর্ক করে দেই। চব্বিশ ঘণ্টা পর আপনার টেলেক্স পাই আমি— যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটেছে। তারপর, আজ, আপনি এলেন। গোটা ব্যাপারটাই কাকতালীয়, নয় কি?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। দু'বছর আগে, চিতাবাঘের ওপর বই লেখার জন্যে তাঞ্জানিয়ায় কাজ করছিল ডোরা ডারবি। তাকে বোকা বলা যায় না, হয়তো একটু বেশি সরল। সেই সঙ্গে হয়তো

একঘেয়েমি আর নিঃসঙ্গতারও শিকার। কিংবা যৌন সমস্যা আছে, তাই হতাশ। আবার, কে জানে, ডোরা ডারবি হয়তো মহান কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ, বিপুল জনপ্রিয়তা তাকে অস্বাভাবিক কাজটা করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কারণ যাই হোক, ডেক্‌া বারগামের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে হলেও তার হৃদ্যতা জন্মায়।

সেই হৃদ্যতার কারণে যে আনন্দই সে পেয়ে থাকুক, তার চরম মূল্য এখন তাকে দিতে হচ্ছে। ডেকা বারগাম তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরে গেছে, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেয়েটাকে অন্য কাজে পরেও ব্যবহার করা যাবে। সম্ভবত ডোরাই তাকে নিজের প্ল্যান সম্পর্কে জানিয়েছিল—চিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কালাহারিতে চিতাবাঘ দেখতে যাবে সে। কথাটা মনে ছিল বারগামের। তারপর ডোরা ডারবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে খবর পায় সে। একদল গেরিলাকে পাঠিয়ে দেয় তাকে ধরে জিম্মি করার জন্যে, উদ্দেশ্য মুক্তিপণ আদায় করা—এমন মুক্তিপণ, কোন পরিস্থিতিতেই যা দেয়া সম্ভব নয়।

'তার এ-সব দাবি আপনারা বোধহয় মেটাতে রাজি নন, তাই না, মি. ব্রায়ান?'

গম্ভীর চেহারা, এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ল্যারি ব্রায়ান। 'এমন কি কিডন্যাপারদের সঙ্গে গোপনে কথা বলাও যাবে না। আমাদের সমস্ত দূতাবাসকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাকেই জিম্মি করা হোক, ক্ষতির সম্ভাবনা যত বড়ই হোক, সরকার মুক্তিপণের শর্ত নিয়ে কোন কিডন্যাপারের সঙ্গে কথা বলবে না।'

'কিন্তু এই ভদ্রমহিলা যদি খুন হয়ে যান,' মার্ক সুলেভান তাঁর লোমশ, পেশীবহুল হাত দুটো ডেস্কের ওপর ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকলেন, 'অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, দেশের মানুষ খেপে যাবে।'

প্রথমত জিম্মি একজন তরুণী, তার ওপর জনপ্রিয় ওয়াইল্ডলাইফ এক্সপার্ট। সরকারের ব্যর্থতায় মানুষ তো খেপবেই। অপরদিকে আইন

আইনই, মুক্তিপণ দেয়া সম্ভব নয়। একবার দেয়া হলে আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো বেছে বেছে শুধু কানাডিয়ানদেরই কিডন্যাপ করবে।

'কালাহারি মরুভূমি সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে, মি. ব্রায়ান?'

মাথা নাড়লেন ল্যারি ব্রায়ান।

'এটা দেখুন, প্লীজ...।' চেয়ার ছেড়ে দেয়ালে আটকানো বিরাট আকৃতির একটা ম্যাপের সামনে চলে এলেন মার্ক সুলেভান। ম্যাপের গায়ে ব্যাটন ঠেকালেন তিনি, ইতিমধ্যে ল্যারি ব্রায়ান তাঁর পাশে চলে এসেছেন। 'এই হলো আমাদের প্রতিবেশী বতসোয়ানা...।'

কালো মানুষদের স্বাধীন রাষ্ট্র বতসোয়ানা—আকারে বিশাল, দরিদ্র, ল্যাণ্ড-লকড। বিশাল মানে ফ্রান্সের মত, লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচ-সাত লাখ, পাকা রাস্তা একশো মাইলের বেশি নয়। রাজধানী গ্যাবোরোন -এর পুব দিকেই বেশিরভাগ ছোটখাট শহর আর গ্রাম, বাকিটা খাঁ-খাঁ মরুভূমি—উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমে মাইলের পর মাইল ধু-ধু করছে।

'আসুন, পিন-পয়েন্ট করি,' বলে টেলেক্স কপিটা ডেস্ক থেকে নিয়ে এলেন মার্ক সুলেভান।

টেরোরিস্টরা জানিয়েছে, কানাডা সরকারের উত্তর একটা টিনের কৌটায় ভরে প্যারাস্যুটের সাহায্যে মরুভূমিতে ফেলতে হবে—কোথায় ফেলতে হবে তার ম্যাপ কোঅর্ডিনেটস-ও দিয়েছে তারা। পরদিন ওই একই টিনের কৌটায় নতুন নির্দেশ দেয়া হবে, তা থেকে জানা যাবে অস্ত্রের চালান কিভাবে ডেলিভারি নেবে তারা। পুলিস বা উদ্ধারকারী কোন টিম ওই জায়গায় পৌঁছুতে চেষ্টা করলে মেরে ফেলা হবে জিম্মিকে।

টেলেক্স শিটে চোখ বুলিয়ে একটা চার্ট পরীক্ষা করলেন মার্ক সুলেভান, তারপর ম্যাপের ফ্রেমে বসানো এক সারি বোতামের একটায় চাপ দিলেন। ম্যাপের পাশে একটা স্ক্রীনে ছবি ফুটে উঠল। সেটার দিকে

ঝুঁকলেন ল্যারি ব্রায়ান। স্ক্রীনের ফুটে উঠেছে রঙিন এরিয়াল ফটোগ্রাফ। কালাহারি এমন এক মরুভূমি যে গ্রাউণ্ড সার্ভে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। ফটোটায় খয়েরি রঙের গোলাকার অনেকগুলো ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছে। বেশ ক'টা প্যানও দেখা গেল। সবুজ গাছপালা খুবই কম, তবে ঝোপ-ঝাড় প্রচুর। ব্যস, আর কিছু নেই। অস্পষ্ট, আঁকাবাঁকা একটা রেখাও দেখা গেল না, যেটাকে রাস্তা বলে চেনা যায়।

ফিরে এসে ডেস্কের পিছনে চেয়ারে আবার বসলেন মার্ক সুলেভান। 'কালাহারি মরুভূমি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, মি. ব্রায়ান। কৈশোরে বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার শিকার করতে গেছি ওদিকে। দুনিয়ায় কিছু মানুষ থাকে, বিপজ্জনক জায়গাগুলো তাদেরকে টানে। আমার বাবা সেরকম একজন মানুষ ছিলেন। আমি তাঁর মত হইনি। যাই হোক, একবার আমরা শিকারে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম বলি আপনাকে...।'

সেবার সাফারিতে ওরা পাঁচজন ছিলেন। মার্ক সুলেভান, তাঁর বাবা ও তিনজন কালো যুবক। দু'দিন হলো বেরিয়েছে দলটা, তাঁর বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন নতুন কেনা রাইফেলটা পরীক্ষা করবেন। একটা টার্গেট ঠিক করা হলো, ওঁদের ট্রাকের কাছ থেকে সেটা বেশি দূর নয়। দশ-বারোটা গুলি করলেন তাঁর বাবা, তারপর আবার রওনা হলো দলটা। আধ ঘণ্টা পর ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওঁরা আবিষ্কার করলেন, রাইফেলের একটা বুলেট পাথরে লেগে দিক পরিবর্তন করে, পঞ্চাশ গজ দূরের মেইন গ্যাসোলিন ট্যাংক ফুটো করে দেয়। ষোলো গ্যালন গ্যাসোলিন সবটুকুই পড়ে গেছে। রিজার্ভ ক্যানে আছে মাত্র দশ গ্যালন।

এ পর্যন্ত বলে চুপ করলেন মার্ক সুলেভান, ল্যারি ব্রায়ান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কিনা জানার জন্যে অপেক্ষায় থাকলেন।

ল্যারি ব্রায়ান মাথা নাড়লেন।

'পানি, মি. ব্রায়ান, পানি। গুরুত্ব আসলে পানির, গ্যাসোলিনের নয়। পরবর্তী পানির উৎসে পৌঁছুতে আরও তিনদিন গাড়ি চালাতে হবে,

তার জন্যে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই যা লাগার কথা সবই ছিল। কিন্তু গ্যাসোলিন কমে যাওয়ায় অর্ধেক পথ যেতে পারব আমরা, বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে, সময় লাগবে দ্বিগুণ। তারমানে ওখানে পৌঁছুবার আগেই ফুরিয়ে যাবে আমাদের পানি, আদৌ যদি পৌঁছুতে পারি।

'ভাগ্য আমাদের সাহায্য করে। কালো যুবকদের একজন গরম সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারায়। তার আর জ্ঞান ফেরেনি। বাবাকে এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়, ডিহাইড্রেশন থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে। তবে সবাই আমরা বেঁচে যাই।

'কালাহারিতে পানির নিদারুণ অভাব, মি. ব্রায়ান। বছরের এই সময়টায় পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। সময়টা মিডউইন্টার, বর্ষার পানি যেখানে যতটুকু জমা হয়েছিল সব শুকিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা আমাদের সেবারকার সাফারির মত। সংখ্যায় আমরা যদি পাঁচজন না হয়ে ছ'জন হতাম, গল্পের শেষটা অন্যরকম হত।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ল্যারি ব্রায়ান, তারপর বললেন, 'আপনি কি আসলে এ-কথা বলতে চাইছেন যে ডোরা ডারবিকে যারাই জিম্মি করুক, সংখ্যায় তারা খুব বেশি হতে পারে না?'

মার্ক সুলেভান মাথা ঝাঁকালেন। 'খুব বেশি হলে দশজন।'

ভুরু কোঁচকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'সংখ্যায় তারা যাই হোক, সমস্যাটা তো একই থাকছে।'

'না, এক থাকছে না। তবে, প্রথমে, আমরা কে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটাকে দেখছি সেটা পরিষ্কার করে নিই। আমরা দু'জনেই ডোরা ডারবিকে জীবিত উদ্ধার করে আনতে চাই। আমি চাই, কারণ, আশা করছি তার কাছ থেকে ডেকা বারগাম সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাব। বলা যায় না, অপারেশনটা বারগাম নিজেই পরিচালনা করতে পারে। আর আপনি চান, কারণ তাকে উদ্ধার করা না গেলে দেশে গণ্ডগোল শুরু হবে—দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আপনিও নিন্দিত হবেন। ঠিক বলছি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। হ্যাঁ, পরিস্থিতিটা এরকমই। মুক্তিপণ না দিয়ে ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করতে হবে। না, বতসোয়ানা সরকার কোন সাহায্য করবে না। আফ্রিকার কালো মানুষদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বতসোয়ানা সরকার যদি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, দেশটাকে পঙ্গু করে দেয়া হবে।

'দশজন লোক—সম্ভবত অনভিজ্ঞ, হয়তো এটাই তাদের প্রথম মিশন।' মনে মনে চিন্তা করছেন মার্ক সুলেভান, মুখ থেকে সেটাই বেরিয়ে আসছে। 'ওদেরকে কাবু করা অসম্ভব নয়…যদি সে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়। তবে শ্বেতাঙ্গ হলে চলবে না। এমন একজন লোক, মরুভূমি সম্পর্কে যার ধারণা আছে, পায়ে হেঁটে ড্রপ-জোনে পৌঁছুতে পারবে, টিনের কৌটা সংগ্রহ করে ফিরে যাবার সময় দলটার পিছু নিতে পারবে, দেখে আসবে কোথায় রাখা হয়েছে জিম্মিকে—এবং, সবশেষে, অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নিতে পারবে তাঁকে। সঙ্গে ব্যাক-আপ হিসেবে দু'জন কালো থাকলেই চলবে, তার বেশি দরকার হবে না।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন ল্যারি ব্রায়ান। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করেছেন, মার্ক সুলেভান তাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছেন। প্রস্তাবটা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো, মনে হলো এটাই একমাত্র উপায়। 'সেরকম একজন লোক আপনার হাতে আছে, বলতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বসের লোক?' কৃত্রিম আতঙ্কে আঁতকে উঠলেন মার্ক সুলেভান। 'দুঃখিত, ওপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রতিবেশী কালো আফ্রিকানদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন কোন তৎপরতা চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় আমরা শুধু দু'একজন করে অবজারভার রেখেছি, তাও ঘুম পাড়িয়ে। যদি জানাজানি হয়ে যায় যে এই ব্যাপারটায় আমরা জড়িত, তাহলে…আমি ভাবতেও ভয় পাই।'

'তাহলে কার কথা বলছেন আপনি?'

'যার কথা বলছি, কালাহারি সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা আছে তার।

ট্রেনিং পাওয়া প্রথম সারির লোক। এ-ধরনের একটা অপারেশনে যেতে হলে নার্ভ থাকা চাই, থাকা চাই অভিজ্ঞতা—দুটোই তার আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এমন একটা বিপদে পড়েছে সে, প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না—প্রস্তাবটা যদি আপনি তাকে দেন।'

'ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ,' অনুরোধ করলেন ল্যারি ব্রায়ান।

'বিপদে পড়া মানুষ সম্পর্কে খবর রাখা আমাদের পেশার একটা অংশ, মি. ব্রায়ান,' বললেন মার্ক সুলেভান। 'আমি এমন এক লোকের কথা বলছি যে সিরিয়াস একটা বিপদে পড়েছে। তার বিপদে আপনি যদি তাকে সাহায্য করেন, ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করে আনতে রাজি হবে সে। তার মিশন যদি সফল হয়, ডোরা ডারবির সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক কথা বলব আমি। সবুর করুন, খুলে বলি…।'

বোতাম চাপ দিয়ে ইন্টারকমে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললেন তিনি। তারপর শুরু করলেন।

তিন

'আমাকে একটা বিয়ার দাও।'

'ইয়েস, স্যার।' কাউন্টারের নিচে আইস-বক্সে হাত ঢোকাল আফ্রিকান বারম্যান, বোতলটা বের করে ছিপি খুলল, তারপর গ্লাসে ঢালতে শুরু করল।

'দরকার নেই,' বলে তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে বোতলটা তুলে নিল মাসুদ রানা, সরাসরি বোতল থেকে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল। 'আরেকটা দাও।' ভেতরে ঢোকার পর এই প্রথম নিজের চারদিকে

তাকাল ও। এখনও কেউ এসে পৌঁছায়নি, তবে এবার আসতে শুরু করবে। গ্যাবোরোন-এ পান করার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, তবে সাধারণত সকাল দশটার দিকে ভিড় জমে যায় বারে। দশটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

দ্বিতীয় বোতলটা কাউন্টারে রাখা হলো, গা থেকে পানি নামছে। বোতলটা তুলে নিল রানা। ওর কব্জি কাঁপছে, ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। অর্ধেক খালি করে নামিয়ে রাখল বোতল, দরজায় শব্দ হতে শক্ত হয়ে গেল কাঁধের পেশী। তবে কে এল দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল না।

'রানা!'

মাথা ঘোরাল রানা। জর্জকে দেখে ঢিল পড়ল কাঁধে, স্বস্তিবোধ করল। জর্জ কিলবার্ন একজন পাইলট, ওর পুরানো বন্ধু। বলা যায় বতসোয়ানায় সে-ই ওর একমাত্র শ্বেতাঙ্গ বন্ধু।

ঘটনাটার কথা জর্জই প্রথম জানতে পারে, এখন পর্যন্ত একা শুধু তার সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছে রানা। জানার পর ওকে প্লেনে করে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে আনে সে, আসার পথে কিভাবে কি ঘটেছে সব খুলে বলে ও। সেটা তিনদিন আগের কথা। ফেরার পর সেই যে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিল ও, আর বেরোয়নি।

'অবশেষে উদয় হলে!' এগিয়ে এসে রানার পিঠে একটা হাত রাখল জর্জ কিলবার্ন। 'সময় কেমন কাটছে, দোস্ত?'

বোতলটা তুলে দেখাল রানা। 'সঙ্গী হিসেবে মন্দ না।' নিঃশব্দে হাসল ও।

'এই তো চাই,' বলল জর্জ। 'শোনো, দু'জন মক্কেল পেয়েছি, ঘাঞ্জিতে পৌঁছে দিতে বলছে।' হাত তুলে দু'জন লোককে দেখাল সে, তার সঙ্গেই বারে ঢুকেছে। 'আলাপ সেরেই ফিরে আসছি, তোমার সঙ্গে বোতল নিয়ে বসা যাবে।'

'ঠিক আছে, জর্জ—টেক কেয়ার।'

সরে গেল জর্জ, খানিক পর আবার শব্দ হলো দরজায়। একদল

জাপানী ব্যবসায়ী ঢুকল ভেতরে। ওরা কোন ব্যাপার না। মাথা ব্যথার কারণ চেনা লোকগুলো, যাদেরকে রানা পাঁচ-সাত বছর আগে থেকে জানে, গত দু'মাস যাদের সঙ্গে বসে বিয়ার খেয়েছে, শিকারের গল্প করেছে, হাসাহাসি করেছে, আবার ঝগড়া এবং মারপিটও করেছে। একটু পর থেকেই একে একে আসতে শুরু করবে তারা। কেউ ব্যঙ্গ করবে, কেউ ফিরেও তাকাবে না, কেউ সহানুভূতি জানাতে এসে কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেবে।

মাসুদ রানা যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের একজন, বতসোয়ানায় কেউ তা জানে না। এখানে ওর পরিচয় কনসেশনের লাইসেন্সধারী একজন শিকারী—একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ শিকারী।

দেশকে ভালবাসে রানা, মাতৃভূমিকে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে থেকেই বেছে নিয়েছে এই পেশা। রোমাঞ্চপ্রিয় মন আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার নেশাও ওকে প্ররোচিত করে।

কখনও একঘেয়েমি দূর করার জন্যে, আবার কখনও গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে আফ্রিকায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে আসে রানা। জিম্বাবুই আর বতসোয়ানায় কনসেশন আছে ওর, দু'তিন বছর পর পর একবার আসে, দু'আড়াই মাস থেকে আবার ফিরে যায়। লাইসেন্স ওর নামে হলেও, কনসেশন থেকে যে লাভ হয় তার একটা পয়সাও নিজের কাজে ব্যয় করে না ও। জিম্বাবুই আর বতসোয়ানা, দু'জায়গাতেই ওর প্রিয় কিছু কর্মচারী ও বন্ধু আছে, সবাই তারা সৎ এবং মানুষ হিসেবে খাঁটি সোনা—ওর ওপর নির্ভরশীল। ওর অনুপস্থিতিতে তারাই দেখাশোনা করে কনসেশন, লাভের টাকাও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই নিয়ম বেশ অনেক বছর ধরে চলে আসছে।

বতসোয়ানা ব্রিটিশদের শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হলেও, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও অর্জন করতে পারেনি। এখনও পশ্চিমা জগতের ঋণ না পেলে বাজেট হয় না, এখনও এ-দেশে বেশিরভাগ

সুযোগ-সুবিধে শ্বেতাঙ্গরাই ভোগ করছে। অদক্ষ ও অসৎ, এই অভিযোগ তুলে বতসোয়ানা গেম ডিপার্টমেন্ট স্বদেশের কোন কালো লোককে লাইসেন্স দেয় না, সব ক'টা লাইসেন্স শ্বেতাঙ্গরা পায়। পাঁচ-সাত বছর আগে অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে নিজের নামে একটা লাইসেন্স করে রানা, তখন থেকেই বতসোয়ানার শ্বেতাঙ্গ শিকারীদের চেনে ও। ও অশ্বেতাঙ্গ, এটাই যে ওদের রাগের একমাত্র কারণ তা নয়। লাইসেন্সটা নামেমাত্র ওর, সেখানে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে কালোরা, এটাও তাদের গাত্রদাহের জোরাল কারণ।

সিগারেট ধরাতে যাবে রানা, আবার শব্দ হলো দরজায়। ভেতরে ঢুকল মাইকেল অ্যাশটন। সে-ও একজন পাইলট, ওর কনসেশনে বহুবার পৌঁছে দিয়েছে প্লেনে করে। রানাকে পাশ কাটাবার সময় হাত নাড়ল সে। 'তুমি তাহলে এখনও এখানে আছ!' হাসি চেপে বলল। 'পরে কথা বলব, কেমন?' দূরের একটা টেবিলে বসল সে। সাধারণত রানাকে দেখলে সরাসরি এগিয়ে এসে ওর কাছেই বসে, ওর পয়সায় বিয়ার খায়। বলল বটে পরে কথা হবে, কিন্তু সে আর আসবে না। জর্জের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। মাইকেল অ্যাশটন, শত্রু শিবিরের লোক।

শত্রু হোক বা না হোক, এক অর্থে অ্যাশটনকে দোষ দেয়া যায় না। রাজধানীর সমাজটা ছোট, ব্যবসা সীমিত, ফলে প্রতিযোগিতা তীব্র। উত্তেজনা আর চাপ স্বভাবতই তাই খুব বেশি। এখানে সুনামটাই সব কিছু, যে-কোন সুপারিশ লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে এই দুর্মূল্যের বাজারে যে দু'একটা কাজ আছে তা পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রানার সঙ্গে বসে বিয়ার খাওয়া বা আড্ডা দেয়া অ্যাশটনের জন্যে এখন আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে। কারণ শুধু শিকারীরা নয়, বিদেশী মক্কেলরাও ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে ঘটনাটা। যার সামান্য কমনসেন্স আছে, রানার কাছে সে ভিড়বে না। আড়ালে হাসবে, পাশ কাটাবার সময় ব্যঙ্গ করবে, কিন্তু মিশবে না। ভাল একজন শিকারী চুম্বকের মত, কারণ মক্কেলদের অন্যান্য সার্ভিসও তো দরকার। যে শিকারী তার

লাইসেন্স হারিয়েছে সে কুষ্ঠরোগীর মত, সবাই তাকে এড়িয়ে চলবে। মাত্র তিন দিন আগেও তালিকায় সবার সেরা শিকারী ছিল রানা। এখন তালিকাতে ওর নামই নেই।

হতাশায় আর রাগে কাউন্টারে একটা ঘুসি মারল রানা।

কেন? কেন তার মাথায় ভূত চেপেছিল? মক্কেলকে দুঃখিত বলে, হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলেই তো হত। এ-ধরনের একটা মারাত্মক ভুল কেন সে করতে গেল? সাফারির জন্যে যত টাকাই দিক একজন মক্কেল, কোন ট্রফির গ্যারান্টি তাকে দেয়া হয় না। ব্যাপারটা মক্কেলরা জানে, মেনেও নেয়। চিতাবাঘের জন্যে রেখে আসা টোপ পরপর তিন রাত গায়েব হয়ে গিয়েছিল। হয়তো হায়েনারা দায়ী, কিংবা বুশম্যানরা। মক্কেলরা এ-ব্যাপারে ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলেনি। কাজেই মাথা গরম না করে ফিরে আসা উচিত ছিল ওর।

কিন্তু তা রানা আসেনি। বোকার মত গুলি করে বসে ও। কি ঘটে গেছে জানতে পারে জর্জ। ঠিক এক ঘণ্টা পর সাপ্লাই ফ্লাইটে চড়ে কনসেশন ত্যাগ করে ও। এক্ষেত্রে জর্জকেও দোষ দেয়া যায় না। জর্জ যদি সঙ্গে সঙ্গে গেম ডিপার্টমেন্টকে রিপোর্ট না করত, তারও লাইসেন্স হারাবার ঝুঁকি থাকত। দোষ আসলে রানার একার। ওর ভুলে ভুগতে হবে কিছু লোককে। ওর কনসেশনে অন্তত বিশজন লোক কাজ করে। তারা বেকার হয়ে গেল। বিশজন, বিশটা পরিবার। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে বারে আসার সময় তাদের কয়েকজনকে দেখেছে রানা, নিঃশব্দে ওর পিছু নেয়। তাদের সঙ্গে কয়েকজন মহিলা আর বাচ্চাও ছিল—ওদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। পিছু নিয়ে বার পর্যন্ত আসে তারা, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, অপেক্ষা করছে। এ এক ধরনের নীরব আবেদন। তারা জানে, এই বিপদ থেকে কোন না কোন ভাবে রানা তাদেরকে উদ্ধার করবেই।

'হ্যালো, অচেনা আগন্তুক!'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। জার্মান তরুণী লিণ্ডা, ফার্মেসীতে কাজ

করে। দীর্ঘাঙ্গী, হাসিখুশি মেয়ে। হালকা স্যাণ্ডেল পরে আছে, কোন শব্দ হয়নি।

'এখানে কি করছ তুমি?' জানতে চাইল লিণ্ডা। 'আমি তো জানতাম জঙ্গলে আছ, এক হপ্তার আগে ফিরবে না।'

'তুমি শোনোনি?'

'কি শুনব?' ভুরু কুঁচকে তাকাল লিণ্ডা। 'কেপটাউন থেকে দশ দিন বাদে ফিরলাম। কি ব্যাপার, রানা?'

'সরে গিয়ে এক বোতল বিয়ার খাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও কি ঘটেছে। তারপর যদি ভাল মনে করো, ফিরে এসো—আমি তোমাকে বিয়ার কিনে খাওয়াব।'

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব, চলে গেল লিণ্ডা।

লিণ্ডার পর বাকি সবাই তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল। জন রাফেল, অস্ট্রেলিয়ান, ট্রাভেল এজেন্সির মালিক, দু'বছর আগে বক্সিঙে রানার কাছে হেরে গিয়ে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফন ক্লিসম্যান আর বনি হপকিন্স, দু'জনেই শিকারী, কনসেশনের মালিক, একটা সাফারি শেষ করে ছুটি কাটাচ্ছে। এরা দু'জন রানার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। বালবোজ, রেন্ট-আ-কার কোম্পানীর মালিক, যে-কোন অশ্বেতাঙ্গ তার দু'চোখের বিষ। এরকম আরও জন পনেরো হাজির হলো বারে। এদের প্রায় সবাইকে বেশ অনেকদিন ধরে চেনে রানা। ওর এই বিপদে ওদের সবারই খুশি হবার কথা। যদিও যথোপযুক্ত ভদ্রতা দেখাবার চেষ্টা কমবেশি সবাই করল। বেশিরভাগই চোখাচোখি হতে হাত বা ঠোঁট নাড়ল, ভুলেও কাছে এল না। অনেকেই ওকে দেখতে না পাবার ভান করে ওর দিকে পিছন ফিরে বসল। কাউন্টারের আশপাশ সবগুলো টুল খালি, একা শুধু রানা বসে আছে।

'আরে, রানা, এরই মধ্যে তুমি ফিরে এসেছ?'

ঘাড় ফেরাল রানা। আর্থার ওয়েলিংটন, দক্ষিণ আফ্রিকান। গা থেকে ভুরভুর করে জিন-এর গন্ধ বেরুচ্ছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস, অত্যন্ত

বদরাগী। কিভাবে যেন সে-ও একটা লাইসেন্স যোগাড় করেছে, তবে শিকারী হিসেবে ভাল নয়—আর কাউকে পাওয়া গেলে মক্কেলরা তার কাছে ভেড়ে না।

'ওহহো, মনে পড়েছে!' চিৎকার করে কথা বলছে ওয়েলিংটন, সবাই যাতে শুনতে পায়। 'সত্যি, খুব খারাপ খবর, রানা। প্রার্থনা করি এ রকম বিপদে ঈশ্বর যেন আমার চরম শত্রুকেও না ফেলেন।'

'বিপদ? কিসের বিপদ?' অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল রানা।

'আহা, না বোঝার ভান করছ কেন! তাশানি-তে কি ঘটেছে আমরা সবাই জানি...।'

'কি ঘটেছে তাশানিতে?' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে রানা।

'অস্বীকার করছ কেন? এ কি লুকিয়ে রাখার মত একটা ব্যাপার? শোনো, বিপদে ঘাবড়াতে নেই। লাইসেন্স যায় যাবে, তাই বলে দিন তো আর পড়ে থাকবে না...।'

'ইউ বাস্টার্ড!' এক লাফে টুল ছাড়ল রানা, এক হাতে ওয়েলিংটনের শার্টের কলার চেপে ধরে অপর হাত দিয়ে তার চোয়ালে একটা ঘুসি মারল। 'তাশানিতে যা-ই ঘটুক, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর যদি একটা কথা বলো...।'

'ঠাণ্ডা হও, মিয়া!' অন্য একটা কণ্ঠস্বর, রানা আর ওয়েলিংটনের মাঝখানে আরেকজন মানুষ, রানার বুকে হাতের চাপ দিয়ে কাউন্টারের দিকে সরিয়ে আনল। জর্জ।

আরও এক সেকেণ্ড শার্টের কলারটা ধরে থাকল রানা, তারপর ধীরে ধীরে আলগা করল মুঠো, পিছিয়ে এসে বসে পড়ল টুলটার ওপর। বারের ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা।

'তুমি বার ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরল ওয়েলিংটন।

'ধন্যবাদ, জর্জ। দুঃখিত।'

ইঙ্গিতে বারম্যানকে বিয়ার দিতে বলল জর্জ। 'ব্যাটা এক নম্বর বদমাশ। তবে এভাবে মাথা গরম করলে তো চলবে না। ব্যাপারটা ভুলে যাও, রানা।'

বোতল তুলে বিয়ার খেলো রানা। কথা বলল না। ভুলে যাবে? কি করে ভুলে যাবে?

'আমার প্রায় হয়ে এসেছে,' বলল জর্জ। 'আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর তোমার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব। ততক্ষণ এখানে চুপ করে বসে থাকো তুমি, কারও কথার জবাব দেবে না। কথা দিচ্ছ?'

চুপ করে বসে থাকল রানা। ওর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে মক্কেলদের কাছে ফিরে গেল জর্জ, যাবার আগে রানার পিঠে মৃদু চাপড় দিল।

বোতলটা শেষ করল রানা। ওয়েলিংটনকে ঘুসি মারার পর মিনিট দুয়েক পেরিয়েছে। বারের পরিবেশ আড়ষ্ট হলেও, শান্ত।

'আপনি মি. রানা, স্যার?'

ছেলেটা সম্ভবত দরজার কাছ থেকে লক্ষ করছিল, পরিবেশ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। হেঁটে এসেছে নিঃশব্দ পায়ে, দাঁড়িয়ে আছে রানার গা ঘেঁসে। খালি পা, খালি গা। বয়েস হবে চোদ্দ কি পনেরো। কালো।

'কি চাও তুমি?'

'ভদ্রলোক এটা আপনাকে দিতে বললেন, স্যার।' রানার দিকে একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে ধরল ছেলেটা, গায়ে ওর নাম লেখা রয়েছে।

এনভেলাপটা নিয়ে ছিঁড়ল রানা, ভেতর থেকে একটা কাগজ বেরুল। কোন শিরোনাম বা সম্বোধন ছাড়াই লেখা হয়েছে চিঠিটা।

'আমার এক বন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় জেনেছি। অল্প সময়ের নোটিশে আমি একটা সাফারির আয়োজন করতে চাই।

এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলে খুবই খুশি

হব।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার গাড়িটা বাঁধের পাশের রোডে অচল হয়ে পড়েছে। ওটা একটা-ক্রীম ফোর্ড। রিপেয়ার ট্রাক আসবে, কাজেই এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে এখানে একবার দেখা করবেন?

কারণটা পরে ব্যাখ্যা করব, আমি চাই না আমরা আলাপ করার আগে ব্যাপারটা কেউ জানুক।

আপনাকে জানানো দরকার, সম্প্রতি আপনি যে বিপদে পড়েছেন তা থেকে আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারব বলে মনে হয়।'

সই নেই, তার জায়গায় কলম দিয়ে শুধু একটা আঁচড় কাটা হয়েছে। চিঠিটা দু'বার পড়ল রানা, তারপর মুখ তুলে ছেলেটার দিকে তাকাল। 'কে দিল এটা তোমাকে?'

'ভদ্রলোক, স্যার।'

'কি ধরনের ভদ্রলোক?'

'চীফ, স্যার।' কালোদের কাছে সব শ্বেতাঙ্গই চীফ।

'এটা তোমাকে কোথায় দিল সে?'

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখাল কিশোর। 'এই তো, স্যার, ওইখানে—রাস্তায়।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর পকেট হাতড়ে পঞ্চাশ সেন্ট বের করে গুঁজে দিল ছেলেটার হাতে। সে চলে যেতে চিঠিটা আবার পড়ল ও।

চিঠিটায় একাধিক মিথ্যে কথা বলা হয়েছে। বাঁধের পাশের রাস্তাটা বড় বড় বোল্ডারের আড়ালে, একবারে নির্জন। এত জায়গা থাকতে ঠিক ওখানেই লোকটার গাড়ি খারাপ হলো! একটু আগেও লোকটা সেখানে ছিল না, ছিল বারের বাইরে, অথচ বাঁধের পাশের রাস্তাটা এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। কাগজটা মুঠোয় ভরে মোচড়াল রানা, গোল বল বানিয়ে ফেলল।

সন্দেহ নেই, দু'জনেই শয়তান টাইপের লোক হবে। যে চিঠি লিখেছে, চিঠির লেখক যার কাছ থেকে ওর নাম জেনেছে। শয়তান ধরে নেয়ার কারণ, ব্যাপারটা কি নিয়ে আন্দাজ করতে পারছে ও। কেউ একজন, সম্ভবত বিদেশী কোন ব্যবসায়ী, হাতে দু'একদিন সময় আছে, বড় কিছু একটা ফেলতে চায়। বুনো মোষ, হাতি বা এমন কি সিংহও হতে পারে। এরা সাধারণত দামী শিকারই ফেলতে চায়। কিন্তু গেম লাইসেন্স পাবার জন্যে যে সময়ের দরকার তা তাদের নেই, ফি-ও জমা দিতে চায় না। তাদের শুধু একটা ট্রফি দরকার—আর ট্রফি খুঁজে দেয়ার জন্যে দরকার একজন শিকারী। একজন অসৎ শিকারী।

বারের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। এখানে উপস্থিত কেউই এ-ধরনের কাজ করবে না, এক শুধু বোধহয় ওয়েলিংটন বাদে। এ-ধরনের কুকর্ম করার দুর্নাম আছে তার, অথচ প্রস্তাবটা তাকে দেয়া হয়নি কেন? তারমানে লোকটা খোঁজ-খবর নিয়েছে, কেউ তাকে জানিয়েছে— বিপদে আছে রানা, ভাল টাকা দিলে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

কাগজের বলটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে আগুন ধরাল রানা। পরমুহূর্তে ওর ভুরু কুঁচকে উঠল। চিঠিটায় এমন একটা কথা রয়েছে, যার ব্যাখ্যা নেই, মেলে না। 'সম্প্রতি আপনি যে বিপদে পড়েছেন তা থেকে আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারব বলে মনে হয়।'

এ-কথা লেখার কারণ কি? যে বিপদে পড়েছে ও, টাকা দিয়ে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। চিঠির লেখক নিশ্চয়ই তা বোঝে।

চারদিকে আরেকবার চোখ বুলাল রানা। সবাই নিজেদের মধ্যে গল্প ও হাসাহাসি করছে, ভুলেও ওর দিকে তাকাচ্ছে না কেউ। জর্জকে দেখা গেল, সে তার সম্ভাব্য মক্কেলদের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছে। মনে হলো, ওদের আলোচনা শেষ হতে দেরি হবে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা। ভাবছে যাবে কি যাবে না। তারপর হঠাৎ মনস্থির করে কাউন্টারের ওপর পাঁচ র‍্যাণ্ডের একটা

নোট রেখে টুল ছাড়ল।

বারের বাইরে বেরিয়ে এসে ছোট একটা ভিড়ের দিকে এগোল রানা। ওর কনসেশনের কয়েকজন লোক তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। 'বাড়ি ফিরে অপেক্ষা করো। একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। এত ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই।' কথাগুলো নিজের কানেই ফাঁপা শোনাল। মাথা নিচু করে নিজের গাড়ির দিকে এগোল ও।

দুপুরটা যেন চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল রানা, পাশ কাটাল এয়ারফিল্ডকে। শক্ত মাটি দিয়ে তৈরি একটা মাত্র রানওয়ে, রোদ লেগে চকচকে লাল লাগছে। শহর থেকে তিন মাইল দূরে বাঁধটা, বরাবরের মত বিশ মিনিট লাগল পৌঁছুতে। পাকা রাস্তা শুধু শহরের ভেতর, তারপর খানা-খন্দে ভরা বালি ছড়ানো মেঠো পথ। বাঁধের পাশের রাস্তায় এসে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল ও।

ক্রীম কালারের ফোর্ডটা পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনে কাঁটাঝোপ, তারপর চিকচিক করছে বাঁধের পানি। হুডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক—দীর্ঘদেহী, চওড়া গোঁফ, পরনে টুইড জ্যাকেট আর গাঢ় খয়েরি রঙের ট্রাউজার। দেখে মনে হলো পানির দিকে তাকিয়ে আছেন, তবে রানার পায়ের আওয়াজ পেয়ে সিধে হলেন, ঘুরে তাকালেন ওর দিকে।

'আমি মাসুদ রানা,' এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানা।

ভদ্রলোক ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. রানা। আমি ল্যারি ব্রায়ান।'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা। ভদ্রলোকের ইংরেজি বাচনভঙ্গি শুনে ঠিক ধরতে পারল না আমেরিকান কি না। কানাডিয়ান হবারই সম্ভাবনা বেশি। 'চিঠিটা আপনি লিখেছেন?' জানতে চাইল ও।

মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'এত তাড়াতাড়ি আসার জন্যে অসংখ্য

ধন্যবাদ, মি. রানা। এভাবে ডাকার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত···।'

'কারণটা জানতে পারলে খুশি হই,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল রানা।

এই সময় একটা ট্রাকের আওয়াজ ভেসে এল, বাঁধের অপর পাশের রাস্তা ধরে শহরের দিকে যাচ্ছে। ঝোপের আড়াল থাকায় সেটাকে দেখা না গেলেও ভুরু কুঁচকে অস্থিরতা প্রকাশ করলেন ল্যারি ব্রায়ান। মাথাটা কাত করে শব্দটা শুনলেন মনোযোগ দিয়ে, চেহারায় খানিকটা উদ্বেগ। 'আমি যদি গাড়ির ভেতর বসে কথা বলতে চাই, আপনি কিছু মনে করবেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমাদেরকে কেউ কথা বলতে দেখে ফেলুক, এটা আমি চাই না।'

লাইসেন্স ছাড়া কেউ যদি কিছু শিকার করতে চায়, পুরো ব্যাপারটাই সে গোপন রাখতে চাইবে। তাশানিতে যা ঘটে গেছে, রানাকে এখন বিষ বললেই হয়, কেউ যদি দেখে ফেলে ওর সঙ্গে অচেনা এক ভদ্রলোক নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, শহরের সবার কানে পৌঁছে যাবে খবরটা।

তবু অবাক লাগছে রানার। অবৈধ শিকারের প্রস্তাব কাদের কাছ থেকে আসে জানে ও, দেখলেই চিনতে পারে। তাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন মার্জিত ভদ্রলোককে দেখেনি ও। ওর মনে হলো, ল্যারি ব্রায়ান ওকে দিয়ে অন্য কোন কাজ করাতে চান। 'আমিও চাই না,' বলল ও।

ফোর্ডের চেসিসের সঙ্গে একটা টেইলর জোড়া লাগানো হয়েছে, ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের পিছনে ধাতব ফ্রেম সহ একটা কেবিন। জানালাগুলো বড় বড়, প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা। ল্যারি ব্রায়ান টেইলগেট খুললেন, ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল এক লোক। বয়েসে তরুণ, মাথায় সোনালি চুল, পরনে জ্যাকেট আর কালো ট্রাউজার। 'এ আমার সহকারী, মি. হার্পার। বাইরে থেকে চারদিকে নজর রাখবেন, কেউ যাতে আমাদেরকে বিরক্ত না করে।'

হাসিমুখে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল হার্পার, ঘুরে চলে গেল হুডের কাছে, ঠিক যেখানটায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন ল্যারি ব্রায়ান।

'প্লীজ।'-রানাকে ভেতরে ঢোকার অনুরোধ করা হলো।

কেবিনের মাঝখানে একটা ফোল্ডিং টেবিল রয়েছে, দু'পাশে প্যাড লাগানো বেঞ্চ। রানা বসতেই শুরু করলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'মি. রানা...।'

'প্রথম প্রশ্ন,' তাঁকে বাধা দিল রানা, পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, 'আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে? জানতে চাইছি, আপনার বন্ধুটি কে?'

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ল্যারি ব্রায়ান। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তার নাম বলতে এমনিতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু আমার ভয়, আপনি তাকে পছন্দ না-ও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে, আপনি হয়তো আমার প্রস্তাবে মনোযোগ বা গুরুত্ব দেবেন না। সেজন্যেই আমি চাইছি না আপনি তার নাম জানুন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কে আপনাকে আমার নাম বলেছে, এটা জানা আমার জন্যে জরুরী।'

একদৃষ্টে রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ল্যারি ব্রায়ান বললেন, 'আমি কানাডিয়ান ফরেন অফিসে আছি। বতসোয়ানায় আমাদের হাইকমিশন থেকে আপনার কথা বলা হয়েছে আমাকে।' মিথ্যেটা বলার সময় তাঁর গলা বা চোখের পাতা একটুও কাঁপল না।

'বেশ, এবার বলুন আমার সঙ্গে আপনার কি কথা।'

'চিঠিতে যেমন লিখেছি, চেষ্টা করলে আপনাকে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারব...।'

আবার বাধা দিল রানা। 'আপনি উল্টো দিক থেকে শুরু করছেন। আপনি আমার কি সাহায্যে আসবেন তা বলার আগে বলুন আমার কাছ থেকে কি সাহায্য চান। তার আগে বলুন, ব্যাপারটা কি অফিশিয়াল, নাকি প্রাইভেট?'

বাধা পেলেও, ল্যারি ব্রায়ানের চেহারায় কোন অপ্রতিভ ভাব ফুটল না। তিনি যেন জানতেন এ-ধরনের পরিস্থিতির মধ্যেই পড়তে হবে

তাঁকে। বললেন, 'এক অর্থে এটাকে আপনি অফিশিয়াল বলতে পারেন। আবার, প্রাইভেটও বটে। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা এত বেশি প্রাইভেট আর গোপনীয় যে আমাদের এই আলোচনার কথা জানাজানি হয়ে গেলে আমি বিপদে পড়ব, আর তাই আমাকেও চেষ্টা করতে হবে আপনি যাতে বিপদে পড়েন...।'

এ-ধরনের হুমকি শুনলে রাগ হবারই কথা রানার, যদিও বলার ভঙ্গি লক্ষ করে হেসে ফেলল ও। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল, 'বলতে চাইছেন, আমাকে বিপদে ফেলার ক্ষমতা আপনি রাখেন?'

'বতসোয়ানা সরকারকে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য দেয় কানাডা,' বললেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আমরা অনুরোধ করলে আপনাকে এ-দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে—অজুহাত তো একটা তৈরি হয়েই আছে, তাই না, মি. রানা?'

'আপনি ভুল করছেন। যে ঘটনাটা ঘটেছে, এমনিতেই আমাকে বতসোয়ানা সরকার অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবে বলে মনে হয়। অর্থাৎ আপনার হুমকির কোন তাৎপর্য নেই।'

'সত্যি নেই,' স্বীকার করলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আপনি ব্যাপারটাকে হুমকি হিসেবে নিয়েছেন দেখে সত্যি আমি দুঃখিত। আমি আসলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে কথাটা বলেছি। যাই হোক, এ-কথা তো মানেন যে বতসোয়ানা সরকারের ওপর কানাডা সরকারের যে প্রভাব রয়েছে, ইচ্ছে করলে আমরা সেটা আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কাজে ব্যবহার করতে পারি?'

'আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, কি চান আপনি?' রানার কণ্ঠস্বর সামান্য তীক্ষ্ণ ও কঠিন হলো।

'পরিস্থিতিটা আগে পরিষ্কার হোক, কেমন?' হাসি হাসি মুখে রানার দিকে তাকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আপনি একটা কনসেশনের মালিক। গেম ডিপার্টমেন্টের নিয়মকানুন সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই, তবে জানতে পেরেছি যে তিন দিন আগে একজন মক্কেলের হয়ে চিতাবাঘের

টোপ হিসেবে আপনি একটা হরিণকে গুলি করে মেরে ফেলেন। হরিণটা ছিল নির্দিষ্ট কোটার অতিরিক্ত—অর্থাৎ সিরিয়াস অফেন্স। সাপ্লাই প্লেনের পাইলট ব্যাপারটা আবিষ্কার করে, সে তার নিজের লাইসেন্স রক্ষা করার জন্যে গেম ডিপার্টমেন্টকে ঘটনার কথা জানিয়ে দেয়। এর ফলে, দু'চারদিনের মধ্যে আপনার লাইসেন্স বাতিল করা হবে, সম্ভবত বতসোয়ানা ছেড়ে চলে যেতেও বলা হবে আপনাকে। এবং, এরপর আপনি আর কোথাও কনসেশনের মালিক হতে পারবেন না…,' বিরতি নিলেন তিনি, তারপর শেষ করলেন এই বলে, '…যদি না আপনার হয়ে ওপর মহলে কেউ সুপারিশ করে।'

চুপ করে থাকল রানা। ওপর মহল বলতে এখানে বুঝতে হবে দেশটার কর্ণধারকে। একমাত্র তিনি চাইলেই গেম ডিপার্টমেন্ট ওকে প্রাপ্য শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অত ওপরে পৌঁছুবার সামর্থ্য রানার নেই, অন্তত নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ না করে। না, একটা কনসেশনের জন্য বাংলাদেশ বা বিসিআই-এর ভাবমূর্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

'মি. রানা, আপনার হয়ে ওপর মহলে সুপারিশ করতে রাজি আছি আমি। পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, আপনার লাইসেন্স বাতিল করা হবে না। সবাই এমন ভাব দেখাবে, যেন কিছুই ঘটেনি।'

'এবং আপনি আমার এই উপকারটুকু করতে চাইছেন, কারণ বোবা-কালা-অন্ধ একটা মেয়ে আছে আপনার, তাই না? কিন্তু আমি তো বিয়ে করতে প্রস্তুত নই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি চিরকুমার থাকব।'

ল্যারি ব্রায়ান রানার রসিকতায় হাসলেন না। পকেট থেকে একটা ফটো বের করলেন তিনি, তারপর টেবিলে পড়ে থাকা ম্যাপটার ভাঁজ খুললেন। 'এক অর্থে আপনি ঠিকই ধরেছেন, মি. রানা। ইনি আমার মেয়ের মতই। তবে আপনি যা ভাবছেন তা নয়—বোবা-কালা বা অন্ধ নন। এটা দেখলেই ধারণা করতে পারবেন।'

তাঁর হাত থেকে ফটোটা নিল রানা।

'তাঁর নাম ডোরা ডারবি। এখানে কোথাও আছেন তিনি···।' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন ল্যারি ব্রায়ান।

ফটোটা ভাল করে দেখার পর মুখ তুলল রানা। না, অন্তত অন্ধ নয়। হয়তো বোবা-কালাও নয়। সুন্দরী, প্রাণবন্ত। তো কি হলো?

বলার তেমন কিছু নেই। যতটুকু আছে, সংক্ষেপে দ্রুত সারলেন ল্যারি ব্রায়ান। জিম্মি করা হয়েছে। মুক্তিপণ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। টিনের কৌটা কোথায় ফেলতে হবে। তারপর, তিনি কি ভাবছেন। ওয়ান ম্যান মিশন হতে হবে। ওকে সাহায্য করার জন্যে দু'জন আফ্রিকান থাকবে সঙ্গে। জঙ্গলের ভেতর টেরোরিস্টদের ক্যাম্পটা খুঁজে বের করতে হবে ওকে। অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে জিম্মিকে উদ্ধার করবে ও।

শুধু দুটো কথা চেপে গেলেন ল্যারি ব্রায়ান। এক, তাঁর পিছনে বস্ আছে। দুই, ডোরা ডারবির সঙ্গে ডেকা বারগামের যোগাযোগ। প্রথমটা চেপে গেলেন এই ভেবে যে বস্ জড়িত আছে জানলে প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করতে চাইবে না। দ্বিতীয়টাও একই কারণে গোপন রাখলেন—এর মধ্যে ডেকা বারগাম জড়িত, এটা জানতে পারলে রানা আন্দাজ করে নেবে নেপথ্যে অবশ্যই কলকাঠি নাড়ছে বস্।

'কি যেন নাম বললেন তার?' জানতে চেয়ে ফটোটা আবার তুলে নিল রানা। ল্যারি ব্রায়ানের বক্তব্য চুপচাপ শুনে গেছে ও। চেহারা দেখে বোঝা যায়নি, তবে অত্যন্ত অবাক হয়েছে। শুধু অবাক হয়নি, রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে বিপদের ঝুঁকি নেয়ার নেশাটা মাথাচাড়া দিয়েছে ওর মনে। যদিও এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

'ডোরা ডারবি।'

'এরকম শরীর ও চেহারা নিয়ে জঙ্গলে আর মরুভূমিতে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে? কই, ড্রপ-জোনের কোঅর্ডিনেটস দেখি।'

'এই যে।' একটা কাগজে লিখে রেখেছেন ল্যারি ব্রায়ান, রানার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন। কাগজটা নিয়ে ম্যাপের সঙ্গে মেলাল

রানা।

মোরেৎসি ডিপ্রেশন-এর উত্তরে ছোট একটা প্যান, কালাহারির খাঁ-খাঁ শূন্য এলাকার একটা। ম্যাপ ও ফটো, দুটোই আবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। কোঁকড়ানো সোনালি চুল, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা ব্লাউজ; বিশাল মরুভূমির নগণ্য একটা কণা, যেখানে টিনের কৌটাটা ফেলার কথা; বোঝার চেষ্টা করল দুটোর মধ্যে কি মিল বা যোগাযোগ থাকতে পারে। নিজের অবস্থার কথাও ভাবল, ভাবল ল্যারি ব্রায়ানের অদ্ভুত প্রস্তাব সম্পর্কে। অবশেষে মুখ তুলল ও, বলল, 'ব্যাপারটা এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি সত্যি আশা করেন সশস্ত্র একটা সাফারি নিয়ে ওখানে যাব আমি, আপনারা যখন প্যারাস্যুট নামাবেন আমি তখন আড়াল থেকে নজর রাখব টেরোরিস্ট গ্রুপটার ওপর, তারপর যেভাবে হোক উদ্ধার করে আনব জিম্মিকে? ব্যাপারটাকে আপনি এতই সহজ মনে করছেন?'

'আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছি, মি. রানা।'

'কিন্তু বতসোয়ানায় এ-ধরনের একটা মিশনের আয়োজন করা কি ভাবে সম্ভব? ট্রাক লাগবে, লোকজন লাগবে, অস্ত্র লাগবে। কে দেবে এ-সব আমাকে? যাদুর লাঠি ঘোরাব, অমনি আকাশ থেকে পড়বে সব?'

'আপনি অনভিজ্ঞ বা আনাড়ি নন, মি. রানা,' ল্যারি ব্রায়ান বললেন। 'প্রস্তাবটা যদি গ্রহণ করেন, সমস্ত আয়োজন আপনাকেই করতে হবে। কিভাবে করবেন, আপনার ব্যাপার। আমি শুধু জানি, এ-ধরনের একটা কঠিন কাজ করতে পারবে এমন এক যোগ্য লোককেই প্রস্তাবটা দিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে, কালাহারি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে। বলা হয়েছে, একমাত্র আপনার দ্বারাই এ-কাজ সম্ভব। আর যদি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেন, অনুরোধ করব আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে এটা যেন প্রকাশ না পায়। পরে আর আপনার সঙ্গে কোনদিন আমার দেখা বা কথা হবে না।'

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রানা। ফটোর মেয়েটা ওকে আকৃষ্ট করছে,

অস্বীকার করে লাভ নেই। একটা রোমাঞ্চকর অভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, এ-ও সত্যি। কিন্তু এর মধ্যে আর কিছু নেই তো? কেমন যেন খটকা লাগছে ওর। তারপর ভাবল, বিনিময়ে কনসেশনটা ফেরত পাওয়া যাবে। ওর লাইসেন্স বাতিল করা হবে না। বিশটা পরিবার খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে।

কিন্তু কাজটা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। এটা আসলে সামরিক বাহিনীর কাজ, অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিটের। তাছাড়া, কত রকম ইকুইপমেন্ট দরকার হবে। হাই-ভেলোসিটি হান্টিং রাইফেল কোন কাজে আসবে না, দরকার হবে আর্মি-ইস্যু রিপিটার—এমন এক অস্ত্র যা বতসোয়ানায় পাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, যেহেতু এখানে অস্ত্রের কোন দোকানই নেই।

প্ল্যানটাও উদ্ভট। ড্রপ-জোনের কাছে লুকিয়ে থাকতে হবে। টেরোরিস্টদের পিছু নিয়ে দেখে আসতে হবে কোথায় তারা ঘাঁটি গেড়েছে। তারপর হামলার প্রস্তুতি নিতে হবে, হানা দিয়ে ছিনিয়ে আনতে হবে জিম্মিকে। ঘাঁটির এক মাইলের মধ্যেও পৌঁছুতে পারবে না ও, তার আগেই জিম্মিকে খুন করে ফেলবে তারা—টিনের কৌটা পড়ার পর তাদেরকে যদি অনুসরণ করার সুযোগ পায়ও।

না, গোটা ব্যাপারটাই উদ্ভট পাগলামি। পাগলামি আর আত্মঘাতী। সেই কথাই বলতে চাইল ও, কিন্তু মুখ খুলতে গিয়েও খুলল না। পাগলামি, তবে অসম্ভব নয়। পাগলামি এই অর্থে যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক, আর বিপজ্জনক বলেই এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। বিপদের ভয়ে কোন কাজ থেকে পিছিয়ে এসেছে, এরকম কোন দৃষ্টান্ত ওর জীবনে আছে কি? নেই। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলে এটাই প্রথম হবে। না, অসম্ভব নয়। ল্যারি ব্রায়ান বলছেন, টেরোরিস্টরা দশজনের বেশি হবে না। ঠিকই বলেছেন তিনি। পানি আর রসদের কারণেই দলটা ছোট হবে। সন্দেহ নেই, টেরোরিস্টরা বেকার যুবক, ডাকাতদের দলে নতুন নাম লিখিয়েছে—অনভিজ্ঞ, অস্থির, দিশেহারা।

প্রস্তুতি নিতে পারলে রানা একাই ওদেরকে কাবু করতে পারবে।

'আরেকটা কথা, মি. রানা,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ডোরা ডারবিকে আমি আমার মেয়ের মত বলেছি। শুধু আমি নই, প্রতিটি কানাডিয়ান তাঁকে মেয়ের মতই স্নেহ করেন। আমি বলতে চাইছি, মানবিক কারণেও কি আপনি সাহায্য করতে পারেন না?'

রানার মনের সবচেয়ে কোমল জায়গা স্পর্শ করলেন ল্যারি ব্রায়ান। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ম্যাপটা আবার টেনে নিল নিজের দিকে। 'ঠিক আছে, সব কথা বলুন শুনি।'

চার

দরজা খুলে গেল, বাইরের কড়া রোদ ধাঁধিয়ে দিল চোখ। পরমুহূর্তে বন্ধ হলো সেটা, আবার প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল কুঁড়েঘরটা। 'এসো, নকমি।'

এগিয়ে এসে ডেকা বারগামকে একটা কাগজ দিল ছেলেটা। ভাঁজ খুলে দ্রুত পড়ল বারগাম। ক্যাম্প থেকে পাঠানো সাপ্তাহিক রিপোর্ট—শহরের বাইরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা রিসিভার, রেডিওর মাধ্যমে সেখানে পাঠানো হয়েছে কোড করা কয়েকটা শব্দ, বয়ে এনেছে কিশোর বাহক। 'খুশি হলাম,' বলল বারগাম। 'ওদেরকে বলবে, এখান থেকে কোন মেসেজ যাবে না।'

ছেলেটা বেরিয়ে গেল, মাটির মেঝেতে শান্ত পা ফেলে কুঁড়েটার পিছন দিকে হেঁটে এল বারগাম। গরম পড়েছে—নিষ্ঠুর অত্যাচারের মত।

কপাল থেকে ঘাম মুছে কান পাতল সে।

বাইরে থেকে ভেসে আসছে দৈনন্দিন কোলাহল—ভাঙাচোরা ট্রাক ছুটে যাচ্ছে, অনবরত হর্ন বাজাচ্ছে মোটরগাড়ি, ছেলেপিলেরা চিৎকার করছে, ঘেউ ঘেউ করছে একদল কুকুর। রাতে শব্দগুলোর ধরন বদলে যায়—তখন মেয়েদের আর্তনাদ শোনা যায়, স্বামীরা পিটিয়ে লাশ বানায়; মদ খেয়ে মাতলামি করে চোর-ছ্যাঁচড়রা, যুবকরা ছুরি হাতে পরস্পরকে ধাওয়া করে; শোনা যায় পুলিশের বাঁশি আর পেট্রল কারের সাইরেন। চব্বিশ ঘণ্টার কখনোই শান্ত হয় না এই নরক।

এ তার জন্মভূমি, কিন্তু ঘৃণা করে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে। গোটা দেশটাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গরা কালোদের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাজত্ব করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবে? কালোরাই তোমার সঙ্গে বেঈমানী করবে, ধরিয়ে দেবে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে। নয়ত টেরও পাবে না কিভাবে একদিন খুন হয়ে যাবে তুমি।

এই বস্তি থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে, জোহানেসবার্গকে শুধুমাত্র স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ওখানে ভবনগুলো আকাশ ছুঁয়েছে, রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিচ্ছন্ন, শ্বেতাঙ্গরা সেখানে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করছে। অথচ এখানে, কালোদের মধ্যে, শুধুই নোংরামি আর দুর্গন্ধ, মারামারি আর হিংসা-দ্বেষ, হত্যা আর ধর্ষণ।

শিউরে উঠল বারগাম। মাঝে মধ্যে তার ভেতর এমন উথলে ওঠে ঘৃণা, নিজেকে অসুস্থ লাগে। এই যেমন এখন। কোথাও কোন আশা দেখতে পায় না সে। চারদিকে এমন কেউ নেই যার ওপর আস্থা রাখা যায়। সেই পনেরো বছর বয়েস থেকে কালোদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িত নেতাদের দেখে আসছে সে। প্রায় সব ক'টাই সুযোগসন্ধানী আর নীতিহীন, লাভ দেখলেই ডিগবাজি খায়, জলাঞ্জলি দেয় স্বজাতির স্বার্থ। নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেই একটা গ্রুপ তৈরি করে সে, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী সংগ্রহ করার চেষ্টা চালায়।

তারপর দীর্ঘ কয়েক বছরের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর প্রতারণার ইতিহাস। নেতা হিসেবে যারা নাম করেছে তারা চায় না নতুন কোন নেতার জন্ম হোক। তারাই তার পিছনে শ্বেতাঙ্গ পুলিসকে লেলিয়ে দেয়। অবশেষে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয় সে। কিন্তু গ্রুপটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে তো? অস্ত্র লাগবে তো? বেকার যুবকদের খেতে-পরতে দিতে হবে তো? টাকা রোজগারের সহজ পথটাই বেছে নিতে হয় তাকে—ব্ল্যাকমেইল আর ডাকাতি।

মেঝের দিকে তাকাল বারগাম। 'আর কতক্ষণ লাগবে তোমার?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'ধৈর্য ধরো, বন্ধু, ধৈর্য ধরো···।' ম্যাপ থেকে মাথা তুলে একটা হাত ঝাঁকাল আব্রাহাম গামবুটি। 'পাঁচটা জায়গা বাছতে বলেছ তুমি আমাকে, সময় তো লাগবেই। কাজ শেষ হলে তোমাকে জানাব আমি।'

'ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি করো।' গামবুটির দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল বারগাম। এই লোকের সাহায্য নিতে বাধ্য হতে হয়েছে তাকে, কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় আবার গরম হয়ে উঠছে তার মাথা।

আধবুড়ো গামবুটি একটা মাতাল, একটা 'কালারড্'। কালো আর শ্বেতাঙ্গদের মাঝখানে আলাদা একটা নমুনা। ডেকা বারগামের দৃষ্টিতে গামবুটি আবর্জনা বিশেষ। কিন্তু সে শিক্ষিত, অনেক বছর ধরে একটা ব্রিটিশ ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে কালেকশন এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বতসোয়ানায় ছড়িয়ে আছে এই কোম্পানীর অসংখ্য দোকান। বারগাম যখন জানল যে ডোরা ডারবি চিতাবাঘ দেখার জন্যে ওখানে গেছে, স্বভাবতই গামবুটির কথা মনে পড়ে যায় তার। প্ল্যানটা কি রকম হবে তার একটা ছক করে ফেলে সে। ফিরে আসে শহরে, টাকা আর সস্তা জিন সেধে কাজটা করে দিতে রাজি করিয়ে ফেলে গামবুটিকে।

আধবুড়ো লোকটা এই মুহূর্তে সীমান্ত বরাবর কোথায় কোথায় অস্ত্র

ডেলিভারি নেয়া হবে তা বেছে বের করছে।

কাঠের খালি একটা বাক্সের ওপর বসে বোতল থেকে সরাসরি জিন খেলো বারগাম। তার পেটা লোহার মত বিশাল শরীরটা দরদর করে ঘামছে।

'দেশটা বিশাল,' আপনমনে বিড়বিড় করছে গামবুটি। 'যেহেতু তোমার কাছে অস্ত্র আছে, পানি আছে, সব কিছু আছে, তাই ভাবলে তুমিই সেরা, দেশটাকে লাগাম পরাতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লে। আমার মনে আছে, আমরা একবার একগাদা সাপের গায়ে ক্যাম্প ফেলেছিলাম। রাতের অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারিনি…।'

'তোমার বকবকানি থামাও তো!' ধমক দিল বারগাম।

'কেন? মরুভূমিকে তোমার খুব ভয়, না?'

'ওহ্ গড!'

চাপাস্বরে খিকখিক করে হেসে উঠল গামবুটি। বাক্স ছেড়ে দাঁড়াল বারগাম, অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল।

গামবুটি ঠিকই ধরেছে। কালাহারি সম্পর্কে মাত্র অল্প ক'দিনের অভিজ্ঞতা তার, মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যে তা-ই যথেষ্ট। শহরের ওপর তার বিতৃষ্ণা আছে, তবে শহরটাকে সে চেনে, বিতৃষ্ণার কারণগুলো জানে। মরুভূমি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—যা কিছু সে জানে বা কল্পনা করতে পারে তার কিছুর সঙ্গেই মেলে না। এর বিশালত্ব, এর ভয়াবহতা, এর নির্জনতা—প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেন শ্বাসরুদ্ধকর, গ্রাস করতে চায়। ঝোপের আড়ালে স্যাঁৎ করে কি যেন ছুটে যায়, গা ছমছম করে। আকাশে শকুনদের নীরব উপস্থিতি, ভয় ধরিয়ে দেয় তার মনে। আর অসহ্য গরম, অথচ এক ফোঁটা পানি নেই।

মাত্র দু'হপ্তা ছিল বারগাম, তাতেই তার শিক্ষা হয়ে গেছে। ডোরা ডারবি বা অন্যান্যদের যা-ই বলে থাকুক, দ্বিতীয়বার আর ওদিকে যাবে না সে। তার যাবার কোন দরকারও নেই। রেডিওতে ভালই যোগাযোগ

রাখা যাচ্ছে। আলফ্রেড শেঙ্গি, তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে টিনের কৌটাটা। তার বরং এখানে থেকে অস্ত্র ডেলিভারি নেয়ার জন্যে ড্রপ-সাইট মনিটরিং করা উচিত। সেই যুক্তি দেখিয়েই এখানে রয়ে গেছে সে। যদিও মনে মনে জানে, এখানে থেকে যাবার আসল কারণ সেটা নয়।

আসল কারণ হলো, জীবনে এই প্রথম ভয় পেয়েছে ডেকা বারগাম।

পায়চারি থামিয়ে দরজার গায়ে সরু ফাটলে চোখ রাখল সে। দশ টনি একটা ট্রাক সিমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, ধোঁয়া আর ধুলো উড়ছে চারদিকে। রাস্তার কিনারা থেকে এক ছেলে একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ল, ড্রাইভিং কেবিন লক্ষ করে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ড্রাইভার, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। ছেলেটা চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেছে।

দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে এল বারগাম। এ-ধরনের দৃশ্য কয়েকশো বার দেখেছে সে। এ সমাজে কিছুই যেন কখনও বদলায় না, বদলাবেও না। কিভাবে বদলাবে? দেশটাকে কেউ ভালবাসলে তো! সবাই যে যার ভাগ্য বদলাবার তালে আছে। হ্যাঁ, সবার মত তাকেও নিজের ভাগ্য বদলাবার জন্যে কাজ করে যেতে হবে। করছেও তাই। দলটাকে আরও বড় করবে সে, আধুনিক অস্ত্রে সাজাবে। শ্বেতাঙ্গ অশ্বেতাঙ্গ কোন বাছবিচার নেই, স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে সবার বাড়িতে হানা দেবে, কেড়ে নেবে সোনা আর টাকা।

'শুনতে পাচ্ছি তুমি নাকি একটা খনি পেয়েছ?' গামবুটিও বোতল থেকে সরাসরি জিন খাচ্ছে। 'খুবই নাকি দামী জিনিস। দামী আর নরম, সুন্দর আর রসালো। সত্যি নাকি?

'কার কাছে শুনলে?'

'শুনলাম।' বোতলটা নামিয়ে রেখে কাঁধ ঝাঁকাল গামবুটি। 'আরও শুনলাম, সে এমন একটা খনি, তাকে নাকি সবদিক থেকে উপভোগ করা যায়।'

এগিয়ে এল বারগাম। একটা হাত বাড়িয়ে গামবুটির শার্টের কলার

ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, তুলে ফেলল শূন্যে, তারপর ওভাবে ধরে রেখেই ঘন ঘন ঝাঁকাল। 'কি শুনেছ ভুলে যাও। আর যদি কখনও তার কথা তোমার মুখে শুনি, জ্যান্ত কবর দেব। মনে থাকবে?' কথা শেষ করে গামবুটিকে ছুঁড়ে দিল এক কোণে। মেঝেতে একটা ভারি বস্তার মত পড়ল সে, থরথর করে কাঁপছে।

পিছিয়ে আবার দেয়ালের কাছে ফিরে বাক্সটার ওপর বসল বারগাম। ছেলেটা নিশ্চয়ই মুখ খুলেছে, ভাবল সে। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে ডোরা ডারবির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছে গামবুটিকে। গামবুটি ডোরা ডারবি সম্পর্কে জানে, এটা একটা দুঃসংবাদ। যদিও যথেষ্ট ভয় পেয়েছে গামবুটি, এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলবে না সে। তবে ছেলেটার ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে তাকে। গামবুটি বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, এটা তার রাগের কারণ নয়। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল তার বলার সুরে নোংরা ইঙ্গিত থাকায়।

ডোরা ডারবি। যখনই তার কথা মনে পড়ে, বারগামের সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। আশ্চর্য কিছু স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে, বুকের ভেতর উথলে ওঠে আবেগ, অনুভূতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। মেয়েটা শ্বেতাঙ্গিনী। অত্যন্ত বদরাগী, জেদী আর অস্থির। তার সামনে যত বড় বাধাই আসুক, চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে সব ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়ে এগিয়ে যাবে, কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

কালো হোক আর সাদা, জীবনে এরকম মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখেনি ডেকা বারগাম। প্রথম পরিচয় তাঞ্জানিয়ায়, ডোরা ডারবিরই ক্যাম্পে। মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়, সহজ সুরে তাকে একটা ফরমাশ করল সে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হয় তার, অপমানে জ্বালা করে ওঠে গা। তারপর হঠাৎ করেই উপলব্ধি করে সে, তার গায়ের রঙের সঙ্গে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই। সে সাদা নাকি কালো, ডোরা ডারবি তা খেয়ালই করেনি। ডোরা ডারবির দৃষ্টিতে দুনিয়ার বুকে মাত্র দু'ধরনের প্রাণী আছে— পশু আর মানুষ। প্রথমটা সম্পর্কে তার দরদ আর শ্রদ্ধাবোধ

সীমাহীন, দ্বিতীয়টা সম্পর্কে কোন মাথাই ঘামায় না।

ওখানে দু'হপ্তা ছিল বারগাম, ডোরা ডারবির দ্বারা সম্মোহিত। তার সঙ্গে গল্প করেছে মেয়েটা, লেকচার দিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, গড়গড় করে বলে গেছে আফ্রিকার ইতিহাস, বন্যপ্রাণীদের কাহিনী—যা আগে কখনও কারও মুখে শোনেনি সে। ক্ষুধার্ত বারগাম তার বক্তব্য গোগ্রাসে গিলেছে, কালো আফ্রিকা ও নিজের ইতিহাস জেনেছে, মনে হয়েছে এতকাল অন্ধকারে থাকার পর আলোর জগতে পা ফেলেছে সে।

মেয়েটার সঙ্গে তার প্রেম হয়নি, না। হায় ঈশ্বর, এরকম একটা মেয়েকে কিভাবে ছোঁয়া যায়! ডোরা ডারবির মত মেয়েকে কেউ কোন দিন পায় না। ওদের দু'জনকে নিয়ে যে গল্প রটেছে তা তারই বানানো, পুরুষদের খোরাক হিসেবে পরিবেশিত। এ-সব রটিয়ে নিজের ভাবমূর্তি বাড়িয়ে নিয়েছে সে, বাড়িয়ে নিয়েছে দলের ভাবমূর্তি—সাদা এক ভদ্রমহিলাকে ভোগ করার কৃতিত্ব ক'জন কালো লোক দেখাতে পারে?

তারপর কালাহারিতে ডোরা ডারবির নতুন ক্যাম্পে গেল বারগাম। সেই থেকে অদ্ভুত একটা মানসিক অস্থিরতা পেয়ে বসেছে তাকে। নিজেকে তার বিব্রত মনে হয়, দিশেহারা বোধ করে। ডোরা ডারবি তার হাতে বন্দী, অথচ মনে হয় ঘটেছে আসলে উল্টোটা, সেই যেন ডোরা ডারবির হাতে বন্দী। নতুন ক্যাম্পে ওকে দেখে খুশি হয় ডোরা ডারবি, খুব খাতির-যত্ন করে। সে কি চায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার তোতলায় বারগাম, ঘেমে গোসল হয়ে যায়। অথচ প্রস্তাবটা শুনেই রাজি হয়ে গেল ডোরা ডারবি, একটুও ইতস্তত করেনি। শুধু একটা শর্ত দেয়, তার কাজে যেন কোন রকম বিঘ্ন ঘটানো না হয়। তার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে মেয়েটা যেন তাকেই বন্দী করে ফেলেছে। তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে বারগামের। 'আমাকে পুঁজি করে তুমি যদি লাভবান হতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই।'

এই মুহূর্তে মরুভূমিতে রয়েছে ডোরা ডারবি, পাঁচশো মাইল দুর্গম উত্তরে, এমন স্বাভাবিকভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছে যেন কিছুই

ঘটেনি।

'এখনও তোমার কাজ শেষ হলো না?' জিজ্ঞেস করল বারগাম, ঝাঁকি খাবার পর থেকে মাথা নিচু করে কাজ করছে গামবুটি। 'তাড়াতাড়ি করো।'

দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল ছেলেটা। 'পেট্রল...এদিকেই আসছে।'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ব্যস্ত হাতে ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে গুঁজে রাখল গামবুটি, পর্দা সরিয়ে কুঁড়েঘরের আরেক অংশে চলে গেল বারগাম।

পুলিস নিয়মিতই টহল দেয় এদিকটায়। প্রতিবারের মত এবারও হয়তো তারা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। তবে ওরা যদি গোপন সূত্রের খবর পেয়ে এসে থাকে, কুঁড়েঘরটাকে ঘিরে ফেলবে। সেক্ষেত্রে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে বারগামকে, যদিও শেষ রক্ষা সম্ভব কিনা নির্ভর করে নিয়তির ওপর।

সুড়ঙ্গের মুখে শুয়ে গাড়ির আওয়াজ শুনছে বারগাম, আর ডোরা ডারবির কথা ভাবছে। গামবুটির কথাটা মিথ্যে নয়, সে একটা খনিই বটে। তার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান খনি।

পুলিসের গাড়ি কাছে চলে এল। পর্দার ফাঁক দিয়ে বারগাম দেখল, মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে গামবুটি।

দরদর করে ঘামছে বারগাম। অপেক্ষা করছে।

পাঁচ

দলের আরও পাঁচ-সাতটা বেবুনের মত এটাও দু'বছর বয়েসী একটা

পুরুষ, তবে পার্থক্য হলো এটা বাকিগুলোর চেয়ে লম্বা-চওড়া আর শক্তিশালী। আচরণে আক্রমণাত্মক একটা ভাব আছে, কৌতূহল খুব বেশি, রোমাঞ্চের গন্ধ পেলে নিজেকে সামলাতে পারে না।

স্ত্রীলোকটিকে গত এক হপ্তা ধরে লক্ষ করছে সে। লক্ষ করছে আর তার গন্ধ শুঁকছে। মেয়েটা প্রথম তাকে এই গন্ধ দিয়েই আকৃষ্ট করে। গন্ধটা তার নাকে আশ্চর্য ঝাঁঝালো অথচ মিষ্টি নেশা ধরানোর মত লাগে। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি ঠিক কোথা থেকে আসছে গন্ধটা, শুধু অনুভব করতে পারে অদৃশ্য কুয়াশার মত স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে আছে। তারপর এক সকালে, ও যখন পানির কিনারায় বসে নিজেকে পরিষ্কার করছিল, ওর মাথার চুল আর নাভীর নিচে একই রঙের লোম দেখতে পেয়ে, দুটোর মধ্যে একটা যোগাযোগ খুঁজে পায় সে। পুরুষ বেবুন এবার গন্ধটার উৎসও আন্দাজ করে নেয়।

তারপর থেকে, কৌতূহলের চরমে পৌঁছে, ঠিক কোন্ ইচ্ছে থেকে নিজেও জানে না, ধীরে ধীরে কাছে আসতে শুরু করে সে। কিন্তু যতবারই কাছাকাছি হতে চেয়েছে, তাকে ছুঁতে চেয়েছে, গন্ধর উৎসটা চাটতে চেয়েছে, ততোবারই স্ত্রীলোকটির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সে। ফলে আতঙ্কে অস্থির হয়ে পালিয়ে না এসে উপায় কি। একবার সরে আসতে দেরি করে ফেলে সে, আঁচড়ে তার কান থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে। আরেকবার দলের সর্দার, বেহায়াপনা করার অপরাধে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে। কিন্তু তারপর আতঙ্ক কমে এলেই, উত্তেজনা আর ইচ্ছেটা বাড়লেই, মেয়েটার ওপর নজর দিয়েছে সে, অপেক্ষায় থেকেছে গন্ধের উৎসটা সম্পর্কে জানার সুযোগ আসবে এই আশায়।

সেদিন বিকেলে বুড়ো সর্দার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ঝিমুচ্ছিল। তাকে ঘিরে গোটা পালটা চরছে, শুকনো ঘাসের শিকড় খাচ্ছে। এক জোড়া বেবুন বসে আছে উঁচু পাথরের মাথায়, নজর রাখছে শত্রুরা কেউ এদিকে আসে কিনা। এই সুযোগে পুরুষটা সতর্ক চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে। বাকি সবার চেয়ে খানিকটা দূরে রয়েছে সে, ধুলোর

ওপর বসে গা থেকে উকুন না কি যেন বাছছে। গন্ধটা আজও আবার ভেসে এল তার নাকে—ঝাঁঝালো আর মিষ্টি। দিশেহারা বোধ করল সে, একটা নেশা জাগছে। খস খস করে পেট চুলকাল সে, চাপা স্বরে আওয়াজ ছাড়ল একটা। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটা। তাকিয়েই থাকল।

পুরুষটা মনস্থির করে ফেলল। সামনের দিকে ছুটে গেল সে, তারপর একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল, সবশেষে পশ্চিম অর্থাৎ পিছন থেকে এগোল মেয়েটার দিকে।

সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল চিতাবাঘও।

গত দু'ঘণ্টা ধরে, সব ক'টা বেবুনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, কয়েকটা পাথরের আড়ালে নিকষ কালো একটা ছায়ার মত স্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল সে। এই মুহূর্তে, ক্ষিপ্র এক নড়াতেই মাটি থেকে সিধে হয়ে ছুটে এল, তার তীব্র গতির উৎস যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। চিতাবাঘের আওয়াজ শুনতেই পায়নি বেবুনটা, তবে দ্রুতগতি পা বাতাসে একটা কাঁপন সৃষ্টি করল, কানে সেটা অনুভব করে বিদ্যুৎবেগে ঘুরল সে, ঘাড়ের ওপর লোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে। পালটার কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করল সে, সময় পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে আতঙ্কে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

চিতাবাঘ কোণাকুণি একটা পথ ধরে ছুটে আসছে, নিঃসঙ্গ বেবুন আর পালটার মাঝখানে পৌঁছুতে চায়। পালের সব ক'টা বেবুন ভয়ে ও অক্ষম রাগে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে রোমান্সপ্রিয় তরুণ বেবুনটাও। থামল চিতাবাঘ, নিচু হয়ে পেট ঠেকাল মাটিতে, তারপর অত্যন্ত ধীর ও সতর্ক ভঙ্গিতে সামনে এগোল। তার কালো মুখোশ ভাবলেশহীন, তবে হলুদ চোখ দুটো নিষ্পলক আর সরু হয়ে উঠল। তার সামনে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো বেবুনটা, পা দুটো মাটি খুঁড়ছে, আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, তবে এখনও চিৎকার করছে। তিন ফুট দূরে স্থির হলো চিতাবাঘ। বেবুনটাকে এক মুহূর্ত দেখল সে।

তারপর একটা থাবা বাড়িয়ে বেবুনের মাথায় আঘাত করল অনায়াসে, প্রায় অলসভঙ্গিতে, যেন একটা বিড়াল মাছি ধরার চেষ্টা করল।

কালো থাবার দিকে হাত ঝাপটা মারল বেবুন, কিন্তু থাবাটা তখন নেই ওখানে। ইতিমধ্যে লাফ দিয়েছে চিতাবাঘ, মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়েছে, পরমুহূর্তে বেবুনের ঘাড়ের ওপর ভারি পাথরের মত নামল। চোয়াল দিয়ে তরুণ বেবুনের খুলিতে চাপ দিল সে, ভেঙে গুড়িয়ে দিল সেটা, মেরে ফেলল তাকে।

খেঁকিয়ে উঠল চিতাবাঘ, শিকার শুরু করার পর এটাই তার প্রথম শব্দ, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। পালটা এরইমধ্যে পালাতে শুরু করেছে, ঝোপের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ায় তাদের চিৎকার ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে এলাকাটা দেখে নিল সে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী চোখে পড়ল না। সবশেষে ভাঙা খুলির রক্ত চাটল, খেতে বসল শান্ত হয়ে।

আধ মাইল দক্ষিণে কান খাড়া করে শুনছে ডোরা ডারবি। বেবুনদের অকস্মাৎ চিৎকার, পাল থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বেবুনটার আর্তনাদ, তারপর হঠাৎ জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা—এ-সব থেকে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। এখন তার অপেক্ষা করার পালা।

বিশ মিনিট যেতে দিল সে। তারপর বিকেলের শেষ আলোয় ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল।

চিতাবাঘটা চলে গেছে, তবে আওয়াজ শুনে যেখানে শিকারের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যাবে বলে ধারণা করেছিল ঠিক সেখানেই পেল। শিকারটা এত ছোট যে গাছে ঝোলাবার গরজ করেনি চিতাবাঘ, যতটুকু পেরেছে খেয়ে ফেলে রেখে গেছে মাটিতে। সেটার দিকে হেঁটে আসছে সে, দেখল একটা শিয়াল নাড়ীভুঁড়ি ধরে টানাটানি করছে। তার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল একবার, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল। এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসল ডোরা ডারবি, প্রায় মাংসবিহীন প্রাণীটিকে কয়েক সেকেণ্ড দেখল, তারপর পকেটে হাত ভরল নোট-বুক

বের করার জন্যে।

দুই কি তিন বছরের একটা পুরুষ—হাড়ের আকার-আকৃতি আর পশমের রঙ দেখে আন্দাজ করা যায় বয়েসটা, ছেঁড়া তলপেটের নিচেটা দেখে বোঝা যায় লিঙ্গ। ওজন ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড, প্রায় এক তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে—অসহায় বেবুনের শেষ চিৎকারটা শুনে ঘড়ি দেখেছিল সে। খুন হয়েছে সম্ভবত পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়। এলাকা: খোলা প্রান্তর, এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে কিছু ঝোপ আর পাথরের স্তূপ। আবহাওয়া: শান্ত ও পরিষ্কার, হালকা দখিনা বাতাস আছে।

দ্রুত, তবে সাবধানে লিখল সে; নিয়মমাফিক প্রতিটি খুঁটিনাটি। একটি মাত্র শিকারের বর্ণনা থেকে কোন তাৎপর্যই ধরা পড়বে না। তবে অন্যান্য শিকারের রেকর্ড করা বর্ণনার সঙ্গে মেলালে একটা প্যাটার্ন ঠিকই বেরিয়ে আসবে। তখন জানা যাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য প্রাণীটি কেন কি আচরণ করছে।

দিনের আলো নিভে যাচ্ছে, আকাশে তারা ফুটতে শুরু করল। অপেক্ষারত শিয়ালগুলোর চোখ ঝোপের ভেতর জ্বলজ্বল করছে। এ-সব দিকে কোন খেয়াল নেই ডোরা ডারবির, একমনে লিখে যাচ্ছে সে। তার সমগ্র মন জুড়ে রয়েছে কালো একটা ছায়া।

শহরকে পিছনে ফেলে সবুজ এই বনভূমিতে ঢুকলেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে রানার। মহান কিছু একটা অর্জন করার কৃতিত্ব অনুভব করে। এই আনন্দ অমূল্য, নিজের জীবন বাজি রেখে গোটা একটা পরিবারকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারার ফসল।

তোবড়ানো পুরানো মরিসটা একপাশে থামিয়ে নেমে পড়ল রানা, বাকি পথটুকু হেঁটে যাবে। নতুন কেউ এলে বুঝতেই পারবে না ঘন এই অরণ্যের ভেতর আনন্দমুখর সুখী একটা পরিবার আজ প্রায় একশো বছর ধরে বসবাস করে আসছে। বিশাল তাদের এই সম্পত্তি কারও দয়ার দান

নয়, দুই প্রজন্মের কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার।

জঙ্গলের কিনারায় চলে এল রানা, এখান থেকে শুরু হয়েছে খেত-খামার। বহু যুগ আগে যেসব ভারতীয় বতসোয়ানা বা আফ্রিকার অন্যান্য দেশে ভাগ্য ফেরাতে এসেছিল তারা প্রায় সবাই ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে, নজর রাখে শুধু টাকা কামানোর দিকে। স্থানীয় কালোদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়নি তাদের, বরং শাসক শ্বেতাঙ্গদের সহযোগিতা করেছে। ব্যতিক্রম আদভানি পরিবার। কৃষ্ণ আদভানির বয়েস এখন প্রায় সত্তর, তাঁর বাবা গোপাল আদভানি পনেরো বছর বয়েসে বতসোয়ানায় আসেন। তিনি ব্যবসার দিকে না গিয়ে চাষাবাদের দিকে মন দেন, শ্রম দেন গুরু-ছাগলের বংশবৃদ্ধির কাজে। তখন শত শত মাইল জমি অনাবাদী পড়ে ছিল, লোকসংখ্যা ছিল নগণ্য। ভুট্টার চাষ করে ধীরে ধীরে সচ্ছল হয়ে উঠল পরিবারটি। গোপাল আদভানি তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দুই ছেলের বিয়ে দিলেন স্থানীয় কালো মেয়ের সঙ্গে, তাদের ঘরে আফিকান ছেলেমেয়ে জন্ম নিল, পরিবারটি আফ্রিকার মাটির সঙ্গে মিশে গেল এক হয়ে। শুধু তাঁর ছোট ছেলে, কৃষ্ণ আদভানি, স্বদেশী অর্থাৎ ভারতীয় এক মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করলেন, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে। তাঁর দুই ভাই, কুমার আদভানি আর বিশ্বজিৎ আদভানির কোন মেয়ে নেই, দু'জনেরই তিনটে করে ছেলে। সবাই তারা লেখাপড়া শিখেছে, তবে ব্যবসা বা চাকরি করে না, খেত-খামার নিয়েই আছে, বিয়েও করেছে স্থানীয় কালো মেয়েকে। কৃষ্ণ আদভানির কোন ছেলে নেই, শুধু একটা মেয়ে—ইভা পুনম। আজ থেকে নয় কি দশ বছর আগে রানা যখন বতসোয়ানায় প্রথমবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এল, ইভা পুনম তখন বারো কি তেরো বছরের কিশোরী। ছবির মত সুন্দর, দেখে মনে হত বোবা—নিষ্পলক চোখে শুধু তাকিয়ে থাকত। সেই ইভা পুনম বড় হয়েছে, আগের চেয়ে আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে। লণ্ডনের একটা স্কুলে বেশ ক'বছর লেখাপড়া করেছে পুনম, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সেখানেই তার পরিচয়। তার পোশাক বা আচরণে লাজুক মেয়েলি ভাব

খুঁজে পাওয়া মুশকিল, দেখে মনে হবে একাহারা গড়নের ছটফটে তরুণ। নিজেদের খেতের ওপর প্লেন থেকে ওষুধ ছিটাবে, ট্রাক চালিয়ে রাজধানী থেকে কয়েক শো মাইল দূরের কোন আড়তে পৌঁছে দেবে ভুট্টা বা গম, রাইফেল হাতে একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে ভাল কোন শিকার পাবার আশায়। একটা মেয়েও যে একইসঙ্গে এতগুলো দিকে দক্ষ হতে পারে, পুনমকে না দেখলে বিশ্বাস করত না রানা।

যদিও পুনম সম্পর্কে এ-সব তথ্য লোকমুখে শুনেছে রানা, অল্প যেটুকু দেখেছে তা-ও আড়াল বা দূর থেকে। ওর কাছে মেয়েটা সেই নয়-দশ বছর আগে দেখা কিশোরীই রয়ে গেছে, আজও বড় হয়নি। সেজন্যে দায়ী অবশ্য পুনমই। গত পাঁচ-সাত বছরে বহুবার দেখা হয়েছে ওদের, আর দেখা হলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে পুনম, নম্র, লাজুক, মেয়েলি ভাব এসে গেছে চেহারা ও আচরণে, দেখে মনে হয়েছে কথা বলতে পারে না, বোবা। রানা ধরে নিয়েছে, পুনমের এ এক ধরনের হীনম্মন্যতা, কিংবা এর জন্যে দায়ী হয়তো কৃতজ্ঞতা বোধ। তাদের পরিবারকে সমূলে উৎখাত করা হচ্ছিল, একদল শ্বেতাঙ্গ হায়েনা দখল করে নিচ্ছিল তাদের সমস্ত সম্পত্তি, সেই বিপদের সময় রানা সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে আজ তাদের কোন অস্তিত্বই থাকত না—কথাটা সম্ভবত পুনম ভুলতে পারে না। রানার সামনে পড়লেই লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে যায় সে, কি যেন বলতে গিয়েও পারে না, শুধু তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক।

খেত-খামারে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আদভানি পরিবার বতসোয়ানার অর্থনীতিতে বেশ ভাল অবদান রাখছে। কাজের লোকজন সবাই কালো ও আফ্রিকান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রানাকে চিনতে পেরে খেত থেকেই হাত নাড়ল। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা, আধ মাইলটাক হেঁটে আবার ঢুকল বনভূমির দ্বিতীয় অংশে। আদভানিদের দোতলা বাড়িটা এর ভেতরই। ডান পাশে এয়ারস্ট্রিপ, বাম পাশে গ্যারেজ, তারপর সরু একটা কৃত্রিম লেক, লেকের দক্ষিণ প্রান্তে

বাড়িটা। গাছ পালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে একটা ঘোড়া দেখল রানা, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুনম, দূর থেকে দেখে মনে হলো ঘোড়ার পিঠে জিন পরাচ্ছে।

কোন আওয়াজ পায়নি, কারণ এখনও অনেকটা দূরে রয়েছে রানা, তবু কিছু একটা অনুভব করে ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। চোখাচোখি হতেই স্থির হয়ে গেল সে, যেন একটা পাথুরে মূর্তি। হালকা রঙের জিনস পরে রয়েছে, পায়ে বুট, সাদা শার্টটা জিনসের ভেতর গোঁজা।

কাছে এসে রানা বলল, 'তোমরা সবাই কেমন আছো, পুনম?'

আড়ষ্ট হেসে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'ভাল। আপনি ভাল? এদিকে তো আজকাল আসেনই না।'

পুনমের গলায় সামান্য অভিমানের সুর, লক্ষ করে হেসে উঠল রানা। 'একদম সময় পাই না, বুঝলে। কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

ইতস্তত একটা ভাব এসে গেল পুনমের চেহারায়, মাথা নেড়ে বলল, 'না, এখন আর যাব না।'

'তোমার বাবা বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জ্বী,' বলল পুনম, তারপর মাথাটা নিচু করে পায়ের ওপর চোখ রেখে জানতে চাইল, 'আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছে। আপনি ভেতরে বসুন, চা দিতে বলি?' মুখ তুলে আবার লাজুক হাসি হাসল পুনম। 'ভুলে আমারও চা খাওয়া হয়নি।'

'ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপার? তাহলে তো সহজে মিটবে না। আমি বরং পরে আসি...।'

'না!' প্রায় আঁতকে উঠল পুনম। 'আপনি এসে ফিরে গেছেন শুনলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে বাবা। আসুন, ভেতরে এসে বসুন, বাবাকে আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

রানা এসেছে শুনে কৃষ্ণ আদভানি ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের বিদায় করে দিলেন। পুনম পথ দেখিয়ে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে গেল ওকে।

দোতলার ড্রইংরুমে ঢুকতেই দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণ আদভানি, আলিঙ্গন করলেন রানাকে, তারপর ওর হাত ধরে সোফায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। 'কেমন আছ, ডিয়ার সান? শুনলাম...,' চেহারায় উদ্বেগ, মাঝপথে থেমে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর ছেলে নেই, বোধহয় সেজন্যেই রানাকে 'ডিয়ার সান' বলে অতৃপ্তি বা অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করেন ভদ্রলোক।

'জ্বী, ঠিকই শুনেছেন,' বলল রানা। 'সেজন্যই আপনার কাছে আসা।'

'ইয়েস?' রানার দিকে ঝুঁকলেন বৃদ্ধ। একটা ব্যাকুলতা বোধ করছেন তিনি, ভাবছেন এতদিনে বোধহয় ঋণের খানিকটা অন্তত পরিশোধ করার সুযোগ তাঁকে দেবেন ঈশ্বর। সে আজ প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা, এই বাঙালী তরুণের কাছে ঘটনাচক্রে তিনি চিরঋণী হয়ে পড়েন। সেই থেকে প্রতিটি দিন সুযোগের সন্ধানে থেকেছেন, কিন্তু বৃথাই, ঋণ শোধ করার কোন সুযোগই ঈশ্বর তাঁকে দেননি। কতবার রানার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি, কত কিছু সেধেছেন—খামার ব্যবসার আংশিক মালিকানা, নগদ টাকা, দান হিসেবে বনভূমির অংশবিশেষ, রফতানি ব্যবসার শেয়ার—কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ভাল করে শুনতে পর্যন্ত রাজি হয়নি রানা।

মনে পড়লে আজও শিউরে উঠতে হয়, কী সাংঘাতিক একটা বিপদেই না পড়েছিল আদভানি পরিবার। প্রথমে রটিয়ে দেয়া হয় তাদের এই বিশাল সম্পত্তি সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দখল করে নেবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সত্যিই তাই—প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা তাঁদের সম্পত্তি সরকারের দখলে আনার জন্যে কাগজ-পত্র তৈরি করছেন। তারপরই কয়েকজন ব্রিটিশ, তারা বতসোয়ানারও নাগরিক, অদ্ভুত একটা প্রস্তাব নিয়ে এল। সরকার দখল করে নিলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে

তারা নামমাত্র টাকা পাবে, তা-ও বহু যুগ পর। তারা প্রস্তাব দিল, ক্ষতিপূরণ হিসেব যা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় তার তিনগুণ টাকা নিয়ে গোটা সম্পত্তি তাদের কাছে বেচে দেয়া হোক। তিন ভাই আলোচনা করলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন সরকার দখল করে নিলে নিক, সম্পত্তি তাঁরা কারও কাছে বেচবেন না। এর কিছুদিন পরই পরিবারটির ওপর অত্যাচার শুরু হলো। রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো গোলাবাড়িতে, ভুট্টা আর গমবাহী ট্রাক মাঝপথ থেকে ছিনতাই করা হলো, বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হলো কয়েক ডজন গরু-ছাগল। ইতিমধ্যে আদভানি পরিবার সরকারের ওপর মহল থেকে জানতে পেরেছেন, রাজধানীর চৌহদ্দির মধ্যে না পড়লে কারও কোন সম্পত্তি দখল করার কোন ইচ্ছে সরকারের নেই। কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পুলিসের সাহায্য চেয়ে বিফল হলেন তাঁরা, বলা হলো হাতেনাতে ধরা না পড়লে বা নিরেট কোন প্রমাণ দেখাতে না পারলে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই করার নেই। বোঝা গেল, পুলিসকে টাকা দিয়ে হাত করে ফেলেছে শত্রুরা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপদগুলো রোমহর্ষক। গোটা পরিবার আতঙ্কিত ইঁদুরের মত কোণঠাসা হয়ে পড়ল। কৃষ্ণ আদভানির দুই যুবক ভাইপোকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল তারা। টেলিফোনে জানানো হলো, তাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে দু'জনকেই মেরে ফেলা হবে। তারা যে মিথ্যে হুমকি দেয়নি সেটা বোঝা গেল তিন দিন পর, দু'জনের মধ্যে একজনের ক্ষতবিক্ষত লাশ রাজধানীর প্রধান সড়কে পড়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে একটা চিঠি ছিল, তাতে বলা হয় আরও তিন দিন পর দ্বিতীয় ছেলেটিকে খুন করা হবে, তারপর কিডন্যাপ করা হবে কৃষ্ণ আদভানির একমাত্র কন্যা পুনমকে।

তিন ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে তাদের আর কোন উপায় নেই। পরদিন স্থানীয় দৈনিকে তিন ভাইয়ের নামে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলো—'বাঘা নামে একটা বুলডগ হারিয়ে

গেছে, তার গায়ের রঙ···।' কিডন্যাপাররা আগেই জানিয়ে রেখেছিল, এ-ধরনের একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলে তারা বুঝতে পারবে তাদের প্রস্তাব মেনে নেয়া হয়েছে। সেদিনই যোগাযোগ করবে তারা পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার জন্যে।

সারাটা দিন পেরিয়ে গেল, কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করল না। কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না আদভানি পরিবার। একটা ছেলেকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছে তারা, দ্বিতীয় ছেলেটির জন্যে উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠল সবাই। পরদিনও কিডন্যাপারদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সাড়া দেবে কি, নিজেরাই প্রাণ ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে তারা। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক, সংখ্যায় পাঁচজন। তাদের মধ্যে দু'জন ছিল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী। অপর তিনজন এদেরকে ভাড়া করেছে এক লাখ মার্কিন ডলারে। দুই টেরোরিস্ট এই প্রথম নয়, এভাবে আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রে আরও অনেক ভারতীয়-আফ্রিকান পরিবারকে ভয় দেখিয়ে উৎখাত করেছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ জমা হয়ে আছে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ব্রিটিশ পুলিস তাদেরকে ধরতে পারেনি। অবশেষে তারা সাহায্য চেয়েছে রানা এজেন্সির।

রানা এজেন্সি বিসিআই-এরই একটা কাভার। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুরোধ পাবার পর লণ্ডন থেকে তদন্ত শুরু করল রানা, সূত্র ধরে চলে এল বতসোয়ানায়, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একটা দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টারের কাভার নিয়ে।

বতসোয়ানায় এসেই স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে আদভানি পরিবারের বিপদ সম্পর্কে জানতে পারল ও, এক হপ্তা পর কিডন্যাপারদের হাতে খুন হওয়া ছেলেটার লাশও রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। রানার ধারণা হলো, নিক আর ফ্রেড-ই বোধহয় দায়ী, যাদের খোঁজে বতসোয়ানায় এসেছে ও।

দুই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নিক আর ফ্রেড কোন পদ্ধতিতে কাজ

করে, কি তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সব তথ্যই জানা ছিল রানার। সরাসরি তাদের পিছনে না দৌড়ে, পুলিস হেডকোয়ার্টারে চলে এল ও, সঙ্গে ওর দুই শ্বেতাঙ্গ বন্ধু—দু'জনেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এজেন্ট। বতসোয়ানা পুলিস বিভাগের ডেপুটি কমিশনার একজন শ্বেতাঙ্গ। তার সঙ্গে দেখা করল ওরা। বন্ধুদের পরিচয় দিল রানা আগ্রহী বিনিয়োগকারী হিসেবে, পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে চায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে একটা প্রস্তাবও দিল রানা। ভারতীয়-আফ্রিকান কাংকারিয়া পরিবার রাজধানীর অন্যতম ধনী পরিবার, বেশিরভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তারাই পরিচালনা করে। তাদের সমুদয় ব্যবসা ও গুডউইল কিনে নিতে চায় রানার মক্কেলরা। কি দরে কেনা যাবে সেটা ওর মক্কেল আর কাংকারিয়া পরিবারের মাথাব্যথা, ওরা শুধু জানতে চায় এ-ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকম পুলিসী সহায়তা পাবার জন্যে কি রকম খরচ পড়বে।

এর আগে নিক আর ফ্রেডের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার ঘুষ খেয়েছেন শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি কমিশনার। রানার কাছ থেকে তিনি তিন লাখ ডলার দাবি করলেন, কারণ আদভানিদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পত্তির মালিক কাংকারিয়া পরিবার। দরে বনল না, ফলে বিকেল পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়ে থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কেউ জানল না, পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে ওদের আলোচনার প্রতিটি শব্দ পকেটে লুকিয়ে রাখা মিনি টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড হয়ে গেছে।

ওদের জন্যে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন পুলিস কর্মকর্তা, কিন্তু ওরা কেউ এল না। রাত আটটার সময় হতাশ হয়ে থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, জীপ নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। নির্জন পথে তাঁর জীপের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল একটা মাইক্রোবাস, নিচে নেমে তাঁর দিকে পিস্তল তাক করল তিনজন মুখোশ পরা লোক।

পুলিস কর্মকর্তাকে হাইজ্যাক করে একটা খালি বাড়িতে নিয়ে আসা

হলো। সোজা আঙুলে ঘি উঠল না, নির্যাতনের প্রথম পর্যায়ে কেটে নেয়া হলো তাঁর একটা কান। দ্বিতীয় পর্যায়ে অপর কানটা কাটার প্রস্তুতি চলছে, এই সময় মুখ খুলতে রাজি হলেন তিনি। নিক আর ফ্রেড সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে। কোথায় তারা আস্তানা গেড়েছে, তাদের মক্কেল তিনজনের পরিচয় ও ঠিকানা, আদভানি পরিবারের অপর ছেলেটিকে কোথায় রাখা হয়েছে, নিক আর ফ্রেডের কাছ থেকে কত টাকা ঘুষ খেয়েছেন তিনি, তাদের কুকীর্তিতে স্থানীয় কারা সহায়তা যুগিয়েছে, ইত্যাদি আরও অনেক তথ্য। সবশেষে তাঁকে দিয়ে একটা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিখিয়ে সই করানো হলো। সমস্ত কথাবার্তাও টেপ করে নিল রানা।

রাত দশটার দিকে বতসোয়ানার চীফ পুলিস কমিশনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধে সাক্ষাৎ দান করলেন রানাকে। ওর মুখে সমস্ত ঘটনা জানার পর তখুনি ডেপুটি পুলিস কমিশনারকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করলেন তিনি। আদভানি পরিবারের ছেলেটিকে উদ্ধার এবং নিক আর ফ্রেডকে ধরার জন্যে পুলিসের ছোট একটা দল সহ রানার সঙ্গে তিনি নিজেও রওনা হলেন। পরদিন সকালে আদভানি পরিবারের বিজ্ঞাপন ছাপা হলো পত্রিকায়। তার আগে, ভোর রাতে, কিডন্যাপারদের আস্তানায় হানা দিয়েছে পুলিস। কিন্তু কিডন্যাপার বা তাদের জিম্মি কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী ঘটনাকে সাহসিকতা ও বীরত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলতে হবে। কৃতিত্বটা একা রানার পাওনা। পুলিস আসছে, এ-খবর আগেই পেয়ে যায় কিডন্যাপাররা, সম্ভবত থানা হেডকোয়ার্টার থেকে কেউ তাদেরকে ফোন করেছিল। জিম্মিকে একটা মিনিবাসে তুলে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালায় তারা, পুলিস এসে পৌঁছুনোর মিনিট পনেরো আগে।

কিডন্যাপাররা পালিয়েছে দেখে রানা আন্দাজ করে, সীমান্তের দিকে যাবে ওরা। এ-ধরনের অপরাধীরা নিরাপদ বোধ করে দক্ষিণ

আফ্রিকায়। সময় নষ্ট না করে একাই পুলিসের একটা জীপ নিয়ে ধাওয়া করল ও। ওর সঙ্গে কেউ যেতে চাইল না, কারণ সবারই ধারণা কিডন্যাপাররা শহরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

বারো ঘণ্টা পর সীমান্তের পথেই তাদেরকে দেখতে পায় রানা।

একা পাঁচজন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে কিভাবে জিতল রানা, কিভাবে উদ্ধার করল জিম্মিকে, সে-সব ঘটনার বর্ণনা কৃষ্ণ আদভানি আজ পর্যন্ত জানতে পারেননি। তিনি শুধু জানেন, বিজ্ঞাপন ছাপা হবার আট চল্লিশ ঘণ্টা পর তাঁর ভাইপোকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনে ও। পরদিন খবরের কাগজ দেখে জানতে পারেন, নিক আর ফ্রেড নামে দু'জন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নিজেদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে, আহত হয়েছে তাদের তিনজন সঙ্গী।

'ইয়েস, মাই সান?' রানা ইতস্তত করছে দেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'বলো, কি চাই তোমার?'

'আমার এক বন্ধু আছে, মি. আদভানি। অত্যন্ত প্রভাবশালী বন্ধু। আমি যে বিপদে পড়েছি, ইচ্ছে করলে তা থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করতে পারেন।'

'ভেরি গুড। বলো, তোমার বন্ধুর কি দরকার...।'

'তিনি কিছু অস্ত্র চাইছেন, মি. আদভানি। এক জোড়া অটোমেটিক রিপিটার—স্মাইযার অথবা স্টার্লিং। আর একটা অটোমেটিক রাইফেল।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, মাই সান।'

'জ্বী-না,' বলল রানা। 'ঠাট্টা করছি না। এগুলো তার দরকার, এবং আজ রাতেই।'

'আর যদি ঠাট্টা না-ও করো, এ-সব আমি কোথায় পাব বলে ভাবছ?'

'কোথায় পাবেন সে আপনি জানেন। আমি শুধু জানি, এ-সব আপনার কাছে যদি না-ও থাকে, যোগাড় করে দিতে পারবেন।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'আর কিছু না, শুধু এগুলো?'

'না। একটা ট্রাকও দরকার।'

'অস্ত্র দরকার, একটা ট্রাক দরকার। আর কিছু?'

'আপনাদের দু'জন ফার্ম ম্যানেজার আছে, নিকেল আর ডেকান—ওদেরকেও দরকার আমার।'

'ট্রাক আর স্টাফদের দায়িত্ব পুনমের, কাজেই এ-সব ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে,' কৃষ্ণ আদভানি বললেন।

রানা জানতে চাইল, 'আর অস্ত্রগুলো?'

কৃষ্ণ আদভানি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'ওগুলো তুমি কোথায় ডেলিভারি চাও?'

'সেটা আপনাকে একটু পরে জানাব, পুনমের সঙ্গে কথা বলার পর।'

'তাহলে তো এখুনি তোমাকে নিচে নামতে হবে, ঘোড়া নিয়ে কোথায় যেন যাবে বলছিল ও।'

নিচে নেমে এসে ড্রইংরূমেই তাকে পেল রানা, যেন ওর অপেক্ষাতেই বসে আছে। কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, 'আমার একটা ট্রাক আর নিকেল ও ডেকানকে ধার হিসেবে কয়েক দিনের জন্যে দরকার, পুনম। তোমার বাবা বললেন, এ-সব ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে।' নিকেল আর ডেকানকে আগে থেকেই চেনে রানা, দু'জনেই অত্যন্ত বিশ্বস্ত, এক সময় পুলিসে ছিল। ডেকান খুব দক্ষ ট্র্যাকার।

হেসে ফেলল পুনম, বলল, 'বাবা আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন। দরকার, নিয়ে যান।'

'কেন দরকার, জানতে চাও না?'

'আমি শুনেছি, কি একটা অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন আপনি,' শান্ত, ম্লান গলায় বলল পুনম। 'শুনেছি লোকমুখে, আপনার মুখে নয়। আপনি

তো আরেক জগতে বাস করেন, আমাদের কথা মনে পড়ে না। এ-সব কেন দরকার, তা-ও লোকমুখে ঠিকই জানতে পারব।'

হেসে উঠল রানা। 'বুঝেছি, আমার ওপর অভিমান করেছ। শোনো, ট্রাকটা ফোর-হুইল ড্রাইভ হওয়া চাই, টয়োটা হলে ভাল হয়। আর নিকেল ও ডেকানকে বলে দিতে হবে, আমার সঙ্গে কাজ করার সময় ওদের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকবে না, আমার কথা মত চলতে হবে।'

'ফোর-হুইল ড্রাইভ?' অবাক হয়ে তাকাল পুনম। 'তারমানে আপনি বাইরে যাবেন?' বতসোয়ানায় 'বাইরে' মানে মরুভূমিতে।

'হ্যাঁ।'

'কতদিনের জন্যে?'

'এই ধরো দু'হপ্তা।'

'গোটা ব্যাপারটা বোধহয় গোপন রাখতে হবে আমাদের, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পুনম বিড়বিড় করে বলল, 'আপনার জন্যে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই তো করার নেই আমাদের। যেখানেই যান, যা-ই করুন, সাবধানে থাকবেন...।'

পুনমের মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে ছোট বোনের মত আদর করল রানা। 'আরে পাগলী, আমার কিছু হবে না...।'

একবার তো মনে হলো চিতাবাঘটাকে সে হারিয়েই ফেলেছে।

এক রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা করায় ঘুম ভেঙে গেল তার, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ক্যাম্প থেকে। পরবর্তী আধঘণ্টা এমন অসুস্থবোধ করল, মনে হলো মারা যাচ্ছে। কোন রকমে ফিরে এল ক্যাম্পে, বিছানায় পড়ে ছটফট করছে। কারণটা বোধহয় বদহজম, আন্দাজ করল ডোরা ডারবি। ছোকরাগুলো আজ সকালে একটা হরিণ মেরেছিল, ঠিকমত রান্না করতে পারেনি—খেতে বসেই মনে হয়েছিল একটু যেন কাঁচা রয়ে গেছে।

তিন দিন অসুস্থ থাকল সে, তাঁবুর ভেতর অসহায় বন্দিনী, শরীরে সামান্যতম শক্তিও নেই। চতুর্থ রাতে সুস্থ বোধ করল, পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল নিজেকে। অসম্ভব দুর্বল বোধ করছে, হাঁটতে গেলে পা কাঁপে, মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এক পা এক পা করে এগোল সে, সোজা চলে এল শেষবার যেখানে চিতাবাঘটাকে দেখেছিল।

অসুস্থ অবস্থায় এই ক'দিন প্রায় সারাক্ষণ শুধু ওটার কথাই ভেবেছে ডোরা ডারবি। পেট-ব্যথায় যখন অন্ধকার দেখছিল চোখে, ঘামে ভিজে যাচ্ছিল শরীর, বারবার বমি করছিল, তখনও তার সঙ্গে ছিল ওটা—কালো একটা বিড়ালের মতো আকৃতি তার আচ্ছন্ন ও ব্যথায় কাতর মস্তিষ্কের ভেতর বিরতিহীন পায়চারি করে যাচ্ছে। তাপ-দগ্ধ দুপুরে বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করার সময় বা রাতে আরামে ঝিমোবার সময়ও চিতাবাঘটাকে ভুলতে পারেনি সে। এই মুহূর্তে সকালের তাজা বাতাস ঠেলে টলতে টলতে হাঁটছে, এক সময় পৌঁছে গেল সেই গাছটার কাছাকাছি। এই গাছেই শেষবার বিশ্রাম নিয়েছিল ওটা।

গাছের নিচে বালির ওপর পরিচিত পায়ের দাগ দেখা গেল, তবে চিতাবাঘটা নেই। ওখানে পৌঁছেই ব্যাপারটা ধরে ফেলল সে, এতটাই নিশ্চিত যে আবার হাঁটতে শুরু করে গাছটার সরাসরি নিচে চলে এল, তারপর মুখ তুলে তাকাল ওপর দিকে। তার যদি বুঝতে ভুল হয়ে থাকে, চিতাবাঘটা যদি এই মুহূর্তে গাছের ডালে এখনও ঘুমিয়ে থাকে, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেলেছে ডোরা ডারবি। কিন্তু না, গাছটার ডালে কিছুই নেই, শুধু দেখা গেল কয়েকটা ডালের ছাল উঠে কাঠ বেরিয়ে পড়েছে, যে-সব জায়গায় ঘষে নখরগুলো ধারাল করেছে চিতাবাঘ।

চোখ নামিয়ে পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করল সে। ট্র্যাকিং সম্পর্কে তার নিজের যেমন ভাল ধারণা নেই, ক্যাম্পের ছোকরাগুলোরও সেই একই অবস্থা। তবে দেখতে পেল দাগগুলো নিখুঁত নয়, কিনারা ভেঙে

পড়ছে। সে যখন অসুস্থ ছিল, সম্ভবত যে রাতে তার পেটব্যথা শুরু হয়, গাছ থেকে নেমে অন্যদিকে চলে গেছে ওটা শিকারের জন্যে নতুন আরেকটা এলাকার খোঁজে। রেখে গেছে শুধু এই প্রায়-অস্পষ্ট পায়ের দাগ।

ক্যাম্পের উত্তর দিকের জঙ্গলে তিন দিন খোঁজাখুঁজি করল সে। কখনও তার সঙ্গে ক্যাম্পের দুই ছেলে থাকল, তবে ওদের অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশি নয়। বেশিরভাগ সময় একা একা ঘুরে বেড়াল সে—ভোর অন্ধকারে ঘুম থেকে জাগে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ক্যাম্প থেকে, তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটে। সারাটা দিন পায়ের দাগ খুঁজে বেড়ায়, তারপর ক্লান্তিতে নুয়ে সন্ধের দিকে ফিরে আসে তাঁবুতে।

অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে ডোরা ডারবি। বন্য প্রাণীদের পায়ের দাগ কিভাবে চিনতে হয় সে-সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। বালির ওপর, তাজা ও পুরানো, অসংখ্য দাগ দেখছে সে, পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আছে, কোনটা কোন প্রাণীর বুঝবে কিভাবে। কয়েক প্রজাতির হরিণ, তাদের পায়ের ছাপ একেক রকম। আরও তো কত রকম প্রাণী চলাফেরা করছে—ছোটবড় বুনো বিড়াল ও চিতাও তো কয়েক ধরনের, তারপর আছে সিংহ ও জেব্রা। কাঁটাঝোপে লেগে তার কাপড় আর চামড়াই শুধু ছেঁড়ে, সামনে পড়ে থাকে সীমাহীন ফাঁকা মরুভূমি।

অথচ তবু হাল ছাড়ার কথা একবারও ভাবে না ডোরা ডারবি। ক্লান্তিতে পা চলে না, গরমে মাথা ঘুরে অথবা কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, অ্যাকাসিয়া গাছের তলায় পৌঁছে বিশ্রাম নেয় কিছুক্ষণ, তারপর আবার শুরু করে হাঁটা। চিতা-বাঘটা তার সামনে কোথাও আছে। ওটার ওপর তিন মাস নজর রেখেছে সে, তাল মিলিয়ে চলেছে, বলা যায় একসঙ্গে বসবাস করেছে দু'জন। সেই একই নিষ্ঠা আর অটল জেদ নিয়ে ওটাকে সে খুঁজবে, যতক্ষণ আবার না পায়, তারপর আগের

মত আবার নজর রাখবে।

সুস্থ হবার পর চারদিন পেরিয়ে যাচ্ছে, সন্ধের খানিক আগে নিচু একটা রিজ-এর ওপর উঠে এল সে, সামনে ও নিচে ঘাস ঢাকা বিস্তৃত প্রান্তর। হরিণের কয়েকটা পাল দেখা গেল, গোধূলির ম্লান আলোয় চরে চরে ঘাস খাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর, ক্যাম্পে ফেরার জন্যে যে-ই ঘুরতে যাবে, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। হরিণের পালগুলো অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আলোড়নটা শুরু হয়েছে তার বাম দিকে, হরিণগুলো অসংখ্য ভাগে ভাগ হয়ে একের পর এক ঢেউ সৃষ্টি করছে যেন, তীরবেগে ছুটে চলেছে দিগন্তরেখার দিকে।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোরা ডারবি। সহজ ব্যাখ্যা হতে পারে, একজোড়া চিতা, কিংবা হয়তো পশুরাজ সিংহ বেরিয়েছে শিকারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যেখানে শিকার করতে চাইছে শুধু সেই জায়গার আশপাশের প্রাণীগুলোকে নিজেদের অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্য টের পেতে দেবে ওগুলো। এখানে দেখা যাচ্ছে গোটা প্রান্তর নড়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্ন ঢেউগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, যেন একটা স্রোতে পরিণত হতে চলেছে। খুরের আঘাতে কাঁপতে শুরু করল মাটি, বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি দেখা গেল। চারদিকের সমস্ত প্রাণী ছুটছে প্রাণভয়ে।

আবার একটা ঝাঁকি খেলো ডোরা ডারবি। ঢেউগুলোর পিছনে, লম্বা তামাটে ঘাসের ভেতর দিয়ে, কি যেন একটা এগিয়ে আসছে। প্রথমে অস্পষ্ট আর ছায়া ছায়া লাগল, ঘাসের ফাঁকে রহস্যময় একটা আকৃতি। তারপর, আরও কাছে চলে আসতে, ধুলোর ভেতর স্পষ্ট হতে শুরু করল আদলটা। বিশাল একটা কিছু, অসম্ভব কালো আর ভীতিকর—খরাপীড়িত শুকনো মাটির ওপর দিয়ে নিষ্ঠুর নিয়তির মত অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে ঠিক যেভাবে ওটাকে সে তার মনের ভেতর হাঁটতে দেখেছে।

কোন দিকে যাচ্ছে, কোথায় পৌঁছুবে, ভাল করে দেখে বুঝে নিল

ডোরা ডারবি। তারপর, চিতাবাঘটা চোখের আড়ালে চলে যেতে, ভাঁজ হয়ে গেল তার হাঁটু, মাটিতে পড়ে কাঁদতে শুরু করল সে।

ছয়

'তুমি রেডি, নিকেল?'

'জ্বী, স্যার।' অন্ধকারে সাদা দেখাল আফ্রিকান তরুণের দাঁত। আকাশে চাঁদ নেই, মাথার ওপর গাছের পাতা সামান্য খসখস করছে, বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা।

'তুমি, ডেকান?'

'রেডি, স্যার।' ডেকানের গলা একটু দূর থেকে ভেসে এল, টয়োটার ক্যানভাস ঢাকা পিছনটায় এরইমধ্যে উঠে পড়েছে সে। রানা আর নিকেল ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। এইমাত্র তিনটে বাজল। ভোর হতে আরও তিন ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে লেৎলহাকেং-এর শেষ মাথায় পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। পৌঁছুনো সম্ভব, যদি সময় নষ্ট না করে।

'ঠিক আছে, চলো যাই।' প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল রানা, নিকেল বসল হুইলের পিছনে। গর্জে উঠল এঞ্জিন, জ্বলে উঠল হেডলাইট, লাফ দিয়ে উদ্ভাসিত হলো গাছের সার সার গুঁড়ি, গড়াতে শুরু করে রাস্তার দিকে এগোল ট্রাক।

শুরুতে গাড়ি চালাবার দায়িত্ব নিকেলকে দিয়েছে, কারণ খুব ক্লান্ত বোধ করছে রানা, একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়; তবে আরও বড় কারণ ওদের অভিযানে লেৎলহাকেংই একমাত্র অংশ যে-টুকু পার হতে পারবে

চিহ্নিত পথ ধরে। তারপর জঙ্গলে ঢুকতে হবে। রওনা হবার জন্যে রাতের এই সময়টা বেছে নিয়েছে যাতে কেউ ওদেরকে দেখতে না পায়। তারপরও যে দেখে ফেলার ঝুঁকি নেই, তা নয়। রাস্তাটায় তো সারারাতই গাড়ি চলে, কেউ যদি আদভানিদের ট্রাকটা দেখে চিনে ফেলে তার মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, অসময়ে কোথায় যাচ্ছে ওটা। তবু ঝুঁকিটা রাতে নেয়া যায়, দিনের বেলা প্রশ্নই ওঠে না। চিহ্নিত পথে নিকেলের ওপর আস্থা রাখা যায়, কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার পর সতর্ক থাকতে হবে রানাকে। অচিহ্নিত পথে পাথর আছে, আছে গর্ত, ট্রাকটা দক্ষ হাতে না পড়লে একটা অ্যাকসেল ভেঙে যেতে পারে, টান টান ও ভঙ্গুর সময়ের ছকটা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।

পা দুটো লম্বা করে দিল রানা, হেলান দিল ফোম রাবারের প্যাডে, তারপর চোখ বুজে ঝিমুতে শুরু করল।

'লেৎলহাকেং, স্যার।' রানার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙাল নিকেল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো ও, হাই তুলল, তারপর বাইরে তাকাল।

'বোঝা গেল ট্রাকটাকে খুব জোরে ছুটিয়ে এনেছে নিকেল, কারণ সবেমাত্র ফর্সা হতে শুরু করেছে পুবদিকের আকাশ। সামনে আধো অন্ধকারে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা মাটির কুঁড়েঘর, গ্যাস স্টেশন আর একমাত্র সাদা রঙের পাকা ভবনটা। ভবনের সামনের অংশে কয়েকটা দোকান, ছাদের কাছে একটা ল্যাম্প জ্বলছে।

'সোজা বেরিয়ে যাও, নিকেল,' বলল রানা। 'আরও খানিক পর হুইল ধরব আমি। পথে কিছু আসা-যাওয়া করতে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল নিকেল। 'ঘাঞ্জি থেকে শুধু দুটো ট্রাককে আসতে দেখেছি, স্যার। আমাদের পিছনে কেউ নেই, কেউ ওভারটেকও করেনি।'

স্বস্তিবোধ করল রানা। ঘাঞ্জিতে অনেকগুলো র‍্যাঞ্চ আছে, ধরেই নিয়েছিল ওদিক থেকে ট্রাক আসবে। ওগুলো কোন সমস্যা নয়, কারণ ড্রাইভাররা টয়োটাকে আলোর একটা ঝলকের মত দেখতে পাবে শুধু।

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, রানা বলল, 'এখানে, নিকেল।'

ট্রাক দাঁড় করাল নিকেল, নিচে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা। দ্রুত আলোয় ভরে যাচ্ছে চারদিক। পুবদিকের আকাশ এখন লাল, যে-কোন মুহূর্তে দিগন্তে উঠে আসবে সূর্য। আর সূর্য উঠলেই রাঙা সোনা হয়ে যাবে কালাহারি। আরও মিনিট পনেরো পর সূর্যটাও দেখতে হবে ঠিক যেন সোনার একটা চকচকে থালা। তারপর গরম কাকে বলে। মাটি থেকে সমস্ত শিশির শুষে নেবে, শূন্য ডিগ্রীর নিচে থেকে তাপমাত্রা উঠে আসবে ছায়ার ভেতর নব্বুই ডিগ্রী।

এই দেশটাকে, শুধু এই দেশটাকে নয়, গোটা আফ্রিকাকে ভালবাসে রানা। এর বিশালত্ব আর বুনো ভাবটুকু বিস্ময়ে মুগ্ধ করে তোলে ওকে। বতসোয়ানার দক্ষিণে রয়েছে স্থির ঢেউয়ের মত বালিয়াড়ি। মাঝখানটা মরুভূমি—পাথর ছড়ানো, বালি আর কাঁটাঝোপে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তর—এই মুহূর্তে সেই মরুভূমিরই কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। উত্তরে বিশাল অববাহিকা, দশ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে লেগুন, নলখাগড়া আর বন্য প্রাণীদের পদচারণা। বনসম্পদ আর বন্য প্রাণী থেকেই বতসোয়ানা সরকার প্রতি বছর বিশ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে, ওগুলোর কোন ক্ষতি না করেই। কিন্তু আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত বতসোয়ানাতেও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে নিজেদের স্বার্থে শ্বেতাঙ্গরাই, দেশটা স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও। এর জন্যে দায়ী দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকরা। তৃতীয় বিশ্বের সব দেশে এই একই অবস্থা। বতসোয়ানা আকারে বড়, সে তুলনায় লোকসংখ্যা নগণ্য, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। দায়ী সেই দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা। নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যায় রানার। মূল সমস্যা সেখানেও এই একটাই। ছোট্ট একটুখানি জায়গায় গিজগিজ করছে মানুষ, সে তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল। তারপরও হিসাবে দেখা যায়, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে, জনশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে, জাপান বা তাইওয়ান হয়ে ওঠা বাংলাদেশের পক্ষে খুবই সম্ভব।

সম্ভব যে, তার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়া। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এই সম্ভবকে অসম্ভব করে তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলো। যে দলই ক্ষমতায় আসে, শুরু হয়ে যায় পাইকারী লুঠপাট। বিরোধী দল কিছুদিন সময় দেয়, তারপর যখন দেখে যে সরকারী দল যথেষ্ট লুঠপাট করেছে তখন নিজেরা ক্ষমতা পাবার জন্যে শুরু করে আন্দোলন। এ এক অশুভ চক্র, জেগে ঘুমিয়ে থাকা অশিক্ষিত অসহায় জনগোষ্ঠিকে যুগের পর যুগ নিঙড়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া। যখন প্রশ্ন ওঠে দেশের শিক্ষিতের হার কত, দুঃখে হাসি পায় রানার। ওর সন্দেহ সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত, মুক্তবুদ্ধির অধিকারী কুসংস্কারমুক্ত মানুষ দেশে হাজারকরা এক ভাগও হবে কিনা। তা না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মাত্র দুই-আড়াই শো নেতা বারো কোটি লোককে কিভাবে গর্দভ বানিয়ে রাখে।

শরীরটা কেঁপে উঠল রানার, মরুভূমির ঠাণ্ডা বাতাসে নাকি স্বদেশের অধোপতন উপলব্ধি করে, বলা কঠিন। যে কাজটা নিয়ে এসেছে সেটার কথা ভাবল ও। একারের সাফারিতে ওকে একটা শিকার চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, একদল ডাকাতের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে। ট্রফির নাম ডোরা ডারবি।

হুইলের পিছনে বসে ট্রাক ছেড়ে দিল রানা, দু'পাশে ঢেউ তুলে দু'ফাঁক হয়ে গেল কাঁটাঝোপ। ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল ওদের টয়োটা।

এক সময় মাথার ওপর উঠে এল সূর্য। অসহ্য গরমে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দুপুরের দিকে রানা বলল, 'এবার খানিক বিশ্রাম।'

কয়েকটা মাহাতা গাছের নিচে থামল ট্রাক, প্রায় লালচে-বেগুনি আকাশের গায়ে ধুলোমোড়া পাতাগুলো খয়েরি লাগছে। স্পীডমিটারের দিকে তাকাল রানা। ছ'ঘণ্টায় সত্তর মাইল পেরিয়েছে ওরা, ওর বিবেচনায় ঠিকই আছে। ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ও। ক্লান্ত আর

আড়ষ্টবোধ করলেও, মরুভূমিতে এলে প্রতিবার যা হয়, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে মাথা, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ইন্দ্রিয়গুলো, প্রাণশক্তিও ফিরে আসতে শুরু করেছে।

ছায়ায় উবু হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে নিকেল আর ডেকান, ওদের সেৎসোয়ানা ভাষায়। সুরটা গভীর, অস্থিরতার কোন ভাব নেই। নিকেল দীর্ঘদেহী শক্ত-সমর্থ পুরুষ, কাঁধ দুটো বিশাল, লম্বা বাহুতে চোখে পড়ার মত পেশী। প্রতিটি কাজে তার নিষ্ঠা থাকে, কথা বলে কম, হাসে আরও কম। ডেকান লম্বা, রোগা, যে-কোন গল্প টেনে টেনে লম্বা করা তার স্বভাব, তারই ফাঁকে ঘন ঘন বিস্ফোরণের মত হাসি ছাড়বে। হলুদ জংলীদের কথা বাদ দিলে, তার মত দক্ষ ট্র্যাকার বতসোয়ানায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। দু'জনেই তারা সবুজ সাফারি ওভারঅল পরে আছে।

দু'জনের কেউই জানে না তারা কোথায় বা কেন যাচ্ছে। ইভা পুনম রানার দিকে একটা হাত তুলে তাদেরকে বলেছে, 'উনি আমার লোক, যে-ক'দিন দরকার হয় ওঁর সঙ্গে থাকবে তোমরা, ওঁর কথামত চলবে।' ব্যস, আর কিছু বলতে হয়নি। তাদের চেহারায় কোন ভাব ফোটেনি, প্রায় একযোগে মাথা কাত করেছে দু'জন। তারপর নিজেদের ব্যাগ হাতে রানার সঙ্গে মাঝরাতে দেখা করেছে। একটু পরই তাদের সঙ্গে কথা বলবে রানা, যতটুকু জানাবার জানাবে, তার আগে ছায়ায় বসে ক্লান্তি দূর করার ফাঁকে গোটা ব্যাপারটা নিজেই একবার ভেবে নিচ্ছে ও।

চওড়া গোঁফ, ল্যারি ব্রায়ান। প্ল্যানটা তাঁরই। রানা রওনা হবার পর ছ'দিনের দিন সকাল দশটায় ড্রপ-জোনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে একটা প্লেন, নিচে ফেলবে টিনের কৌটোটা। ইতিমধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে ওরা তিনজন, কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকবে। টিনের কৌটোর মধ্যে পোরা উত্তরে জানানো হবে, মুক্তিপণ দেয়া হবে, তবে দাবি অনুসারে অস্ত্রগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে আরও এক হপ্তা সময় দিতে হবে।

ল্যারি ব্রায়ানের ধারণা, টিনের কৌটো নিয়ে টেরোরিস্টরা তাদের আস্তানায় ফিরে যাবে, যেখানে ডোরা ডারবিকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখা হয়েছে। নিকেল, ডেকান আর রানা তাদের পিছু নেবে, ক্যাম্পটা কাছ থেকে ভাল করে দেখে আক্রমণের প্ল্যান তৈরি করবে। তারপর, যদি রানা সফল হয়, ডোরা ডারবিকে সঙ্গে নিয়ে টয়োটায় চড়ে ফিরতি পথ ধরবে।

এই হলো প্ল্যান। এটাকে সফল করতে আক্রমণটা হওয়া চাই আকস্মিক, টেরোরিস্টরা যাতে হতভম্ব ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দরকার ভাল অস্ত্র আর প্রচুর অ্যামুনিশন।

আর্মস আর অ্যামুনিশন সব ঠিকঠাক মতই দিয়েছেন কৃষ্ণ আদভানি, যেমন চেয়েছিল রানা। রাজধানীর নির্জন এক গলিতে ওগুলো ডেলিভারি দিতে বলেছিল রানা, আগেই সেখানে রেখে এসেছিল পুনমের কাছ থেকে পাওয়া টয়োটাকে। ওগুলো এখন ট্রাকের টুল লকারে রয়েছে। একজোড়া নতুন স্মাইযার সাবমেশিন গান, একটা বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেল। তিনটে অস্ত্রই কার্ডবোর্ড কার্টনে ভরে রাখা হয়েছে, লেবেলে লেখা আছে—'সাফারি বুটস'। ওগুলোর পাশে, চতুর্থ কার্টনে আছে অ্যামুনিশন—ভুলে কৃষ্ণ আদভানির কাছ থেকে চাওয়া হয়নি, তিনি নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ কার্টনের লেবেলে লেখা আছে: 'বুটগুলোর জন্য অতিরিক্ত লেস, বিনামূল্যে।'

কাল রাতে রানা শুধু একবার চোখ বুলিয়েছে অস্ত্রগুলোর ওপর। এই মুহূর্তে একটা কার্টন বের করার জন্যে টেইলগেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। চ্যাপ্টা কার্ডবোর্ড বক্সটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করল। নিকেল আর ডেকান অস্ত্রটা দেখামাত্র চমকে উঠবে। নানা প্রশ্ন জাগবে তাদের মনে। ভাল হয় এখুনি ওদের সঙ্গে কথা বললে।

'শোনো তোমরা—নিকেল, ডেকান। ট্রাকে কার্টনটা রেখে ওদের সামনে এসে বসল রানা, উবু হয়ে। 'মিস পুনম আমার কথা মত চলতে বলেছে তোমাদের, ঠিক?'

দু'জনেই মাথা কাত করল, ঘামে চকচক করছে কালো মুখ, ফাঁক করা হাঁটুর মাঝখানে হাতগুলো অলসভঙ্গিতে বালির ওপর নড়াচড়া করছে।

'আমরা শিকার করতেই বেরিয়েছি, তবে এবারের সাফারিটা একটু অন্যরকম⋯।'

কাহিনীটা ধীরে ধীরে, থেমে থেমে বলে গেল রানা। ইংরেজিতেই বলছে ও, বতসোয়ানায় সবাই ভাষাটা বোঝে ও বলতে পারে। বিশেষ করে নিকেল আর ডেকান ইংরেজিতে যতটা ভাল, ওদের ভাষা সেৎসোয়ানায় রানা ততটা ভাল নয়।

রানা চুপ করার পর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কথা বলার সময় দু'জনেই তারা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, এই মুহূর্তে বালির দিকে নামিয়ে নিয়েছে চোখ। তারা কি ভাবছে রানার কোন ধারণা নেই। আফ্রিকার লোকদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আজকের নয়, তবু তাদের আচরণ ও হাবভাব অনেক সময় রহস্যময় লাগে ওর। এমন হতে পারে একজন বিদেশীর সামনে তারা খুব সতর্ক থাকে, গোপন করে রাখে নিজেদের অনুভূতি। যদিও আফ্রিকানদের আস্থা ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও আন্তরিকতা সবই পেয়েছে রানা। শুধু জিম্বাবুয়ে নয়, বতসোয়ানাতেও। তবে এবার ওর প্রিয় মানুষগুলোকে সঙ্গে আনেনি। এমনিতেই তারা একটা বিপদের মধ্যে আছে, নতুন আরেকটার সঙ্গে তাদেরকে জড়াতে চায়নি ও। নিকেল আর ডেকান ওর পরিচিত, যদিও প্রিয় হয়ে ওঠার মত ঘনিষ্ঠতা নেই তাদের সঙ্গে—হবে কিনা সময়ই তা জানে।

'এই লোকগুলো, স্যার,' চিন্তিত সুরে নিস্তব্ধতা ভাঙল নিকেল, এখনও তাকিয়ে আছে বালির দিকে, 'বাইরে থেকে এসেছে?'

বাইরে থেকে। বাইরে মানে দেশের বাইরে নয়, জানতে চাওয়া হচ্ছে গোষ্ঠির বাইরে থেকে কিনা। বতসোয়ানায় গোষ্ঠি প্রীতিই সার কথা। বতসোয়ানার দক্ষিণ এলাকার লোক তারা, শুধু ওই এলাকার

কাউকে লক্ষ্য করে গুলি করতে বললে রানার সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধবে, চিড় ধরবে ইভা পুনম বা আদভানি পরিবারের প্রতি আনুগত্যে।

এ-ধরনের প্রশ্ন করা হবে, জানত রানা। উত্তরে কি বলবে তা-ও ভেবে রেখেছে। সত্যি কথাই বলল ও, 'নিকেল, লোকগুলো কোথাকার আমি আসলে তা জানি না। কিন্তু ভেবে দেখো, তোমরা বা বাতাওয়ানার কোন লোক কি কখনও এধরনের কাজ করেছে, না করবে?'

দু'জনেই এবার মুখ তুলে তাকাল। মাথা নাড়ল নিকেল। বতসোয়ানায় সাতটা সোয়ানা গোষ্ঠি রয়েছে, তাদের মধ্যে বাতাওয়ানারাই সবচেয়ে শান্তিপ্রিয়। চারদিকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলেও, বাতাওয়ানারা দূরে সরে আছে।

'না,' বলল রানা। 'যদিও আমি সঠিক বলতে পারছি না, তবে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, লোকগুলো সীমান্তের ওপার থেকে এসেছে—সম্ভবত উত্তর সীমান্ত পেরিয়ে। ওদেরকে দেখার পর ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তবে তোমাদের আমি একটা কথা দিচ্ছি। আমার যদি ভুল হয়, লোকগুলো যদি বাতাওয়ানা হয়, পুনমের নির্দেশ মানার দরকার নেই তোমাদের—আমি একাই তখন কাজটা করব। ঠিক আছে?'

'না, স্যার...।' মুখ খুলল এবার ডেকান, কথা বলছে দু'জনের হয়েই, যদিও রানা শুরু করার পর একবারও পরস্পরের দিকে তাকায়নি ওরা। 'লোকগুলো সম্পর্কে আপনি সত্যি কথা বলেছেন। তারা যদি বাতাওয়ানা হয়, গোষ্ঠির জন্যে ক্ষতিকর কাজ করছে তারা। আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।'

'ধন্যবাদ, ডেকান।' দু'জনের সঙ্গেই হ্যাণ্ডশেক করল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'এসো, অস্ত্রগুলো একবার দেখে রাখি।'

ট্রাকের পিছন দিকে চলে এল রানা, বালির ওপর বড় একটা গ্রাউণ্ড শিট বিছাতে বলল। এরপর বের করল কার্টনগুলো।

স্মাইযার দুটো কালো রঙের, গায়ে গ্রিজ মাখানো রয়েছে। দু'জনের

হাতে একটা করে ধরিয়ে দিল রানা, গ্যাসোলিন ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে বলল। অটোমেটিক বেলজিয়ান রাইফেলটা পরিষ্কার করার দরকার নেই, শুধু ব্রীচ-এর কাছে সামান্য একটু তেল লেগে আছে। অস্ত্রটা বেশ পুরানো, আন্দাজ করল রানা।

আঙুল দিয়ে ঠেলে রেগুলেশন ক্যাচ সিঙ্গেল শট-এ আনল ও, কাঁধে তুলে লক্ষ্য স্থির করল পঞ্চাশ গজ দূরে ঝোপের ভেতর একটা বোল্ডারে। খুব ভাল ব্যালেন্স, ভারি ধাতব স্টক মুখের পাশে স্থির ও ঠাণ্ডা লাগল। ব্যারেলটা নিচু করার সময় গম্ভীর হয়ে উঠল ওর চেহারা। কাজের সময় রাইফেল তুলেই গুলি করতে হবে ওকে, বেশিরভাগ সম্ভাবনা খুব বেশি আলো পাবে না। পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর গজ দুরের টার্গেট কোন সমস্যা নয়, কিন্তু তার বেশি হলে টেলিস্কোপ সাইট দরকার হবে। কিন্তু এটাতে তা নেই।

ওর রেডফিল্ড স্কোপটা পাওয়া গেলে সবচেয়ে ভাল হত। হান্টিং রাইফেলের সঙ্গে তাশানিতে রয়ে গেছে সেটা। এখন আর কিছু করার নেই। শুধু আশা করতে পারে গুলি শুরু করার আগে শত্রু-শিবিরের যথেষ্ট কাছাকাছি পৌঁছুনোর সুযোগ পাবে ও।

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে নিকেল আর ডেকানের কাজ শেষ হবার অপেক্ষায় থাকল রানা। তারপর একটা খালি ম্যাগাজিন ভরে ব্রীচ মেকানিজম পরীক্ষা করল। গ্রিজ লেগে থাকায় এখনও একটু চটচটে ভাব আছে, তবে দুটোর অ্যাকশনই সাবলীল ও নিখুঁত। 'আপাতত আর কিছু দেখার নেই,' বলল ও। 'জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে আরেকবার মুছে পরীক্ষা করা যাবে। বাক্সে ভরে আগের জায়গায় রেখে দাও।'

টুল লকারে ভরে রাখা হলো কার্টুনগুলো। এরপর ওদের বাকি সাপ্লাই পরীক্ষা করল রানা।

একজোড়া জেরি-ক্যানে পানি নেয়া হয়েছে, প্রতিটি দশ গ্যালনের। কাঠের একটা বাক্সে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের টিনজাত খাবার, ওর অ্যাপার্টমেন্টের কিচেন শেলফগুলোয় যা ছিল সবই নিয়ে এসেছে।

আরও রয়েছে ওর রিজার্ভ বারো-গজ শটগান, এক বাক্স কার্ট্রিজ, পুরানো একটা স্লীপিং ব্যাগ ও বড় মাপের ক্যানভাস ব্যাগ—ওতে আছে টুলস, কেবল, রশি, স্ক্রু ছাড়াও টুকিটাকি স্পেয়ার পার্টস, মরু অভিযানে বেরলে একটা গাড়ির যা যা দরকার হতে পারে।

অল্প সময়ের ভেতর এর বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারেনি রানা। অবশ্য খাবারের জন্য কষ্ট করতে হবে না, ঝোপের ভেতর বুনো মোরগ বা হাঁস পাওয়া যাবে। পানিও কোন সমস্যা নয়, অন্তত অভিযানের প্রথম পর্বে। যে রুট ধরে ওরা এগোবে তার কাছাকাছি একাধিক পানির উৎস আছে, ক্যান দিয়ে পাঠালে ভরে আনতে পারবে নিকেল। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে টয়োটা ছেড়ে হাঁটা শুরু করার পর। সে-সময় ওরা কালাহারির গভীর প্রদেশে থাকবে, পিঠে ভার থাকবে যত বেশি বওয়া যায়, পাড়ি দিতে হবে পাঁচ কি ছয় দিনের পথ।

পিছিয়ে এলো রানা। হাতের কাজ সেরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে নিকেল আর ডেকান। পাতার ফাঁক দিয়ে ওপরে তাকাল ও। সরাসরি মাথার ওপর রয়েছে সূর্য, ছায়ার বাইরে রোদে তেতে আছে বালি। অন্য সময় হলে লাঞ্চ আর বিশ্রামের জন্যে এক ঘণ্টা থাকত এখানে। আজ সময় নেই। 'স্টোর থেকে এক জোড়া ক্যান বের করে খোলো, ডেকান,' বলল রানা। 'পথে খেয়ে নেব।'

কেবিনে উঠল ও, স্টার্ট দিল এঞ্জিন, ঝোপের ভেতর দিয়ে হেলেদুলে এগোল টয়োটা।

আরও একশো মাইল পেরিয়ে এসে সন্ধের দিকে ক্যাম্প ফেলার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সকালের চেয়ে দুপুরের পর ভালই এগিয়েছে ওরা, কারণটা হলো ওয়েনেনগ এলাকায় অনেকগুলো ক্যাটল স্টেশন আছে, প্রতিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে চিহ্নিত পথ। আফ্রিকান রাখাল ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রায় ছিলই না, তবু চিহ্নিত পথ যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে ব্যবহার করলেও, স্টেশনগুলো সাবধানে

এড়িয়ে গেছে রানা, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পাশ কাটিয়েছে ওগুলোকে। শেষ স্টেশনটাকে পিছনে ফেলে এসেছে বিকেলে, শেষ এক ঘণ্টা এগোতে হয়েছে বালি, পাথর আর ঝোপ ঢাকা জমিনের ওপর দিয়ে। সামনের ড্রপ-জোন পর্যন্ত প্রকৃতির রূপ খুব একটা বদলাবে না।

নিচে নামানো টেইলগেটে বসল রানা। ক্যাম্প ফেলল নিকেল, ক্যাম্পের সামনে আগুন জ্বালল ডেকান। প্রায় একটানা আঠারো ঘণ্টা ট্রাক চালাবার ফলে পেশীগুলো কাঁপছে রানার, ক্লান্তিতে নিস্তেজ লাগছে। যদিও প্রাণশক্তি বা উৎসাহ পুরোপুরি বজায় আছে, ঘাঞ্জি রোডে বাঁক ঘোরার পর থেকে যে সতর্কতা বোধ ও উত্তেজনা ভর করেছে তা-ও পুরোমাত্রায় অটুট।

গর্তটা থেকে লাফ দিয়ে উঠল আগুনের শিখা। ঝট করে পিছন দিকে হেলান দিল ডেকান, তারপর হাড়ের মত সাদা মাহাতার ডাল তুলে নিয়ে আগুনের ওপর সাজাতে শুরু করল। তার মাথার পাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, ঠিক যেন গোলাপী একটা আধুলি, চার পাশে কালো মেঘমালা।

সূর্য ডোবার পর কয়েক মুহূর্ত কোথাও কিছু নড়ল না, নিস্তব্ধতাও জমাট বেঁধে থাকল। তারপর ইতস্তত ভঙ্গিতে ডেকে উঠল একটা শিয়াল, আওয়াজটা ভেসে এল অনেক দূর থেকে, প্রায় অস্পষ্ট। জবাব দিল একটা সিংহ, ওটার চেয়ে একটু কাছ থেকে—অধিকার ফলাবার জন্যে গর্জন নয়, বিরক্ত হয়ে সাবধান করে দেয়া, যেন নিজের উপস্থিতি জানিয়ে সতর্ক করল। শিয়াল আর সিংহের মাঝখানে কোথাও একটা হায়েনা ডাক ছাড়ল। তারপর কিছুক্ষণ ওগুলোর ডাক আলাদাভাবে চেনা গেল না। এক সময় আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

মরুভূমিকে যেমন ভয় করে রানা, তেমনি অন্য এক অর্থে নিরাপদও বোধ করে। বিশেষ করে কালাহারি মরুভূমিকে ভয় করার কারণ আছে, এখানে খানিক পর পর বিপজ্জনক কাঁটাঝোপ আছে, কাঁটাগুলোর মুখ সূচের মত তীক্ষ্ণ, কোথাও কোথাও ক্ষুরের মত ধারাল। সে-সব ঝোপের

ফাঁকে রাতে শিকার করতে বেরোয় হিংস্র প্রাণীরা। বিপদ আরও বহু রকমের আছে, তা সত্ত্বেও নিরাপদ বোধ করার কারণ হলো কালাহারি রানার পরিচিত মরুভূমি, এখানকার বৈরী পরিবেশ সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞতা আছে।

'স্টু, স্যার...।'

ডেকানের হাত থেকে পেয়ালাটা নিল রানা, একসঙ্গে খাওয়া শেষ করল তিনজন। রানাকে কফি দেবে কিনা জানতে চাইল ডেকান। 'তোমরা খাও,' বলল ও। 'আমার ঘুম পেয়েছে।'

টেইলগেট থেকে উঠে কয়েক পা হেঁটে এল রানা, ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগে। আগুনের ধারে বসে নিচু গলায় কথা বলছে নিকেল আর ডেকান, মাথার ওপর একটা পেঁচা ডাকছে। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

প্লেনে চড়ে তাশানি থেকে চলে আসার পর এই প্রথম শান্তিতে ঘুমাল রানা।

'এখানে, স্যার...?' জিজ্ঞেস করল নিকেল, পরদিন বিকেলে।

ঘাঞ্জি রোডের বাঁক থেকে আড়াই শো মাইল দূরে রয়েছে ওরা, শেষ বসতি থেকে অনেক দূরে। রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করবে।

ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক সারি গাছের কাছে তিনটে তেল ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে পাঠিয়েছে নিকেলকে। ইতিমধ্যে দুটো স্মাইযার আর বেলজিয়ান রাইফেলটা বের করেছে ডেকান, অ্যামুনিশন কার্টন সহ সাজিয়ে রেখেছে টয়োটার হুডের ওপর।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' জবাব দিল রানা। 'কোমর সমান উঁচুতে পেরেক দিয়ে গাঁথো, এক গজ পর পর।'

গাছের গুঁড়িতে ন্যাকড়াগুলো আটকে ফিরে এলো নিকেল। সামান্য বাতাস আছে, জঙ্গলের কালো ছায়ার গায়ে সাদাটে নোংরা পতাকার মত পতপত করছে ওগুলো। শেল-এর একটা বাক্স তুলে নিল রানা,

একটা ম্যাগাজিনে বারোটা গুলি ভরল, ঠেলে ঢুকিয়ে দিল স্মাইযারের ব্রীচে, তারপর অস্ত্রটা তুলল, নিতম্ব থেকে সামান্য উঁচুতে। লক্ষ্যস্থির করল বাম দিকের ন্যাকড়াটায়, টেনে দিল ট্রিগার।

ক্ষণস্থায়ী ঘনঘন বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ঝাঁকি লাগল পাঁজরে, নাকে ঢুকল করডাইটের গন্ধ। স্মাইযার নিচু করল রানা, আরেকটা ম্যাগাজিন ভরে গুলি করল দ্বিতীয় স্মাইযার থেকে—লক্ষ্যস্থির করল মাঝখানের টার্গেটে।

এগিয়ে এসে টার্গেট দুটো পরীক্ষা করল রানা। দুটো ন্যাকড়াই শতছিন্ন হয়ে গেছে,গাছের নিচে বালির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ছাল আর কাঠের টুকরো। দুটো রিপিটারের কোনটাতেই কোন ত্রুটি নেই, আগে থেকেই নিখুঁত ব্যালেন্স করা আছে, খালি শেলকেসগুলো ব্রীচ থেকে সাবলীল ভঙ্গিতে মুক্ত হয়ে ছিটকে পড়েছে। ন্যাকড়াগুলো নতুন করে গাছের গুঁড়িতে আটকাল রানা, ভাঁজ করে নিল যাতে ছোঁড়া অংশগুলো সামনের দিকে না থাকে, তারপর পিছিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

'তুমি আগে, ডেকান।' তাকে একটা স্মাইযার আর ম্যাগাজিন দিল রানা। 'কিভাবে লোড করতে হয় জানো তো?'

মাথা ঝাঁকাল ডেকান। 'জানি, স্যার। এটাকে তো স্টার্লিং-এর মতই লাগছে, পুলিসে থাকতে আমরা যেগুলো ব্যবহার করতাম।'

ম্যাগাজিনে শেল ভরল ডেকান, তাকিয়ে আছে রানা। ডিসচার্জ স্প্রিঙে চাপ দিয়ে একটা একটা করে ভরল সে। তার কথাই ঠিক, লোডিং মেকানিজম একই আছে, বদলায়নি। বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেলেও এই একই মেকানিজম।

'গুড,' ডেকান তৈরি হবার পর বলল রানা। 'তিনটে বিস্ফোরণ, বাম দিক থেকে ডান দিকে, কয়েক সেকেণ্ড করে বিরতি। ট্রিগারে চাপ দিলে ব্যারেল সব সময় ডান দিকে সরে যাবে, কাজেই বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখতে ভুলো না।'

দীর্ঘদেহী ডেকান টার্গেটের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে, একটা পা সামনে বাড়াল, সামনের দিকে ঝুঁকল সামান্য, তারপর দ্রুত ঘন ঘন ট্রিগারে টান দিল।

হেঁটে এসে ন্যাকড়াগুলো পরীক্ষা করল রানা। ওর গুলি যেমন ছোট ছোট গর্তের সমষ্টি তৈরি হয়েছিল, সেরকম নয়, তবে প্রতিটি ন্যাকড়ায় অন্তত এক জোড়া করে ফুটো সৃষ্টি হয়েছে। ডেকান যদি অস্ত্রটা একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাত, বুলেটের তৈরি দীর্ঘ রেখার মাঝখানে কচুকাটা হয়ে যেত সব। 'ভেরি গুড, ডেকান,' বলল রানা। 'রীতিমত একজন প্রফেশনালের কাজ।' তার কাঁধ চাপড়ে দিল ও। 'হাত যদি ঠিক রাখতে পারো, প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী হিসেবে তোমার চাকরি ঠেকায় কে।'

আনন্দ ও গর্বে হাসতে শুরু করল ডেকান। দ্বিতীয় স্মাইযারটা নিকেলের হাতে তুলে দিল রানা। 'এবার তোমার পালা, বন্ধু। দেখা যাক প্রতিযোগিতায় টিকতে পারো কিনা।'

নিকেলের কাজ আরও ভাল হলো। তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে এসে রানা দেখল, ন্যাকড়াগুলোর প্রায় কোন অস্তিত্বই নেই— গুঁড়ির গায়ে পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে কাপড়ের কয়েকটা সরু ফালি মাত্র।

রানা এখনও জানে না নিকেল আর ডেকানকে দিয়ে ঠিক কি কাজ করাবে, টেরোরিস্টদের ক্যাম্প না পাওয়া পর্যন্ত জানাও যাবে না। তবে আদভানি পরিবারের কাছে সাহায্য চাইতে যাবার সময় যা আন্দাজ করেছিল তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে—এ-ধরনের একটা অভিযানে অংশগ্রহণের যোগ্য যারা তাদের মধ্যে থেকে সেরা দু'জন লোককে পেয়েছে ও।

'হেল, কেউ বলবে না একদল শিকারী সাফারিতে বেরিয়েছে!' হেসে উঠল রানা। 'এ তো পুরোদস্তুর সেনাবাহিনী, যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। ভেরি গুড। এবার দেখি কিভাবে কাজ করে এগুলো—কিছুই অজানা থাকা উচিত নয়।'

সহাস্যে কাজ শুরু করল নিকেল আর ডেকান। স্মাইযার দুটো খুলে ফেলল ওরা, প্রতিটির ওয়ার্কিং পার্টস চেক করল, তারপর আবার জোড়া লাগাল।

সব মিলিয়ে অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করতে আধ ঘণ্টা লাগল, তারপর আবার রওনা হলো ওরা।

দিনের বাকি অংশটা অন্যান্য দিনের মতই কাটল, পরের দিনটাও। রাতগুলো আলাদা কিছু নয়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে একই দৃশ্য দেখা গেল— তারাগুলোকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে দিনের আলো ফুটছে, জমি ভিজে আছে শিশিরে, ঝাপসা হয়ে আছে টয়োটার উইণ্ডস্ক্রীন। শিখাহীন গনগনে আগুনের ধারে বসে কফির মগে চুমুক দেয়া। সূর্য উঠলেই ক্যাম্প গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু, 'উত্তর-পশ্চিমে মুখ করে খাঁ-খাঁ মরুভূমির ওপর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোটা।

মাঝে মধ্যে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল সামনে একটা প্যান, রোদে পোড়া মাটির তৈরি খোলা, অগভীর একটা গামলা, আকরিক স্ফটিকের প্রলেপ থাকায় চকচকে সাদা লাগছে গা। ট্রাকের গতি বাড়িয়ে দেবে রানা, জাহাজের বো থেকে ওঠা ঢেউ-এর মত দু'পাশে ছড়িয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণের পাল, ট্রাকের পিছনে রূপালি ধুলো ফুলে-ফেঁপে উঠবে। পরে আবার ঝোপের রাজ্যে ঢুকবে ওরা, খোলা জানালা দিয়ে ওদের নাগাল পেতে চেষ্টা করবে কাঁটাগুলো, চাকায় লেগে ছিটকে যাবে নুড়ি পাথর, গা বেয়ে নেমে আসা ঘাম জমা হবে সীটের ওপর, স্টিয়ারিং হুইল ধরা হাত দুটো টনটন করবে ব্যথায়।

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা কয়েক দিন আগেও হয়েছে রানার। ক্যাম্প থেকে একজন মক্কেলকে নিয়ে রওনা হবার পর এক সময় এক জায়গায় থামতে হয় হাঁটার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে, সেখান থেকে শুরু হয় শিকারের পায়ের ছাপ অনুসরণ। মাঝখানে সব সময় ঘণ্টা কয়েক থাকতে হয় গাড়ির ভেতর। তবে এখনকার পরিস্থিতি আলাদা,

সাফারিতে বেরিয়ে কখনোই একটানা তিন দিন বিশ্রামহীন ছোটার মধ্যে থাকতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর কোথাও পৌঁছুনোর তাগাদাও থাকে না।

মাঝে মধ্যে ট্রাকের দায়িত্ব নিকেলের হাতে তুলে দিয়েছে রানা, দিয়েছে বাধ্য হয়ে, যখন বুঝেছে একটানা হুইল আঁকড়ে থাকায় মনোযোগ আর ধরে রাখতে পারছে না—বিশ্রাম না নেয়া পর্যন্ত নিকেলের হাতে থাকাই নিরাপদ। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে হেডরেস্ট, তবু সেটার ওপরই মাথা রেখে চোখ বুজেছে, নিজের অজান্তেই চিন্তার মধ্যে চলে এসেছে মেয়েটা। ডোরা ডারবি। গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা ব্লাউজ, ফটোতে দেখে মনে হয় পূর্ণ বয়স্কা এক নারীর মুখ, কোমলতা আর কমনীয়তায় ভরা। আশ্চর্য, এ মেয়ের ভয়-ডর বলে কিছু নেই? বিপজ্জনক কালাহারিতে কি করছে সে?

ফটোতে যতই হাসুক বা কোমল মনে হোক, আসলে মেয়েটা ঠিক কি রকম হবে আন্দাজ করা কঠিন নয়, ভেবেছে রানা। নিজে যা ভালবাসে শুধু সে-সব ব্যাপারে ব্যাকুল, পুরুষালি ভঙ্গিতে আদেশ-নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত। মাস কয়েক মরুভূমিতে কাটাবার পর নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে, সেই আত্মবিশ্বাস থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে তাদেরকে, যারা বছরের পর বছর এখানে শিকার করে বেড়িয়েছে। এদেরকে চেনে রানা, দু'চারটে নমুনা দেখার সুযোগ হয়েছে। সাধারণত খিটখিটে মেজাজের হয় এরা, সদ্য ভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছে, পরে থাকে নতুন সাফারি স্যুট, কাউকে সামনে পেলেই 'কনজারভেশন' আর 'ইকোলজি' সম্পর্কে লেকচার ঝাড়বে।

পার্থক্য হলো, তারা সবাই পুরুষ আর ডোরা ডারবি একটা মেয়ে। স্বাধীনচেতা, শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা, কালাহারি মরুভূমিকে কানাডার একটা নিরাপদ পার্ক বলে ধরে নিয়েছিল— তারপর, এখন, বুঝতে পেরেছে কত ধানে কত চাল। খপ করে ধরে ফেলেছে তাকে একদল টেরোরিস্ট, টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে সে, ভাবছে নিজের একি সর্বনাশ করলাম।

সবুর করো, আসছি আমরা।

তারপর রানা ভাবল, এ-যাত্রা মেয়েটা যদি উদ্ধার পায়, জীবনে আর কখনও কালাহারিতে আসবে না সে। এরপর থেকে প্রিয় চিতাবাঘের ওপর গবেষণা চালাবে নিরাপদ লাইব্রেরীতে বসে, চেয়ারে দোল খেতে খেতে।

গতি কমল ট্রাকের, শুকনো একটা নালায় পড়ে ভীষণ ঝাঁকি খেলো, তন্দ্রাচ্ছন্ন রানাকে প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ধাতব ড্যাশবোর্ডের গায়ে ছুঁড়ে দিল। গুঙিয়ে উঠল ও, হাত বুলাল কপালে, তারপর আবার চোখ বুজে ঝিমাতে শুরু করল।

'এটাতেই কাজ হবে…।'

তিন দিনের দিন, গোধূলি। লেৎলহাকেং থেকে প্রায় চারশো মাইল দূরে এখন ওরা, ল্যারি ব্রায়ানের সঙ্গে একমত হয়ে রানাও ধারণা করেছিল এরপর আর টয়োটা নিয়ে এগোনো উচিত হবে না। এখান থেকে ওদেরকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।

ছোট একটা জঙ্গলের পাশে থেমেছে ট্রাক। নিচে নেমে জঙ্গলটাকে এক চক্কর ঘুরে এল রানা। গাছগুলো গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে মাঝখানে ফাঁকা একটু জায়গা দেখা গেল। জঙ্গলটার আকৃতি প্রায় গোল, এক জোড়া গাছের মাঝখানের ফাঁকটুকু মেপে দেখা গেল কোন রকমে ঢুকতে পারবে ট্রাক।

'নিকেল, তোমার প্যাঙ্গা বের করো,' নির্দেশ দিল রানা। 'গাছের ডাল কেটে পুরো ট্রাকটা ঢেকে ফেলতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জঙ্গলের বাইরে ঝোপ কাটতে শুরু করল নিকেল।

মরুভূমির এই অংশে কারও আসার সম্ভাবনা খুবই কম, তবে বুশম্যান আর পোচারদের কথা কিছু বলা যায় না। আশপাশে বুশম্যানরা থাকলে ট্রাক লুকিয়ে রাখার এই পরিশ্রমটুকু বৃথা যাবে ওদের, এখান

থেকে অনেক মাইল দূরে অস্পষ্ট চাকার দাগও তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না, ট্রাকটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করে আসবে। তবে দলটা যদি পোচারদের হয়, ডাল-পালা দিয়ে ঢেকে রাখলে তাদের চোখে সহজে ধরা পড়বে না।

ডেকানের দিকে ফিরল রানা, ট্রাক থেকে অস্ত্র আর রসদ নামাতে ব্যস্ত সে। 'প্যাক হবে তিনটে, ডেকান,' বলল ও। 'দুটোয় থাকবে খাবার, অ্যামুনিশন, রশি, ছুরি এই সব; বাকিটায় শুধু একটা জেরি-ক্যান। দ্বিতীয় জেরি-ক্যান আর বাকি যা সঙ্গে নেব না, সব বালির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।'

যতটা সম্ভব কম ঝুঁকি নিচ্ছে রানা। জিনিসগুলো ট্রাকের ভেতর রেখে গেলে বুশম্যান বা পোচারদের হাতে পড়তে পারে। যদিও মাটিতে পুঁতে রাখলেই যে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং বলা চলে হায়েনাগুলোকে একটা সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ওগুলোর কাঁধ আর চোয়ালে সাংঘাতিক শক্তি, গন্ধ শুঁকে যদি বুঝতে পারে মাটির তলায় কিছু আছে, কয়েক ফুট পর্যন্ত গর্ত করে ফেলবে, তারপর যা পাবে সব চিবিয়ে নষ্ট করবে। তবু সুযোগটা বুশম্যান বা পোচারদের না দিয়ে হায়েনাদের দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

'প্যাকগুলো কি দিয়ে তৈরি করব, স্যার?'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা, আঙুল মটকাচ্ছে। সাফারিতে সাধারণত বড় আকারের ক্যানভাস ব্যাক-প্যাক নিয়ে আসে ও, কিন্তু এবার তাড়াহুড়োর মধ্যে ভুলে গেছে। অবশেষে বলল, 'গ্রাউণ্ড শীটটা কেটে ফেলো। কেটে তিন টুকরো করো, তারপর প্রতিটি টুকরোর কিনারা তার দিয়ে সেলাই করো। শোল্ডার-স্ট্র্যাপ লাগিয়ে নিলেই হবে। খুব একটা আরাম পাওয়া যাবে না, তবে কাজ চলবে।'

গ্রাউণ্ড শীটটা বের করে কাজে লেগে গেল ডেকান।

রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে দু'ঘণ্টা লাগল ওদের। ঝোপ-ঝাড় কেটে পাহাড় তৈরি করা হয়েছে; ভেতরে ট্রাকটাকে দেখা যাচ্ছে না।

প্যাকগুলো তৈরি করে ভেতরে যা ভরার ভরে নিয়েছে ডেকান, বাকি সব বালির ভেতর পুঁতে পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। জঙ্গলের কিনারা থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে নিজেদের সমস্ত দাগ মুছে ফেলেছে নিকেল। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেল আটটা। জাঁকিয়ে বসছে শীত, দিগন্তে মাথা তুলছে আধখানা চাঁদ।

'কিভাবে কি করা হবে শোনো...।' ছোট আগুনটার সামনে বসে রয়েছে রানা, ওর উল্টোদিকে বসেছে নিকেল আর ডেকান। 'আমার হিসেবে, ড্রপ-জোন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছি আমরা। তুমি আমার সঙ্গে একমত, নিকেল?'

মাথা ঝাঁকাল নিকেল। আদভানি পরিবারের ফার্ম ম্যানেজার হিসেবে দূর-দূরান্তে গরু-মোষের পাল নিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয় তাকে, ম্যাপ দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত, লেৎলহাকেং থেকে নেভিগেট করতে সাহায্যও করেছে রানাকে। এমনিতেও ড্রপ-জোনটা খুঁজে নেয়া কঠিন হবে না। জঙ্গলের ভেতর টিনের কৌটোটা হারিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে কোন ঝুঁকি নেয়নি টেরোরিস্টরা, বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট একটা প্যান-এর কথা উল্লেখ করতে হয়েছে তাদের। ছোট্ট একটা প্যান-এর কথা বলেছে তারা, কো-অর্ডিনেটস-এর ভেতর ওটাই একমাত্র।

'আমাদেরকে তাহলে দুই রাতে চল্লিশ মাইল পেরুতে হবে, কারণ এখন থেকে আমরা শুধু রাতে হাঁটব আর দিনে ঘুমাব। টেরোরিস্টরা পাহারা দেবে, প্যান থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত। তার মানে হলো, আজকের রাতটাই শুধু সহজে এগোতে পারব আমরা। তুমি পথ দেখাবে, ডেকান। মাঝখানে থাকবে নিকেল। আমি পিছনে। কালকের রাতটা অন্যরকম হবে। ড্রপ-জোনের কাছাকাছি পৌঁছে যাব আমরা...কে জানে ওটার চার ধারে কি করে রেখেছে ওরা। ঠিক আছে...।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। দিন হতে এগারো ঘণ্টা বাকি। এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিলে হাতে থাকবে দশ ঘণ্টা, এই সময়ের ভেতর অন্তত পঁচিশ

মাইল পেরুতে হবে ওদেরকে। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বিরতিহীন কঠিন পদযাত্রা, তবে যেহেতু ডেকানের নেতৃত্বে তিনজনের দলটা বন্য প্রাণীদের চলাচলে তৈরি পথগুলো ব্যবহার করবে, কাজটা অসম্ভব নয়।

'ঠিক ষাট মিনিট পর রওনা হব আমরা।' নিজের প্যাকের গায়ে হেলান দিল রানা। আগুনের আঁচ লাগছে মুখে, তবে মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণের পাহাড় থেকে ছুটে আসা কালাহারির শীতকালীন বাতাস, ঠাণ্ডায় হি হি করছে গাছের পাতাগুলো।

সাত

ব্যাপারটা যে আবার ঘটতে যাচ্ছে তিন দিন আগেই তা অনুভব করতে পারল ডোরা ডারবি।

ইতিমধ্যে চিতাবাঘ একই জায়গায় দু'হপ্তা কাটিয়েছে। উত্তরদিকে রওনা হবার পর এত লম্বা সময় এই প্রথম থাকল। ডোরা ডারবির সন্দেহ হতে লাগল, তার বোধহয় বুঝতে ভুল হয়েছে, ওটা হয়তো কোন অভিযানে বেরোয়নি—ভাল শিকার পাবার আশায় অস্থিরভাবে নতুন একটা এলাকা খুঁজছিল, এতদিনে পেয়ে গেছে সেটা।

চিতাবাঘ আস্তানা গেড়েছে বড় একটা বেওব্যাব গাছে। গ্রন্থি, মোচড় আর ছায়া ভরা একটা গাছ। প্রতিদিন ভোর আর সন্ধের দিকে ওখানে গেছে মেয়েটা, কয়েকটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসেছে, ত্রিশ গজ দূর থেকে চোখে বিনকিউলার তুলে তাকিয়ে থেকেছে। সন্ধের সময় প্রায় প্রতিবারই গাছ থেকে নেমে শিকারে বেরুবার সময় চিতাবাঘটাকে দেখতে পায়নি সে। রাতের অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত

অপেক্ষা করবে ওটা, কখন যে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে বোঝাই যায় না। ঘন অন্ধকার ঝোপের গায়ে কালো একটা ছায়া, কিভাবে দেখতে পাবে? মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে কোনদিকে চলে গেল বোঝার কোন উপায় নেই। তবে কোন কোন রাতে, আরও পরে, প্যানে জমে থাকা পানি খেতে দেখা গেছে।

ভোরগুলো অবশ্য অন্যরকম। আলো ফুটতে শুরু করার পনেরো মিনিটের মধ্যে নিয়মিত ফিরে আসে ওটা। ফিরেই গাছের গুঁড়িটাকে ঘিরে চক্কর দেবে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বাতাস শুঁকবে, প্রস্রাব করবে, তারপর এক লাফে উঠে যাবে ওপরে, চোখের পলকে হারিয়ে যাবে শাখাগুলোর আড়ালে। রোদে তপ্ত লম্বা দিনটা ওখানেই কাটিয়ে দেবে ঘুমিয়ে।

এক সকালে সে অনুভব করল ওটা বোধহয় আবার রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকালটা শুরু হলো অস্বাভাবিক একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে। চিতাবাঘকে শিকার করতে দেখল মেয়েটা।

এর আগেও দু'বার ওটাকে শিকার করতে দেখেছে সে, তবে দু'বারই রাতের অন্ধকারে, অনেকটা দূর থেকে। দেখেছে চাঁদের আলোয় ছুটন্ত একটা ঝাপসা আকৃতি, মোচড় খাচ্ছে ঘাসের ওপর ধরাশায়ী একটা হরিণের দেহ, ম্লান ও ভাঙাচোরা; তারপর চোখে পড়েছে ধীরগতি বালির ঘূর্ণি। ব্যস, এইটুকু। যদিও জানে যে এটুকু দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। খোলা প্রান্তরে কদাচ শিকার করে চিতাবাঘ, শিকারের জন্যে তার পছন্দ গাছ বা ঝোপের নিরেট আড়াল। সেক্ষেত্রে একবার নয়, খোলা প্রান্তরে দু'বার শিকার করতে দেখা ভাগ্যের ব্যাপার তো বটেই। সেদিন সকালে উজ্জ্বল আলোয় শিকার করা হলো, মাত্র ত্রিশ গজ দূর থেকে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতেও পেল সে।

সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেকটা দেরি করে ফিরল চিতাবাঘ। দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে সূর্য, শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে শিশির, ফিরে যাবার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছে মেয়েটা. ভাবছে সে

এখানে এসে পৌঁছুনোর আগেই বোধহয় ফিরে এসে গাছে উঠে পড়েছে ওটা। তারপর হঠাৎ উদয় হলো। সেই একই মুহূর্তে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল বুনো একটা শুয়োর, শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে ঘাসের ওপর দিয়ে, চিতাবাঘের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানে না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চিতাবাঘ, গায়ে জড়িয়ে থাকা কালো পশমের কোট গাছটার গাঢ় রঙের গুঁড়ির সঙ্গে এমন মিশে আছে, মনে হলো বাঁকা ও ঢেউ খেলানো একটা শিকড় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। হেলেদুলে এগিয়ে আসছে শুয়োরটা, তারপর কি ভেবে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথা নিচু করে মাটি শুঁকল, তারপর আবার মাথা তুলে একটা আওয়াজ ছাড়ল ঘোঁৎ করে—দাঁতগুলো মেটে আর হলদেটে। এই সময় লাফ দিল চিতাবাঘ।

আধ মিনিট ধরে কাতর আর্তনাদ শুনতে পেল মেয়েটা। কাপড়ের তৈরি একটা পুতুলের মত এদিক ওদিক ঘন ঘন আছাড় খেলো শুয়োরটা, যম তার গলার শিরা খুঁজে পাবার জন্যে যুদ্ধ করছে। শিরাটা পেয়ে গেল, মাংস ছেঁড়ার শব্দ হলো, পেশীর স্বতঃস্ফূর্ত খিঁচুনি এলোমেলো করে দিল বালি, তারপর নিস্তব্ধতা নামল—সে নিস্তব্ধতা ফুটো হলো শুধু নরম সন্তুষ্টিসূচক গরগর আওয়াজে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো চিতাবাঘ, নিহত শুয়োরের চারপাশটা শুঁকল, তারপর পেটে দু'একটা কামড় দিয়ে অল্প খানিকটা মাংস খেলো। সদ্য শিকার করা পুরস্কার চিহ্নিত করল না, কোথাও সরালও না, লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের ওপর।

দুপুর পর্যন্ত পাথরগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকল মেয়েটা। ক্যাম্পে ফিরতে না দেখে ছোকরাদের একজন খুঁজতে এল তাকে। ইতিমধ্যে একজোড়া হায়েনা শুয়োরটার ওপর ভাগ বসিয়েছে, টুকরো-টাকরা মাংসের লোভে ছুটে এসেছে কয়েকটা মিয়ারক্যাট, আশপাশে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে কয়েকটা শকুন। সকালের পুরোটা সময় মাটি থেকে মাত্র নয় ফুট ওপরে শুয়ে থাকলেও একবারও ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করেনি

চিতাবাঘ।

বিস্মিত হয়ে ফিরে এল সে। চিতাবাঘ হত্যা করে শুধু খিদে পেলে, নয়তো কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা আক্রান্ত হলে। কিন্তু শুয়োরটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, আক্রমণও করেনি—প্রায় নিরীহ একটা প্রাণী, একবার ধমক দিলেই আতঙ্কে পালাতে দিশে পেত না। আবার, খিদে লেগেছে বলেও হত্যা করেনি। শিকার করার পর দু'এক কামড়ে অল্প একটু মাংস খেয়েছে, বাকিটা অবহেলার সঙ্গে ফেলে রেখে গেছে মরুভূমির ক্ষুধার্ত প্রাণীদের জন্যে। বড় জাতের অন্য কোন বিড়ালকে এ-ধরনের অদ্ভুত আচরণ করতে দেখেনি সে।

সন্ধে ও ভোরে, পরপর দু'দিন আবার ফিরে এল মেয়েটা; কিন্তু চিতাবাঘটাকে আর দেখতে পেল না। গাছের নিচে বালি পরীক্ষা করল সে, পায়ের কোন চিহ্ন নেই। শুয়োরটা ইতিমধ্যে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে, দখল করে নিয়েছে ঝাঁক ঝাঁক পোকা। তারপর তৃতীয়দিন ভোরের আধো অন্ধকারে আবার সেটাকে দেখতে পেল সে।

একটা ডাল থেকে লাফিয়ে নিচে নামল চিতাবাঘ, মুহূর্ত কয়েক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল হালকা কুয়াশার ভেতর, তারপর দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপে রওনা হলো উত্তর দিকে। পাথরগুলোর আড়ালে শুয়ে থাকল মেয়েটা। করার কিছু নেই তার। পথের চিহ্ন কিভাবে খুঁজে পেতে হয় তা যদি জানাও থাকত, তবু পায়ের ছাপ অনুসরণ করার উপায় ছিল না। এখন শুধু অপেক্ষা আর আশা করতে পারে সে।

বেলা এগারোটায়, সূর্য অনেক ওপরে উঠে এসেছে, তার অনুমান সত্যি প্রমাণিত হলো, পূরণ হলো আশা। আবার উদয় হলো চিতাবাঘ, হাঁপাচ্ছে, হাঁটাচলার গতি আগের চেয়ে অনেক ধীর, গাঢ় মুখের কিনারা থেকে ফ্যাকাসে লাল জিভ অসাড়ভাবে ঝুলছে। ওটার ব্যাকুলতা বা আকাঙ্ক্ষার কারণ যাই হোক, উত্তরদিক ওটাকে চুম্বকের মত যতই টানুক, কালাহারির অসহ্য উত্তাপে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা।

বেওব্যাব গাছের গুঁড়িটাকে দ'বার চক্কর দিল চিতাবাঘ। তারপর

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওপরের ডালে চড়ে বসল।

পাথরগুলোর আড়ালে দাঁড়াল মেয়েটা। শুয়োরটাকে যখন মারা হলো তখনই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েছিল সে, এখন নিশ্চিত হলো। দিশেহারা হয়ে পড়েছে চিতাবাঘ, দিকভ্রান্তির শিকার। সেজন্যেই শুয়োরটাকে আক্রমণ করে। খাদ্য বা শত্রু মনে করে নয়, মস্তিষ্কের জটিল মেকানিজমে একটা পথ খুঁজে পাবার প্রক্রিয়া চলছিল, এই সময় হঠাৎ সামনে উদয় হয়ে চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে বসে শুয়োরটা, বাধা সরানোর জন্যে হত্যা করা হয় তাকে।

আজকের দিনটা চিতা বিশ্রাম নেবে। কিন্তু আজ রাতে, কিংবা কাল বা পরশু রাতে, আবেগ ও প্রেরণা ফিরে পেলে, আবার রওনা হবে ওটা—এবার ঠাণ্ডা অন্ধকারকে বেছে নেবে, দিনের উত্তাপে নিজেকে কাহিল হতে দেবে না। আর চিতা যখন রওনা হবে, ওটার পিছনে থাকবে মেয়েটা। পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে ছুটল সে, প্যানের ওপর ক্যাম্পের দিকে উঠে যাচ্ছে।

আট

ঝোপ-ঝাড়ে পুরোপুরি ঢাকা লম্বা, নিচু একটা গর্তের মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে রানা।

দেখতে না পেলেও ওর পাশেই রয়েছে নিকেল, তবে কাত হলে দু'জনের হাঁটু পরস্পরকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। ওদের কয়েক ফুট সামনে প্রায় খাড়া ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমিন, নিচে সমতল প্যান আরও সামনে, আধ মাইল দূরে প্যানের অপর দিকটায় আরেকটা উঁচু ঢাল দেখা যাচ্ছে,

ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। দুই ঢালের মাঝখানে কিছুই নেই, চাঁদের আলোয় ম্লান রূপালি চাদরের মত পড়ে আছে মরুভূমি।

মাথা ঘুরিয়ে কান পাতল রানা, অন্ধকারের ভেতর কোন শব্দ হয় কিনা শুনছে। পোকা-মাকড়ের গুঞ্জন, দূর থেকে ভেসে আসা একদল শিয়ালের কোরাস, বাতাস পাওয়া ঘাসের খস খস। আর কোন আওয়াজ নেই। খানিক পর গর্তটার ভেতর ঝোপগুলো দু'ফাঁক হওয়ায় ডেকানের ফিরে আসার শব্দ পাওয়া গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার আরেক পাশে চলে এল ডেকান, কানের কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করল, 'কিছুই দেখলাম না, স্যার। দু'দিকেই একশো গজ পর্যন্ত গেছি। প্রচুর ছাপ দেখলাম, মানুষের পায়ের দাগও আছে, তবে সবই পুরানো—গতকাল বা তারও আগের। আজ রাতে এদিকটায় কেউ আসেনি।'

'ঠিক আছে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকছি আমরা।' বাম কব্জিটা চোখের সামনে তুলল রানা। আলোকিত ডায়ালে ছ'টা বাজে। ভোর হতে আর এক ঘণ্টা বাকি। 'বিশ মিনিট করে পাহারায় থাকো। প্রথমে আমি, তারপর নিকেল আর ডেকান।'

নড়াচড়ার মৃদু শব্দ হলো, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিকেল আর ডেকান। তারপর আবার অটুট নিস্তব্ধতা। আগের মতই উবু হয়ে বসে থাকল রানা, খালি প্যানটার দিকে তাকিয়ে।

এই জায়গায় চারটের দিকে পৌঁচেছে ওরা, ইতিমধ্যে ট্রাক ছেড়ে রওনা হবার পর ত্রিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। প্রথম রাতে এগোতে তেমন কোন অসুবিধে হয়নি, ঝোপগুলো ছিল ছড়ানো-ছিটানো, বুনো প্রাণীদের চলাচলের ফলে একটার সঙ্গে অপরটার মাঝখানে অস্পষ্ট পথ তৈরি হয়েছে। কোন ঘটনা ছাড়াই প্রথম রাতে পঁচিশ মাইল পেরিয়ে আসে ওরা। দিনটা ঘুমিয়ে কাটায়। ছোট একটা জঙ্গলের ভেতর প্রত্যেকে পাহারায় ছিল চার ঘণ্টা করে। কোথাও কাউকে দেখা যায়নি, সন্ধের পর আবার হাঁটা ধরে।

দ্বিতীয় রাতটা ভোগায় ওদের। টেরোরিস্টদের প্যান থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে ছিল ওরা, জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে খানিক দূর আসতেই ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে ঝড় শুরু হলো। বৃষ্টি ছাড়াই সরে গেল ঝড়টা, কিন্তু তারপর কয়েক ঘণ্টা চাঁদটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখল ভারি মেঘ। এক অর্থে অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় উপকারই হয়েছে, ওদিকটায় টেরোরিস্টদের কোন গার্ড থাকলে দেখতে পায়নি ওদের। কিন্তু এগোবার গতি কমে যায়। মাঝরাতে, রওনা হবার পাঁচ ঘণ্টা পর, টেনেটুনে মাত্র সাত মাইল এগোতে পারে ওরা।

তারপর মেঘ কেটে গেল, রানা সিদ্ধান্ত নিল ঝুঁকি যা-ই থাক হাঁটার গতি বাড়াতে হবে। ভোরের যথেষ্ট আগে টেরোরিস্টদের প্যানের মাথায় পজিশন নিতে না পারলে গোটা মিশনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। টিনের কৌটার পতন চাক্ষুষ করতে হবে ওদেরকে। দশ মিনিট বিশ্রাম নিতে বলে ও, প্যাকগুলো নিজেরদের মধ্যে বদলাবদলি করে নেয়—জেরি-ক্যানটা সবগুলোর চেয়ে বেশি ভারি—তারপর প্রায় ছোটার ভঙ্গিতে হাঁটা ধরে।

সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল শেষ এক ঘণ্টা। রাত তখন দুটোর মত, রানার হিসেবে এক মাইলেরও কম হাঁটতে হবে ওদের। প্যানটা খুঁজে বের করার জন্যে ডেকানকে পাঠিয়ে দেয় ও—প্যানের আশপাশটা দেখে আসবে, নিজেদের আস্তানার জন্যে একটা জায়গাও বাছবে। তিনটের দিকে ফিরে এল ডেকান। প্যানটা সরাসরি ওদের সামনে, একটা ঝোপের কিনারা কেটে পরিষ্কার করে রেখে এসেছে, অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু প্যানটার চারদিকে অনেকগুলো পথ দেখা গেছে, আর শেষ চারশো গজ থাকতে ঝোপগুলো কয়েক ফুট খাটো হয়ে গেছে লম্বায়। কাজেই হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে ওদেরকে, আকাশের গায়ে ওদের কাঠামো যাতে না ফোটে।

অবশেষে যখন ঝোপ আর গাছপালার ভেতর পৌছুল ওরা, ঠাণ্ডা

বাতাস আর কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও ঘামে ভিজে গেছে রানার শার্ট, হাঁটুর চামড়া উঠে গেছে, বাহু দুটো কাঁপছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলল ও, তারপর আবার পাঠাল ডেকানকে। ডেকান এতক্ষণে ফিরে এসে খবর দিল ওদের দু'পাশে কোন দিকেই একশো গজ পর্যন্ত এখনও কোন গার্ড নেই।

অবাক লাগছে রানার। পায়ের যে-সব ছাপ ডেকান দেখে এসেছে তা থেকে বোঝা যায় গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় বেশ কিছু লোক এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে। অথচ টিনের কৌটা পড়ার আগের রাতে জায়গাটা একদম খালি পড়ে আছে। প্যাক থেকে বিনকিউলার বের করে প্যান-এর পেরিমিটার খুঁজল রানা। সিগারেটের আগুন বা কারও নড়াচড়া ধরা পড়তে পারে চোখে। হতাশ হতে হলো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাঁধের ওপর স্লীপিং ব্যাগটা ফেলে শীত ঠেকাবার চেষ্টা করল ও।

সাতটার পর ফর্সা হতে শুরু করল আকাশ। ইতিমধ্যে নিজেদের পালা শেষ করেছে নিকেল আর ডেকান, তারাও এখন রানার দু'পাশে উবু হয়ে বসেছে। তিনজনই তাকিয়ে আছে প্যানের দিকে—সূর্য ওঠার পর প্যানের জমিন রূপালি থেকে লালচে হয়ে উঠল, তারপর চোখ-ধাঁধানো সাদা। ঘড়ির কাঁটা আট-এর ঘর পেরুল, তারপর নয়-এর ঘর, ঝোপের ছায়াতেও এখন রোদের আঁচ এসে ঢুকছে, চকচক করছে প্যানটা, তবু কিছু দেখা গেল না।

'স্যার...।'

রানার বাহুতে হাত পড়ল ডেকানের। দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সবার আগে ডেকানের কানেই ধরা পড়েছে। রানাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা—দক্ষিণ দিকে কোথাও মৃদু গুঞ্জন। ড্রপ প্লেন।

একবার মনে হলো, প্লেনটা চক্কর দিচ্ছে। তারপর, ঠিক এক ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে, যান্ত্রিক গুঞ্জনটা বাড়ল, পরমুহূর্তে চলে এল দৃষ্টিপথের ভেতর। হালকা নীল একটা সেসনা নিচে দিয়ে দ্রুত পুবদিক থেকে উড়ে গেল, পিছনে সূর্য। চোখ কুঁচকে তাকাল রানা, পরিষ্কার দেখতে না

পেলেও মনে হলো ফিউজিলাজে কালো একটা তীর আঁকা রয়েছে—কালাহারি এয়ার-এর প্রতীক চিহ্ন। এই কোম্পানীর প্লেনই চালায় জর্জ।

ড্রাম পেটানোর মত আওয়াজ তুলে প্যানটার ওপর দিয়ে উড়ে এল প্লেনটা, ওদের মাথার ওপর এসে বাঁক ঘুরল, বৃত্ত তৈরি করে ফিরে গেল পুবদিকে, তারপর হারিয়ে গেল দিগন্তরেখার ওপারে। চোখ নামিয়ে প্যানের দিকে তাকাল এবার রানা। টিনের কৌটোটাকে প্লেন থেকে ফেলতে দেখেনি ও, তবে এই মুহূর্তে সেটাকে মাটিতে পড়তে দেখল। টিনের কৌটা মানে একটা মেটাল সিলিণ্ডার, ওপরে ফুলে রয়েছে ছোট হলুদ প্যারাস্যুট। মাটির ওপর ঘন ঘন আছাড় খেলো সিলিণ্ডারটা, পিছনে খুদে ধুলোর মেঘ রেখে যাচ্ছে। এক সময় স্থির হলো সেটা, হলুদ সিল্কটাও ধীরে ধীরে নিচে পড়ল।

'দেখুন, স্যার···!' এবার নিকেল কথা বলল, পাতার ফাঁক দিয়ে একটা হাত লম্বা করে দিয়েছে। 'ওদিকে, বামে।'

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল রানা। হাফপ্যান্ট ও ছেঁড়া শার্ট গায়ে এক কৃষ্ণবর্ণ তরুণ লাফাতে লাফাতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্যানের কিনারায় দাঁড়াল। এক সেকেণ্ড থামল সে, চারদিকটা ভাল করে দেখে নেয়ার কোন গরজ নেই, ঢাল বেয়ে নেমে এল প্যানের সমতল জমিনে। এতক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়াল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কি যেন বলল। এক মুহূর্ত পর আরও দু'জন যোগ দিল তার সঙ্গে। একই বয়েস, একই পোশাক, কারও হাতেই কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। সিলিণ্ডারের দিকে হেঁটে আসছে, বিনকিউলারটা ডেকানের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'কি বুঝছ, দেখে বলো।'

তিনজনের দলটাকে ভাল করে দেখল ডেকান। তারপর নিকেলকে দিল বিনকিউলার। সবশেষে নিজেদের মধ্যে সেৎসোয়ানা ভাষায় কথা বলল নিচু গলায়।

'ওরা বাইরের লোক, স্যার—সোয়ানা তো নয়ই, জুলু বা বান্টুও

নয়।'

তার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল নিকেলও। স্বস্তিতে একবার চোখ বুজল রানা। আর যাই ঘটুক না কেন, টেরোরিস্টদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলি চালাতে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না।

বিনকিউলারটা ফেরত নিয়ে আবার প্যানের দিকে তাকাল রানা। সিলিণ্ডারের কাছে পৌঁছে গেছে তিনজনের দলটা, দেখে মনে হলো নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে তারা। অবশেষে, দু'জনের ধাক্কা খেয়ে এগোল একজন, সাবধানে ভয়ে ভয়ে খোঁচা মারল পা দিয়ে। গড়াতে শুরু করল সিলিণ্ডারটা, আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল আফ্রিকান তরুণ, তার সঙ্গীরা হেসে উঠল। তাদের সন্দেহ ছিল, সিলিণ্ডারটা বোমা বা অন্য কোন ধরনের বিপদ হতে পারে। প্রথম তরুণ আবার এগিয়ে এল, এবার সাহসের সঙ্গে ধরল সিলিণ্ডারটা, কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। বাকি দু'জন গুছিয়ে তুলে নিল প্যারাস্যুটটা, পিছু নিল প্রথমজনের। এক সময় ঢালের মাথায় উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল তিনজনই।

বিনকিউলার নামিয়ে রাখল রানা, ঝোপের গায়ে হেলান দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। বিস্ময়ের মাত্রা আরও বরং বেড়েছে ওর। প্যানের চারপাশে কোন গার্ড তো ছিলই না, এখন আবার সিলিণ্ডারটা নিতে এল তিনজন নিরস্ত্র তরুণ, গোটা ব্যাপারটাই যাদের কাছে কৌতুকপ্রদ। টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে একেবারেই বেমানান এরা। মুক্তিপণ চেয়ে যে ভাষায় চিঠি লেখা হয়েছে, তার সঙ্গেও কোন মিল নেই। নাকি নিজেদের ওপর এত বেশি আস্থা তাদের যে সাবধান হবার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেনি?

নিকেলের দিকে তাকাল রানা। 'কি বুঝলে?'

ভুরু কুঁচকে চোয়ালে আঙুল ঘষল নিকেল। 'মাথায় কিছু ঢোকেনি, স্যার।'

'ডেকান?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল ডেকান। ওর মত তারাও অবাক হয়ে

গেছে।

'ঠিক আছে, রাতের আগে আমাদের কিছু করার নেই,' আড়মোড়া ভেঙে বলল রানা। 'অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপগুলো খুঁজে বের করবে তুমি, ডেকান। ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। দেখা যাবে ক্যাম্পটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

পালা করে ঘুমাল আর পাহারা দিল ওরা, বিকেল পর্যন্ত। চারটের সময় রানার ঘুম ভাঙাল ডেকান। পাহারা দেয়ার পালা নিকেলের, তবে ডেকানও জেগে রয়েছে—ঝোপের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।

'কি ব্যাপার?' উঠে বসল রানা, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল। রোদে পোড়া প্যান খালি পড়ে আছে, কিনারাগুলোতেও কাউকে দেখা গেল না।

'ধোঁয়া, স্যার,' বলল নিকেল। 'ক্যাম্প ফায়ার।'

বাতাস শুঁকল রানা, গরম আর শুকনো। মাটি আর ঘাসের গন্ধ পেল শুধু। 'ঠিক জানো?'

'কোন সন্দেহ নেই, স্যার।' পিছন দিকে হেলান দিল ডেকান, ঝোপটা দু'হাতে ধরে ফাঁক করল, তারপর চোখ ইশারায় দেখাল। 'ওদিকটা থেকে আসছে। যেখানে মরা গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, লোকগুলো ওটার পাশ দিয়েই হেঁটে গেছে তখন। গাছটার ঠিক কাছে নয়—খানিকটা বাম দিকে, খুব বেশি হলে দুশো গজ দূরে। একটা নয়, স্যার, দুটো আগুন। ঝোপের মাথার ওপর ভাল করে তাকান, ধোঁয়া দেখতে পাবেন।'

আবার তাকাল রানা। মরা গাছটা সহজেই চিনতে পারল। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ধোঁয়ার রেশও দেখতে পেল। 'হয়তো ছোটখাট দাবানল শুরু হয়েছে,' বলল ও।

মাথা নাড়ল ডেকান। 'না, স্যার। ধোঁয়ার সরু দুটো রেখা। দাবানল হলে মেঘের মত জমে যেত। ওখানেই ওরা ক্যাম্প ফেলেছে, স্যার।'

'মাই গড!' পিছনে হেলান দিল রানা। গার্ডের অনুপস্থিতি, তিন আনাড়ি যুবকের সকৌতুক আচরণ, ড্রপ-জোনের কিনারায় ক্যাম্প—গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য লাগছে ওর। ধারণা করেছিল, ড্রপ-জোন থেকে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ মাইল হেঁটে পৌঁছুতে হবে টেরোরিস্টদের ক্যাম্পে। 'ঠিক আছে, ডেকান,' বলল ও, 'তোমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। তিন ঘণ্টা পর বেরিয়ে পড়ো, ঘুরে এসে আমাকে জানাও ব্যাটাদের উদ্দেশ্যটা কি।'

তিন ঘণ্টা পার হলো, অস্ত গেল সূর্য। অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই বেরিয়ে পড়ল ডেকান।

রাত এগারোটার দিকে ফিরল সে। যেমন নিঃশব্দে গিয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল। 'ছোট একটা ক্যাম্প, স্যার। আগুন দুটো জ্বালা হয়েছে গর্তের ভেতর, তবে গোটা ক্যাম্পে আলোর কোন অভাব নেই। একটাই তাঁবু, সব মিলিয়ে আট কি নয়জন লোক। সবাই সারাক্ষণ হাসাহাসি আর খাওয়াদাওয়া করছে। একটা ঠেলাগাড়ি দেখলাম, ভেতরে কয়েকটা রাইফেল···।'

রানা আর নিকেলের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসেছে ডেকান, ঘামে ভেজা মুখ চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

'আর কি দেখলে?'

'আর দেখলাম ম্যাডামকে। ক্যাম্পের কাছে তখনও পৌঁছাইনি, আরেকটু হলে ধাক্কা খাচ্ছিলাম তাঁর সাথে···।'

'কি বলতে চাইছ?' রানার গলায় ধমকের সুর। 'মেয়েটাকে ওরা পাহারা দিচ্ছে না?'

'না, স্যার। প্যানটা ঘুরে ওদের রেখে যাওয়া কাল সকালের ছাপগুলো খুঁজে বের করি, মরা গাছটাকে পাশ কাটিয়ে এগোই···তারপর হঠাৎ দেখি ম্যাডাম সরাসরি আমার সামনে হাঁটছেন। কোত্থেকে এলেন বলতে পারব না, শুধু দেখলাম একা হেঁটে যাচ্ছেন, সঙ্গে কেউ নেই। পিছু নিলাম আমি, সরাসরি ক্যাম্পে পৌঁছুলেন

ম্যাডাম, ছোকরাদের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া শুরু করলেন।'

'তারপর কি ঘটল?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেকান। 'কিছুই না, স্যার। কিছুক্ষণ দেখলাম ওদের, ক্যাম্পটাকে ঘিরে চক্কর দিলাম একটা। কিন্তু এবারও কোন গার্ড দেখলাম না। তারপর ফিরে এলাম। আসার সময় দেখে এলাম, ছোকরাগুলোর সঙ্গে বসে তখনও খাচ্ছেন ম্যাডাম।'

'ক্যাম্পটা আমাকে এঁকে দেখাও।' পিছন দিকে সরে বসল রানা, হাত দিয়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করল। ইতিমধ্যে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। সরু একটা ডাল হাতে নিয়ে টেরোরিস্টদের ক্যাম্প ও আশপাশের এলাকাটা বালির ওপর আঁকল ডেকান।

ছড়ানো-ছিটানো গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখানে ফাঁকা, প্রায় গোলাকার একটা জায়গায় ক্যাম্পটা। ঠেলা গাড়িটা এক প্রান্তে। দুটো আগুনের মাঝখানে পনেরো ফুট ব্যবধান, মাঝখানে ভিড় করে বসে আছে টেরোরিস্টরা। তাঁবুটা ক্যাম্পের অপর প্রান্তে।

নকশাটা মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। তাঁবুটা যে ডোরা ডারবির জন্যে, বোঝাই যায়। কিন্তু রাতের বেলা একা একা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন মেয়েটা? টেরোরিস্টরা তার ওপর নজরই বা রাখছে না কেন? অদ্ভুত ব্যাপার, এমনকি ক্যাম্পটাকেও কেউ পাহারা দিচ্ছে না। এর শুধু একটা ব্যাখ্যাই মাথায় আসছে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। মেয়েটা এতদিন ধরে তাদের হাতে বন্দী, কাজেই তারা জানে যে ওর ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া, আরও জানে যে ক্যাম্প থেকে পালিয়েও কোন লাভ নেই, মরুভূমিতে পথ হারিয়ে মরতে হবে। কিন্তু তাই বলে...

আসলে ব্যাপারটা কি তা জানার একটাই মাত্র উপায় আছে।

'ঠিক আছে, এসো তৈরি হই আমরা,' বলল রানা। 'ওখানে আমরা সরাসরি যাব। তুমি যেমন দেখে এসেছ, পরিস্থিতি যদি একই থাকে, হামলা করব ভোরবেলা। গ্রিজের বোতলটা দাও, নিকেল।'

তিনজনই ওরা ওদের শার্ট আর শর্টস কালো রঙ করে নিয়েছিল সেই ট্রাক ছাড়ার পরপরই। শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে রানা কালো হলেও, ওর গায়ের রঙ কালো নয়—সেজন্যেই হাত-পা আর মুখে গ্রিজ মেখে নিতে হলো, বালির সঙ্গে মিশিয়ে। তারপর অস্ত্রগুলো চেক করল একবার। দুটো স্মাইযারেই ভরা ম্যাগাজিন রয়েছে, তারপরও একটা করে স্পেয়ার থাকল নিকেল আর ডেকানের কাছে। বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেলে বারোটা বুলেটের একটা ক্লিপ ভরল রানা, পকেটে রাখল আরও ত্রিশটা—একটা কাপড়ে বেঁধে নিয়েছে, যাতে শব্দ না করে।

কার্টুনে আরও অনেক অ্যামুনিশন আছে, তবে এর বেশি সঙ্গে নেয়ার দরকার নেই। আকস্মিক হামলার প্ল্যান করেছে ওরা, দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে না।

'রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল নিকেল আর ডেকান, হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল তিনজন। প্যান-এর বাঁ দিকের কিনারায় ঝোপগুলো একটু বেশি লম্বা আর ঘন, প্রথম একশো গজের পর সিধে হয়ে এগোতে পারল। চল্লিশ মিনিট পর একটা হাত তুলল ডেকান, সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে। ওদেরকে মাটির সঙ্গে মিশে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পনেরো মিনিট পর ফিরল, ফিসফিস করল রানার কানে। 'সব সেই আগের মতই আছে, স্যার। ম্যাডামকে কোথাও দেখলাম না, তবে তাঁবুর মুখ বন্ধ। ক্যাম্পের মাঝখানে এক লোক হাঁটাহাঁটি করছে। বাকি সবাই আগুনের ধারে পড়ে ঘুমাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে এগোবার নির্দেশ দিল রানা। খানিক দূর এগিয়ে থামল ওরা, ঝোপ ফাঁক করে সামনে উঁকি দিল ডেকান। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল রানা।

ওদের সামনে নিচু, অগভীর একটা জায়গায় ক্যাম্পটা, ঠিক যেমন ডেকান এঁকেছে। ডান দিকে ঠেলাগাড়ির কাঠামো দেখা যাচ্ছে,

মাঝখানে শিখাবিহীন আগুন দুটোর চারপাশে শুয়ে রয়েছে লোকজন, তাঁবুর কিনারা দেখা যাচ্ছে বাঁ দিকে, বেশ খানিকটা দূরে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছে এক লোক।

কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি ভাল করে দেখে নিল রানা—গাছ, পাথর, ঝোপ ইত্যাদির অবস্থান গেঁথে নিল মনে। তারপর পিছিয়ে এল। 'গার্ডের দায়িত্ব আমি নিলাম।' তিনটে মাথা প্রায় এক হয়ে আছে, ফিসফিস করে নির্দেশ দিচ্ছে ও। 'তোমরা ডান দিক থেকে ভেতরে ঢুকবে, চেষ্টা করবে আগুনের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছুতে। তারপর চুপ করে বসে থাকবে, যতক্ষণ না আমার গুলির শব্দ পাও। গুলি হলেই ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে। নিকেল, তোমার দায়িত্ব ঠেলাগাড়ির দিকে কাউকে যেতে দেখলেই বাধা দেয়া। ডেকান, তুমি নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বে না, নজর রাখবে চারদিকে। আমরা ধারণা করতে পারছি না এমন কিছু যদি ঘটে, সামলাবার দায়িত্ব তোমার।

'আমি সরাসরি তাঁবুর দিকে যাব, বের করে আনব মেয়েটাকে। তাকে নিয়ে ফিরে যাব যেখানে প্যাকগুলো রেখে এসেছি, আমাদের সঙ্গে নিকেল থাকবে। তুমি, ডেকান, পাঁচ-সাত মিনিট নিজের জায়গায় থাকবে, কেউ যদি আমাদের ফলো করে তাকে বাধা দেয়ার জন্যে। তারপর ফিরে যাবে। ঠিক আছে?'

রানার সঙ্গে একমত হলো ওরা। হাতঘড়ি দেখল রানা। প্রায় দুটো বাজে।

'আমি গুলি করব আলো ফোটার পর, এই ধরো সাতটার কিছু আগে। তারমানে এখনও পাঁচ ঘণ্টা বাকি। চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত কাছাকাছি যাবার চেষ্টা কোরো না, তবে ছ'টার মধ্যে পজিশনে পৌঁছে যাওয়া চাই। এবার, কাকে কি করতে হবে শোনাও আমাকে।'

ওরা থামার পর রানা নির্দেশ দিল, 'যাও।'

•

চার ঘণ্টা পর, ক্যাম্প থেকে ত্রিশ গজেরও কম দূরে একটা উইঢিবির ওপর শুয়ে আছে রানা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, হি-হি করছে ও। জমি

ভিজে আছে শিশিরে। চাঁদ ডুবে যাবার পর সামনের অন্ধকারে শুধু নিঃসঙ্গ গার্ডকে দেখতে পাচ্ছে ও। রাত দুটোর দিকে যে পায়চারি করছিল, এ লোকটা সে নয়। পালা বদলের সময় উইঢিবি আর একটা ঝোপের মাঝখানে খোলা জমিনের ওপর ছিল রানা। স্থির হয়ে পড়ে ছিল ও, শুনতে পেল ঘুম জড়ানো গলায় কথা বলছে ওরা। একটু পরই ওদের কথা থেমে যায়, আবার ক্রল করে এগোয় ও।

এই মুহূর্তে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করছে ও। কয়েক মিনিট পরপর আগুনের সামনে এসে দাঁড়ায় সে, হাত-পা গরম করে নেয়। তারপর তাঁবু পর্যন্ত হেঁটে যায়। ঝোপের ফাঁকে তারাজ্বলা আকাশ, ওদিকে গেলে প্রতিবারই আকাশের গায়ে লোকটার কাঁধ আর মাথা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে রানা। তাঁবুটাকে ঘিরে একটা চক্কর দেয় সে, তারপর আবার ফিরে আসে আগুনের কাছে। এভাবেই বয়ে চলেছে সময়।

অটোমেটিক রাইফেলটা সামনে ঠেলে দিয়ে হাত দুটো ঘষল রানা, তাকিয়ে আছে ক্যাম্পের দিকে। হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল।

ভোর হতে এখনও আধঘণ্টা বাকি, পুব আকাশে আলোর চিহ্নমাত্র নেই, অথচ তাঁবুর ভেতর বাতি জ্বলে উঠেছে। রাইফেলটা শক্ত করে ধরে ক্রল করে খানিকটা সামনে এগোল রানা। তাঁবুর ভেতর আলোটা এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করছে, ক্যানভাসের পিছনে গোলাপী একটা আভা। তারপর নিভে গেল সেটা। চেইন টানার শব্দ হলো, বাইরে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি।

'নাফা…,' নরম সুর, মেয়েলি গলা।

সামনে এগোল মেয়েটা। রানা আন্দাজ করল, কাপড় পাল্টে বেরিয়েছে সে, নিশ্চয়ই ট্রাউজার আর শার্ট পরে ঘুমায়নি। গার্ড লোকটা আগুনের ধারে উবু হয়ে বসেছিল, ডাক শুনে লাফ দিয়ে সিধে হলো, ছুটল মেয়েটার দিকে।

'আমি এখন ওদিকে যাচ্ছি। সূর্য ওঠার সময় যদি ওটা নড়াচড়া করে, সোজা ফিরে আসব… ।'

পালাবদলের সময় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছিল ওরা, কিছুই বুঝতে পারেনি রানা। এই মুহূর্তে মেয়েটা ইংরেজিতে কথা বলছে, প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও।

'আর যদি না নড়ে, আটটা পর্যন্ত দেখে ফিরে আসব। ঘুম ভাঙার পর শেঙ্গিকে জানাবে, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল গার্ড। তাঁবুর ভেতর ঢুকে আবার টর্চ জ্বালল মেয়েটা।

ক্রল করে উইটিবি থেকে নিচে নেমে এল রানা। কি ঘটতে যাচ্ছে ওর কোন ধারণা নেই। মেয়েটা, জিম্মি, গার্ডের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলল, যেন তার চাকর।

ক্যানভাসের পিছনে টর্চের আলো নড়াচড়া করছে, সম্ভবত তাঁবুর ভেতর থেকে এটা-সেটা সংগ্রহ করছে মেয়েটা। আরও এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। ও শুধু জানে, একটু পরই বেরিয়ে আসবে সে, তারপর কোন একদিকে হাঁটা ধরবে। তারমানে গোটা অপারেশনটাই ভেস্তে যেতে বসেছে।

কি করবে ঠিক করে ফেলল রানা। সিধে হলো, অফ করল সেফটি-ক্যাচ, তারপর সামনের দিকে ছুটল।

লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে, রানা তার দশ গজের মধ্যে পৌঁছুবার পর পায়ের আওয়াজ পেল। ঝট করে ঘুরল সে, অন্ধকারে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল, তারপর চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল। সেই মুহূর্তে রাইফেল তুলে গুলি করল রানা। নিস্তব্ধ ভোর রাতে বিস্ফোরণের শব্দটা কানে তালা লাগিয়ে দিল। পিছন দিকে এমন ভঙ্গিতে ছিটকে পড়ল লোকটা, গুলিটা যেন বুকে খেয়েছে। চেম্বারে আরেকটা বুলেট ভরল রানা, ছোটার গতি সামান্য বদলে সরাসরি তাঁবুর দিকে এগোল, পরমুহূর্তে তাঁবুর ফ্ল্যাপ ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। 'বেরিয়ে এসো, জলদি!'

কোলে বিনকিউলার, একটা গ্রাউণ্ড শিট-এর ওপর হাঁটু গেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে মেয়েটা। রানা যখন গুলি করে, সে সম্ভবত লেন্স পরিষ্কার করছিল—তার এক হাতে একটা টিস্যু, অপর হাতে ছোট

ব্রাশ দেখা গেল। এই মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ফ্যাকাসে চেহারা। কোঁকড়ানো সোনালি চুল স্তূপ হয়ে রয়েছে কাঁধের ওপর। তাকিয়েই আছে, কথা বলতে পারছে না।

'ফর গড'স সেক, কাম অন…!' হাত বাড়িয়ে তার কব্জিটা শক্ত করে ধরে ফেলল রানা, টান দিয়ে দাঁড় করাল, বের করে আনল তাঁবুর বাইরে। ওর পিছনে টেরোরিস্টরা চিৎকার করছে, তারপরই শোনা গেল একটা অটোমেটিক-এর একটানা গর্জন—নিকেল সম্ভবত আগুনের চারধারে গুলি করছে।

উইটিবির দিকে ছুটল রানা, মেয়েটার হাত ছাড়েনি। টিবিটার আড়ালে পৌঁছে বসাল তাকে, তার পাশে নিজেও হাঁটু গাড়ল। ক্যাম্প জুড়ে মহাশোরগোল আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। তাকিয়ে আছে রানা, এক লোককে আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা লম্বা কাঠ তুলে নিতে দেখল। উন্মাদের মত এদিকেই ছুটে আসছে সে, বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ জোড়া।

একেবারে কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর কোমরের কাছ থেকে গুলি করে ফেলে দিল লোকটাকে।

'এ-সব কি ঘটছে? কেন…?' গলা কেঁপে গেল মেয়েটার।

'যা কিছু ঘটছে তোমার ভালর জন্যেই,' বলল রানা। 'আমাদের কাছে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কথা বলো না, যা করতে বলব করে যাও।'

ডান দিকে তাকাল রানা, ওদিকে স্মাইযারের ব্রীচ ফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছে। তাকাতেই হতাশ বোধ করল। অন্ধকারের ভেতর দূরত্বটুকু পেরিয়ে নিকেলের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, মাঝখানে অনেক বাধা। প্যানের কিনারাকে ঘিরে থাকা যে পথটা ধরে এখানে ওরা পৌঁচেছে সেটা ওর পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এখন শুধু একটা কাজই করতে পারে—সরাসরি প্যানের দিকে এগোবে ও, আশা করবে নিকেল তা আন্দাজ করতে পেরে এক ছুটে ওখানে ওর সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করবে। এর ফলে খোলা জায়গায় বেরুতে হবে ওদেরকে, কিন্তু

প্যাকগুলোর কাছে ফিরে যাবার আর কোন উপায়ও নেই।

'হাতটা শক্ত করে ধরো, যতটা সম্ভব নিচু করে রাখো মাথা, তারপর ঝেড়ে দৌড় দাও।' মেয়েটাকে পিছনে নিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল রানা। হোঁচট খেলো, হড়কে গেল, পাথরে পা বেধে যাওয়ায় আছাড় খেলো, তবে থামল না একবারও।

থামল দশ মিনিট পর। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ওদের ঠিক নিচেই প্যান। পুব আকাশে দিনের প্রথম আলোর আভাস ফুটতে শুরু করেছে। রাইফেলটা হাত বদল করল রানা, খালি হাতে মেয়েটার বাহু আঁকড়ে ধরল, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

'নিকেল! নিকেল!' নিচে নেমে বিশ গজ এগিয়েছে ওরা, দাঁড়িয়ে আছে খোলা জায়গায়। মুখ তুলে বালি আর ঝোপের উঁচু পাঁচিল লক্ষ্য করে চিৎকার করল রানা। ক্যাম্প থেকে যদি কোন টেরোরিস্ট অস্ত্র হাতে পালিয়ে এসে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকে, টার্গেট প্র্যাকটিস করার এমন মোক্ষম সুযোগ অবশ্যই ছাড়বে না সে।

কোন সাড়া নেই দেখে আবার চিৎকার করল রানা। তবু কেউ আসছে না। আরেকবার ডাকল রানা, ক্যাম্পে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিস্তব্ধতার ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল ওর আওয়াজ। তারপর, হতাশ হয়ে যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছে, ওর ডান দিক থেকে সাড়া দিল নিকেল, অনেকটা দূর থেকে।

'স্যার!'

সারা শরীরে স্বস্তির পরশ অনুভব করল রানা। ও কোথায় রয়েছে আন্দাজ করতে পেরেছে নিকেল, প্যানের কিনারায় ঝোপের ভেতর কোথাও চলে এসেছে সে।

'নিচে নামো, নিকেল! তাড়াতাড়ি!' আবার চিৎকার করল রানা।

মেয়েটার হাত ধরে উঁচু পাড়ের দিকে ছুটল ও, নিরাপদ আড়ালে চলে এল। এক মুহূর্ত পর ঝোপের ডালপালা ফাঁক হয়ে গেল, বেরিয়ে এল নিকেল, স্নাইযারটা মাথার ওপর ধরে আছে।

'থ্যাঙ্ক গড!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'ঠিক আছ তুমি?'

হেসে উঠল নিকেল। 'বহাল তবিয়তে আছি, স্যার। চার কি পাঁচটাকে ফেলে দিয়েছি। বাকি সবাই পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। যখন দেখলাম আপনি আসছেন না, ভাবলাম··· ।'

'আর ডেকান?'

'সে-ও ভাল আছে, স্যার। আপনার কথা মত অপেক্ষা করছে। কি করতে হবে জানে, প্যাকের কাছে ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে।'

'চলো, দেরি করে লাভ নেই। ওগুলো খুঁজে পাবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল নিকেল, তারপর প্যানের নিচের কিনারা ধরে ছুটল। মেয়েটার হাত ধরে তার পিছু নিল রানা।

ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা সরু, লম্বা ও অগভীর গর্তটা প্যানের উঁচু মাথা থেকে ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেমে এসেছে, খানিক আগে মেয়েটাকে নিয়ে প্যানের ঠিক যেখানটায় নেমেছে রানা সেখান থেকে দুশো গজ দূরে। দেখতে না পেয়ে ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল নিকেল, তারপর ফিরে আসার সময় চোখে পড়ল। ঢাল বেয়ে দ্রুত উঠে পড়ল ওরা। এক মুহূর্ত থেমে কান পাতল রানা। ইতিমধ্যে চারদিকে আলো ফুটতে শুরু করেছে। ভোরবেলা মরুভূমি জেগে ওঠার পরিচিত শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না ও।

'কে তুমি?'

ঝট করে ঘুরল রানা। প্রশ্ন করেছে মেয়েটা। প্রথম কথা বলেছিল অন্ধকার উইটিবির কাছে, চারদিকে ছুটোছুটি চিৎকার আর গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছিল—সে-সময় বিশেষ মনোযোগ দেয়নি ও। এবারই প্রথম ভাল করে তাকাল।

এত লম্বা মেয়ে খুব কমই দেখেছে রানা, সম্ভবত ওর চেয়ে এক-আধ ইঞ্চি কম হবে। পরনে সাফারি বুট, জিনস, চেক শার্ট। গলায় গিঁট দিয়ে আটকানো একটা সোয়েটার। রঙিন ফটোতে যেমন দেখেছিল,

কোঁকড়ানো সোনালি চুল মাথায় মুকুটের মত লাগছে। তবে মুখ আর চোখ দুটো অন্য রকম লাগল, ফটোর সঙ্গে মেলে না। মুখে হাসি নেই, চেহারায় কঠিন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব। চোখ দুটোও হালকা রঙের অস্পষ্ট কোন ব্যাপার নয়—ঘন কালো, নিষ্পলক আর ধারাল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজের চোয়াল স্পর্শ করল রানা, হঠাৎ করেই গ্রিজ ঘাম আর কাঁটায় ছেঁড়া শার্ট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ফটোতে দেখে তাকে সুন্দরী বলেই মনে হয়েছিল, তবে এরকম চোখ-ধাঁধানো রূপের কথা কল্পনা করতে পারেনি। ওর ধারণা ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা করায় মেয়েটার চেহারায় দুর্বল ও ভঙ্গুর একটা ভাব থাকবে। ধারণাটা একেবারেই সত্যি নয়। এখনও তাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, দৌড়ে আসায় ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে বুক। কিন্তু গত কয়েক মিনিটের হতবুদ্ধিকর অভিজ্ঞতার পরও নিজেকে বিচলিত হতে দেয়নি সে, সরাসরি কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওকে দেখছে।

'মাসুদ রানা,' বলল ও। 'আমার বিশ্বাস তুমি…।'

'আমি ডোরা ডারবি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল মেয়েটা। 'আমি শুধু জানতে চাই, আসলে কি করছ তুমি?' প্রশ্নটা এমন সুরে করা হলো, রানা যেন মস্ত কোন অপরাধ করে বসেছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল রানা, আবার সেটা বন্ধ করে মাথা নাড়ল। পাঁচশো মাইল কালাহারি পাড়ি দিয়ে এখানে পৌচেছে ও, একদল ভয়ঙ্কর টেরোরিস্ট অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছে মেয়েটাকে, অথচ তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, চোখ গরম করে ধমক দিতে চাইছে ওকে। 'শোনো, ডারবি, তোমার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা ধকল গেছে, তুমি বরং এখানটায় বসে বিশ্রাম নাও…।'

আবার বাধা দিল মেয়েটা। 'তুমি শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দাও, প্লীজ।' গলার স্বরে যত কাঠিন্যই থাক, বিশুদ্ধ উচ্চারণে আভিজাত্যের ছোঁয়া আছে।

অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রানা। 'তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'তোমাদের লোকেরা, কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়— অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'তারা তোমাকে এই কাজ করতে বলেছে…?' রানার দিকে এক পা এগোল মেয়েটা, ওর বুকের দিকে আঙুল তাক করল।

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা।

'জবাব দাও, তারা তোমাকে এই জঘন্য কাজ করতে বলেছে? বলেছে, যাকে সামনে পাবে তাকেই গুলি করে মেরে ফেলতে হবে?' তিক্ত কণ্ঠস্বর, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রাগে কাঁপছে।

রানারও ইচ্ছে হলো, কর্কশ আচরণ করে, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় মেয়েটাকে। কিন্তু শুধু চেহারা নয়, মেয়েটার আচরণে এমন একটা মার্জিত ভাব আছে, যে কঠোর হতে বাধল ওর। নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখল, বলল, 'ওরা তোমাকে জিম্মি করেছিল,তাই না? একটা টেরোরিস্ট গ্রুপের লোক ওরা। আমরা যদি ওদেরকে না মারতাম, ওরা আমাদের মেরে ফেলত, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সব সময় তাই হয়।'

'শোনো, তোমার সম্পর্কে কি আমার ধারণা বলি।' থরথর করে কাঁপছে ডারবি। তারপর, রানা সাবধান হবার আগেই, ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মারল। 'তুমি একটা স্যাডিস্টিক বাস্টার্ড!'

নয়

সঙ্গে সঙ্গে রানার হাতও উঠল, আত্মরক্ষার জন্যে নয়, পাল্টা আঘাত

করার জন্যে। তারপর, প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে, সামলে নিল নিজেকে। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ডারবি, কড়া সুরে থামিয়ে দিল ও। 'তোমার যদি কিছু ব্যাখ্যা করার থাকে, পরে। এখন আমরা রওনা হব। এখনও আমরা নিরাপদ নই।'

দ্রুত ঘুরল রানা, হেঁটে ঝোপের একটা ফাঁকের কাছে চলে এল, তারপর ঝুঁকে ডেকানের খোঁজে প্যানের নিচে তাকাল। তাকাতেই তাকে দেখতে পেল ও—প্যানের পেরিমিটার ঘেঁষে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে, স্নাইযারটা বুকের কাছে ধরা। কয়েক মুহূর্ত পর ঢাল বেয়ে উঠে এল সে।

'কি দেখে এলে, ডেকান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার সামনে সশ্রদ্ধভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে ডেকান। ঘামে চকচক করছে তার মুখ, তবে মোটেও হাঁপাচ্ছে না। 'নিকেল গুলি করার পর দিশেহারা হয়ে পড়ে ওরা, স্যার। খানিক পর কাউকে দেখতে পেলাম না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করি আমি, তারপর চক্কর দিয়ে আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে চলে যাই। তারপরও কাউকে দেখতে পেলাম না। লক্ষ করলাম, ওদের কারও পায়ের ছাপ এদিকে আসেনি। আমার ধারণা, সবাই ওরা পুব দিকে পালিয়েছে।'

'ক'টা লাশ, গুণেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চার কি পাঁচজন আহত হয়েছে, স্যার,' বলল ডেকান। 'তার মধ্যে দু'জনকে দেখলাম পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে, বাকিগুলো হয় হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেছে, নয়তো ধরাধরি করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি তো কোন লাশ দেখলাম না।'

'বলছ বটে পালিয়েছে, তবে আমরা কোন ঝুঁকি নেব না,' বলল রানা। 'চার-পাঁচজন এখনও ওরা অক্ষত—কোথাও থামতে পারে, জড়ো হয়ে পিছু নিতে পারে... ।'

আকাশের দিকে তাকাল ও। ভোরের আলো ফুটে ওঠায় একটা তারাও আর দেখা যাচ্ছে না। তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে আরও

দু'ঘণ্টা পর। 'ন'টা পর্যন্ত ছুটব আমরা। মাইল আটেক সরে যেতে চাই। নিকেল, সামনে এবার তুমি থাকবে। ডেকান পিছনে।'

দু'জনেই ওরা নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। আবার ঘুরল রানা, তাকাল মেয়েটার দিকে। 'তুমি আমার সঙ্গে মাঝখানে থাকবে, ডারবি। যদি কিছু ঘটে, আমি যা বলব ঠিক তাই করবে তুমি।'

ডারবির চোখে কঠিন দৃষ্টি, শরীরের দু'পাশে শক্ত হয়ে আছে হাতের মুঠো, একটু একটু কাঁপছে সে। 'তোমার সঙ্গে কোথাও আমি যাচ্ছি না,' একটু থেমে থেমে উচ্চারণ করল, বক্তব্য জোরাল করার জন্যে। 'আমি এখানেই থাকব।'

শুনতে না পাবার ভান করল রানা। অটোমেটিক রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল, পিঠে ঝোলাল একটা প্যাক, ইঙ্গিতে রওনা হতে বলল নিকেলকে। তারপর আবার ডারবির দিকে তাকাল। 'হয় তুমি স্বেচ্ছায় আমার পাশে থাকবে, নয়তো তোমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে—কোনটা তোমার পছন্দ?'

রানার মনে অনেক প্রশ্ন, রাগ আর বিস্ময় জমে-উঠেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সব ভুলে গেছে ও। এখন শুধু একটা ব্যাপারকেই গুরুত্ব দিচ্ছে, প্যান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে নিরেট কোন আড়ালে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে, পাল্টা হামলা চালিয়ে টেরোরিস্টরা যাতে সুবিধে করতে না পারে।

এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডারবি, সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে বাধা দেবে কিনা। সম্ভবত রানার কথা বা ভাবে এমন কিছু ছিল, যা দেখে বুঝে নিয়েছে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। আরও দু'সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে, তারপর হঠাৎ ঘুরে পিছু নিল নিকেলের। ঝোপের ভেতর দিয়ে এরইমধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে সে।

দু'রাত আগে প্যানের দিকে আসার সময় যে-পথটা বেছে নিয়েছিল ডেকান সেই একই পথ ধরে ছুটল ওরা। সেবার এগোবার গতি ছিল মন্থর, ক্লান্তিকর, কয়েক মিনিট পরপর অন্ধকারে কান পাততে হয়েছে, শেষ চারশো গজ এগোতে হয়েছে ক্রল করে। এখন সিধে হয়ে সকালের

ঠাণ্ডা বাতাসে দৌড়াতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। পুরো পথই যে দৌড়াল ওরা তা নয়, দম ফুরিয়ে গেলে বেশ কিছুক্ষণ শান্তভাবে হেঁটে এগোল। সকাল ন'টার দিকে রানা আন্দাজ করল, প্যান থেকে আট মাইলের মত দূরে সরে এসেছে ওরা।

একগাদা পাথরের পাশে বিশাল একটা অ্যাকেশিয়া গাছ দেখল রানা, ডাক দিয়ে দাঁড় করাল ডেকানকে। গাছের গুঁড়িটা পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল ডেকান, তারপর সেটা বেয়ে উঠে গেল ওপরে, মগডালের কাছাকাছি। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে উঠে চারদিকে আধ মাইল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সে।

পানির জেরি-ক্যানটা চেক করল রানা। পাঁচ গ্যালনের মত আছে, দুই দিন আর দুই রাতের জন্যে মাথা পিছু নয় পাইন্ট করে পাওয়া যাবে। পরিমাণে খুবই কম, তবে ওরা যেহেতু শুধু রাতের বেলা চলার মধ্যে থাকবে, তেমন অসুবিধে হবে না।

ছোট একটা আগুন জ্বেলে নিকেলকে কফি চড়াতে বলল ও। তারপর ডারবির দিকে হেঁটে এল, গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর বসে আছে মেয়েটা। 'কেমন লাগছে তোমার?'

প্যান ছেড়ে রওনা হবার পর একটাও কথা বলেনি সে। সব সময় রানার সামনে ছিল, একবারও ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায়নি। ওর চলার গতি দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করেছে রানা, ভেবেছে ট্রাক পর্যন্ত পৌঁছুতে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার, ডারবি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

ওর সামনে একটা পাথরে বসল রানা। ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে হলে এখনও চল্লিশ মাইল পেরোতে হবে ওদেরকে, কাজেই সিদ্ধান্ত নিল মেয়েটার সঙ্গে নরম আচরণ করবে ও। 'শোনো, তখন তোমাকে যা বলেছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ভেবে দেখো, টেরোরিস্টরা পাল্টা হামলা করতে পারত। বুঝি, ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটায় তুমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলে...।'

রানার দিকেই তাকিয়ে আছে, তবে চেহারায় কোন ভাব নেই। 'মিথ্যে কথা। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাইনি, ওদেরকে টেরোরিস্ট বলেও মনে করি না। তারচেয়ে বড় কথা, তোমার দুঃখ প্রকাশে আমার কোন ভাবান্তর নেই।' আবার সেই তীক্ষ্ণ, কঠিন কণ্ঠস্বর। চেহারার ভাবও বদলে গেল—শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল, রাগে ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠল।

অবাক লাগছে রানার। 'তাহলে কয়েকটা প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দাও,' বলল ও। 'তোমাকে কি কিডন্যাপ করা হয়নি?'

'এক অর্থে, হ্যাঁ, আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল।'

'কিডন্যাপ কিডন্যাপই, তার আবার একাধিক অর্থ কি? যাই হোক, সে-কথাই বলা হয়েছে আমাকে, তারপর অনুরোধ করা হয়েছে তোমাকে যেন ওদের হাত থেকে উদ্ধার করি। ঠিক তাই করেছি আমি। এ প্রসঙ্গে তোমার কি বলার আছে?'

পাথর থেকে নামল ডারবি, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার, ফিরে এসে আবার বসল আগের জায়গায়, কিন্তু জবাব দিল না।

'শোনো, ডারবি,' আবার বলল রানা। 'হতে পারে বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে আমার, হয়তো অনেক কথা আমি জানি না। তুমি যদি জনো, ব্যাপারটা পরিষ্কার করছ না কেন?'

দু'মগ কফি নিয়ে এল নিকেল। হাত বাড়িয়ে নিজের কাপটা নিল ডারবি, নিঃশব্দে চুমুক দিল। তারপর মুখ তুলল সে। 'তুমি কি করো, মি. রানা?'

'এই মুহূর্তে তোমাকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।'

'এখনকার কথা বলছি না, আমি তোমার পেশার কথা জানতে চাইছি।'

'আমি একজন শিকারী,' বলল রানা। 'প্রফেশনাল হান্টার।'

'ওহ্, মাই গড!' ছোট্ট হাসির শব্দ করল ডারবি, আনন্দবিহীন ও ব্যঙ্গাত্মক, তারপর বালিতে ঢেলে দিল মগের সবটুকু কফি। 'কী অশ্লীল একটা প্রহসন! তবে হ্যাঁ, চমৎকার মিলও আছে. এরকম একটা জঘন্য

কাজের জন্যে তোমার মত যোগ্য লোককেই তো পাঠাবে ওরা।' যোগ্য শব্দটার ওপর জোর দিল সে, নিন্দার ভাবটুকু পরিষ্কার করার জন্যে। 'তা এ-ধরনের পাইকারী হত্যার জন্যে কত টাকা দিচ্ছে ওরা?'

সম্পূর্ণ শান্ত রানা, ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে মগে, তাকিয়ে আছে নিজের সামনে বালির ওপর। ডারবিকে নয়, তার ছায়াটাকে লাফিয়ে উঠতে দেখল ও। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল।

'ঠিক আছে,' বলল ডারবি, স্থির হয়ে গেছে ছায়াটা। 'ঠিক আছে, কি ঘটেছে বলছি তোমাকে। আমার কথা তুমি বুঝবে বলে বিশ্বাস হয় না, তবে ধৈর্য ধরে শুনলে বাধিত হব।'

আবার পাথরটার ওপর বসল ডারবি। মুখ তুলে তাকাল রানা।

'এখানে আমি চার মাস হলো এসেছি। নির্দিষ্ট কিছু ম্যামল স্টাডি করার জন্যে। বিশেষ করে লার্জার ক্যারনিভরা-র একটা নমুনা, প্যান্থেরা পারডাস স্টাডি করার জন্যে...।'

ল্যারি ব্রায়ানের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। চার মাস আগে জঙ্গলে ক্যাম্প ফেলে ডারবি, পিছনে ফেলা আসা প্যানটার পাশে নয়, আরও একশো মাইল দক্ষিণে। প্রথমে সব মিলিয়ে ক্যাম্পে ওরা চারজন ছিল। ডারবি, এক তরুণ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, একজন কুক ও একজন ট্র্যাকার। পৌছুনোর পর পরই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রথম সাপ্লাই ফ্লাইট নিয়ে এসে ফেরার সময় তাকে প্লেনে তুলে নেয় চার্টার পাইলট।

'টেররোরিস্টরা এল আজ থেকে ছ'হপ্তা আগে এক সন্ধ্যায়,' বলল ডারবি। 'এগারোজন ছিল ওরা। কিছুই ঘটেনি—না বিপদ, না গোলাগুলি, না কোন ছেলেমানুষি নাটক। সোজা ঢুকে পড়ল ক্যাম্পে, তারপর জানাল কি করতে যাচ্ছে।'

রানার ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে আছে। 'কে জানাল?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ডারবি বলল, 'ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল এক আফ্রিকান, ভালই ইংরেজি বলতে পারে। এক হপ্তা থেকে সবকিছু গুছিয়ে দিয়ে চলে যায়। তার ফিরে আসার সময় দশ দিন আগে পেরিয়ে

গেছে। কি কারণে জানি না ফিরতে দেরি করছে সে···।'

টেরোরিস্ট গ্রুপটার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার হলো রানার কাছে। লিডার না থাকায় নিয়ম শৃংখলা মেনে চলার গরজ দেখায়নি কেউ। এমনিতে বয়েস কম, তার ওপর অনভিজ্ঞ, বোকামি করার সেটাই কারণ। তবু যে ওরা অন্তত রাতে একজন লোককে পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করেছিল, এটাই আশ্চর্য। সেটা বোধহয় সিংহের ভয়ে।

'কি বলল সে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলল, চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখবে। চিঠিটা এমন ভাবে রাখা হবে, এসেই যাতে দেখতে পায় পাইলট। বলল, তারপর আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'তার আগে কি করতে হবে তোমাকে?'

আবার একটা ইতস্তত ভাব এসে গেল ডারবির চেহারায়। গলায় বাঁধা সোয়েটারটা খুলল সে, ভাঁজ করে কোলের ওপর রেখে দিল। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল, জিজ্ঞেস করল, 'কালো চিতাবাঘ বলতে কি বোঝায়, তুমি জানো, রানা?' সরাসরি রানার চোখে তাকিয়ে আছে। চেহারা বা গলার স্বরে রাগের লেশমাত্র নেই, দৃষ্টিতে গভীর আগ্রহ।

'জানি।'

'তবে আজ পর্যন্ত একটাও দেখার সৌভাগ্য হয়নি?'

মাথা নাড়ল রানা। না, দেখেনি ও। কালো চিতাবাঘ স্বপ্নে বিচরণ করে, একটা কিংবদন্তী। ধারণা করা হয় গত ত্রিশ বছরে বুশম্যানদের হাতে খুন হয়েছে দুটো, ওগুলোর চামড়া মরুভূমির কোন ট্রেডিং স্টোরে বিনিময় করা হয়েছে তামাকের সঙ্গে। ওর যতটুকু জানা আছে, প্রাণীটিকে দেখতে পাবার এটাই একমাত্র রিপোর্ট। চামড়া দুটো নিজের চোখে দেখেছে, এমন কাউকে চেনে না ও। কালো চিতাবাঘ সম্পর্কে সব গল্পই পুরানো, অস্পষ্ট, পরস্পর বিরোধী আর অতিরঞ্জিত। নিশ্চিতভাবে কেউই জানে না আজও প্রাণীটির অস্তিত্ব সত্যি আছে কিনা,

কিংবা আদৌ কোনকালে ছিল কিনা, বা থাকলেও দেখতে কি রকম ছিল।

'আমি কালো একটা চিতাবাঘ দেখেছি,' বলে যাচ্ছে ডারবি। 'আসলে, গত তিন মাস ধরে প্রতিদিন দেখছি। শেষবার দেখেছি গতকাল সন্ধ্যায়। তারপর যদি সরে গিয়ে না থাকে, এখান থেকে এখনও দশ মাইলের মধ্যে আছে ওটা। আমি জানি, কারণ প্রথমবার দেখার পর থেকে ওটাকে অনুসরণ করছি...।'

বিস্ময় ও আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে রানা, ডারবির কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছে যেন।

টেরোরিস্টরা পৌঁছুনোর ছয় হপ্তা আগে, এক বিকেলে, তার ট্র্যাকার ক্যাম্পে ফিরে এসে খবর দিল, পশ্চিমের মরুতে চিতাবাঘের তাজা ছাপ দেখেছে সে। এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডারবি, ছাপগুলোর রেখা খুঁজে পেয়ে পিছু নিল। এরকম বড় আকৃতির ছাপ সে বা ট্র্যাকার, দু'জনের কেউই আগে কখনও দেখেনি। পিছু নিয়ে বিরাট এক অ্যাকেশিয়া গাছের কাছাকাছি এসে থামল ওরা। সন্ধে থেকে অপেক্ষার পালা শুরু হলো; তারপর মাঝরাতের দিকে গাছটা থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল চিতাবাঘ।

'সেদিন চাঁদ ছিল আকাশে, জোছনার ফিনিক ফোটা আলোয় ওটাকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই—একটানা কয়েক মিনিট। তারপর শিকার ধরতে চলে যায়। ট্র্যাকার যত বড় হবে বলে আন্দাজ করেছিল তত বড়ই—একটা মেয়ে, প্রায় দুশো পাউণ্ড ওজন। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, এত বড় আকারের চিতাবাঘ আগে কখনও দেখা যায়নি। আর পুরোপুরি কালো ওটা...।'

গাছটার কাছাকাছি সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকে ডারবি, ভোরবেলা ওটাকে ফিরে আসতে দেখে। সারাটা দিন খেটে একটা অবজারভেশন পোস্ট তৈরি করে সে, পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সামনে ফিট করে একটা টেলিস্কোপ।

তিন হপ্তা ওটার ওপর নজর রাখে সে। তারপর এক সকালে গাছটার

কাছে ফিরল না চিতাবাঘ। ট্র্যাকারকে সঙ্গে নিয়ে দুটো দিন আশপাশের এলাকা চষে ফেলল ডারবি, আবার খুঁজে বের করল ওটার পায়ের ছাপ। পিছু নিয়ে দেখল, চিতাবাঘ তার আস্তানা অন্য এক গাছে সরিয়ে নিয়ে গেছে, কয়েক মাইল উত্তরে।

অবজারভেশন পোস্ট সরিয়ে ফেলা হলো, দৈনিক দু'বার ওটার নতুন আস্তানার ওপর নজর রাখছে সে। তারপর আবার একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল চিতাবাঘ। খোঁজাখুঁজির পর আরেক নতুন আস্তানায় পাওয়া গেল তাকে, আরও কয়েক মাইল উত্তরে।

এক হপ্তা পর টেরোরিস্টরা তার ক্যাম্পে হাজির হলো। এরপর ডারবি যা বলল, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। ডারবির ভাষায়, টেরোরিস্টদের লিডারকে সে তার কাজ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দেয়, তারপর অনুরোধ করে চিঠির উত্তর না আসা পর্যন্ত তাকে যেন তার কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়।

'আশ্চর্য! তোমার অনুরোধ মেনে নিল সে? রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তোমাকে ক্যাম্প ছেড়ে বেরুতে দিল একা একা?'

'শুধু তাই নয়, আরও অনেক সুযোগ দেয়া হলো আমাকে,' বলল ডারবি। ইতিমধ্যে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে চিতাবাঘ একটা ছক ধরে এগোচ্ছে বা বারবার আস্তানা বদলের ফলে একটা ছক তৈরি হচ্ছে। কারণটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে একটা নিয়ম বজায় রেখে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওটা। কাজেই অনুসরণ করতে হলে ক্যাম্পও সরাতে হবে।

'আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম, ক্যাম্পের জায়গা নির্বাচনে সে আমাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করল। সে-কারণেই কাল রাতে আমি প্যানে ছিলাম। ওখানে আমরা দু'হপ্তা আগে পৌঁচেছি, শুধু এই কারণে যে চিতাবাঘের পথে পড়ে ওটা। সিলিণ্ডারটা আরও কয়েকদিন পর ফেলা হলে আমি বোধহয় আরও অনেক উত্তরে থাকতাম।'

থামল ডারবি, রানা তার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল।

দীর্ঘাঙ্গী, অপরূপ সুন্দরী এই সাদা চামড়ার মেয়েটি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কালো একদল খুনে টেরোরিস্টকে যেভাবেই হোক জাদু

করেছে সে, নিজের কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে। স্বভাবতই এর ফলে টেরোরিস্টরা তাদের আয়োজন ও প্ল্যান বদল করতে বাধ্য হয়েছে। আরেকটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে রানার—কাজ চালিয়ে গেছে ডারবি টেরোরিস্টদের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায়, মৃত্যুর হুমকি মাথায় নিয়ে। কি করে সম্ভব? মেয়েটার কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই? এরকম পরিস্থিতিতে একটা মেয়ের পক্ষে কিভাবে স্বাভাবিক আচরণ করা সম্ভব?

অবিশ্বাস্য হলেও, ব্যাপারটা ঘটেছে। আর ঘটেছে বলেই শেষ প্রশ্নগুলোর উত্তরও পেয়ে যাচ্ছে রানা। তাঁবু থেকে টেনে বের করে আনায় তার রেগে ওঠারই কথা। ডারবির স্বাভাবিক আচরণ টেরোরিস্টদের জন্যে এক অর্থে স্বস্তিকরই ছিল বলা যায়। সে ওদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়, চিতাবাঘ ছাড়া অন্য কিছুর ওপর তার কোন আগ্রহ নেই। জিম্মি সহযোগিতা করতে চাওয়ায় তাদের কাজ অনেক হালকা হয়ে যায়, এমন কি পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করারও দরকার হয়নি। আতঙ্কিত জিম্মিকে নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে আত্মহত্যা করে না বসে। ডারবির ক্ষেত্রে এ-সব ঝামেলা ছিল না।

ডারবি যে সত্যি কথা বলছে সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। কালো চিতাবাঘের মত এ-ও দুর্লভ প্রজাতির এক নারী। নিজের কাজকে সাধনা হিসেবে নিয়েছে সে, চিতাবাঘটা তাকে জাদু করেছে। কাজটা ছাড়া বাকি সবকিছু তার কাছে গুরুত্বহীন। এ মেয়ে যে-কোন হুমকি অগ্রাহ্য করবে, যে-কোন পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নেবে, কৌশলে ক্রীতদাসে পরিণত করবে পরম শত্রুকেও।

'রানা…।' আবার পাথরটা থেকে নেমে সিধে হলো ডারবি, রানার দিকে পিছন ফিরে ঝোপের দিকে তাকাল। 'তুমি যেহেতু একজন শিকারী, তোমাকে আমার ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই চিতাবাঘটা কি রকম দুষ্প্রাপ্য। মাটির বুকে দুষ্প্রাপ্যতম প্রাণীদের অন্যতম

ওটা। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ওটার খোঁজ পাবার চেষ্টা করেছে জুলজিস্টরা, কিন্তু সফল হয়নি। গত তিন মাসে আমার যে অবজারভেশন, তার তুলনা হয় না, কিন্তু তবু ব্যাপারটা এক অর্থে কিছুই নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমার অবজারভেশন থেকে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমি যেটা স্টাডি করছি সেটা আসলে কি।'

ঝট করে ঘুরল সে, ভাঁজ করা সোয়েটারে ডেবে রয়েছে আঙুলগুলো।

'তুমি কি মেলানিজম টার্মটা বোঝো, রানা···মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুধু রানা বললেই পারো।' নির্দিষ্ট কিছু পশু, পাখি ও পোকা-মাকড়ের রঙ অস্বাভাবিক কালো হলে সেটাকে মেলানিজম বলা হয়, ঠিক যেমন অজ্ঞাত কারণে ওগুলোর রঙ অস্বাভাবিক সাদা হলে বলা হয় অ্যালবিনিজম।

'এই চিতাবাঘের যে রঙ, তার সম্ভাব্য মাত্র দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে, রানা। হয় এটা মেলানিজম-এর একটা নমুনা, নয়তো···।' ইতস্তত করছে ডারবি।

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল রানা, তিন দিনে এই প্রথম। ডারবির আর কিছু না বললেও চলে, কারণ সে কি বলতে চায় আন্দাজ করতে পারছে ও। 'নয়তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রজাতি।'

'গড হেভেনস!' আড়ষ্ট হেসে প্রতিবাদ করল ডারবি। 'সাহস করে ঠিক অতটা আমি বলতে চাইছি না···।' এই মুহূর্তে একজন বিজ্ঞানী সে—সতর্ক, সাবধানী, খুঁতখুঁতে। প্রতিবাদ করলেও, রানার সঙ্গে নিজস্ব ঢঙে একমত হবার চেষ্টাও থাকল। 'ওটা স্রেফ হয়তো একটা সাব-স্পিশিজ, কিংবা স্বাভাবিক জাতেরই ভিন্ন একটা রূপ বা সংস্করণ। তবে, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ আলাদা স্পিশিজ কিনা সে প্রশ্নও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'সিদ্ধান্তে আসার জন্যে কি করার কথা ভাবছ তুমি?'

'তোমাকে আগেই বলেছি, উত্তর দিকে যাচ্ছে ওটা,' বলল ডারবি।

'বড় আকৃতির চিতাবাঘ কারণ ছাড়া কখনোই নিজের এলাকা ত্যাগ করে না। স্বাভাবিক কারণগুলো বলছি—শিকার করা নিয়ে প্রতিযোগিতা, শিকারের বা পানির অভাব, মানুষের উপদ্রব। এখানে এগুলোর একটাও প্রযোজ্য নয়। কাজেই অন্য কোন কারণ আছে। আমার একটা ধারণা আছে, বোধহয় সেটাই সত্যি।'

'কি সেটা?'

'চিতাবাঘটা সঙ্গী খুঁজছে।'

'কালো?'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'ওটা যদি স্রেফ মেলানিস্টিক হয়, তাহলে অবশ্যই যে-কোন রঙের স্বাভাবিক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হলেই বাচ্চা দেবে—কারণ, দুটো একই প্রজাতির। কিন্তু ওটার জাত যদি সত্যি আলাদা হয়, কালো চিতাবাঘের যদি আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে শুধু নিজের মত কারও সঙ্গে মিলিত হবে সে। এক্ষেত্রে আমার চিতাবাঘ সাধারণ পুরুষগুলোকে এড়িয়ে যাবে, যতক্ষণ না আরেকটা কালো সঙ্গী পায়।'

এবং ডোরা ডারবি যদি সাক্ষ্য দেয় যে বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সে। মৌখিক সাক্ষ্য হলে চলবে না—তাকে প্রমাণ করতে হবে কিংবদন্তীর কালো ছায়া বাস্তব সত্য, রক্ত-মাংসের তৈরি। অবজারভেশনের রিপোর্ট থাকতে হবে, ফটোগ্রাফ থাকতে হবে। এ-সব দাখিল করতে পারলে বিজ্ঞানের জগতে তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে—একজন ন্যাচারালিস্ট-এর এটাই সবচেয়ে বড় স্বপ্ন।

এখন রানা সবই বুঝতে পারছে, বুঝতে পারল না শুধু পরবর্তী ঘটনাটা।

'তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ, তাই না, রানা?' জিজ্ঞেস করল ডারবি। এখনও রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাতে সোয়েটার। মুখে ধুলো-বালি লেগেছিল, ঘামে তা ভিজে গিয়ে নোংরা করে তুলেছে চেহারা।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মুখ তুলল রানা। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আমাকে

একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আমি সেটা পালন করার চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা জানা গেছে, সেজন্যে আমি খুশি।'

'আমার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেজন্য আমি লজ্জিত—ক্ষমা চাই। কোন অর্থে আমি ওদের হাতে বন্দী ছিলাম সেটা তোমার জানার কথা নয়। সত্যি অসভ্যতা হয়ে গেছে...কি করেছি বা বলেছি, ভুলে গেলে খুশি হব।'

'দূর!' বিব্রত বোধ করল রানা। 'এ পরিস্থিতিতে যা ঘটার তাই ঘটেছে...।'

ডারবি এমন সুরে কথা বলে গেল, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'এখন যখন আমি মুক্ত, তোমার কাজও শেষ হয়েছে। প্যানে ফিরে যাবার জন্যে তুমি যদি শুধু আমাকে খানিকটা পানি দাও, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি। আর যদি না দাও, পানি ছাড়াই চালিয়ে নেব। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন সমস্যা হবে না—বৃষ্টির পানি এখনও খানিকটা জমে আছে তলায়।'

এক মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, শুনতে ভুল করেছে ও। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে বলতে চাইছ ওখানে আবার ফিরে যাবে?'

'নিশ্চয়ই।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ডারবি। 'এইমাত্র এত কষ্ট করে তাহলে কি ব্যাখ্যা করলাম? এমন একটা সুযোগ আমি পেয়েছি, কেউ জীবনে কোনদিন যা পায় না। নতুন এক প্রজাতির চিতাবাঘকে সনাক্ত করার সুযোগ। শুধু তাই নয়, নতুন প্রজাতিটিকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করার এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাঁধে বিশাল একটা দায়িত্ব এসে চেপেছে। এখন যদি আমি পিছিয়ে যাই, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? বেঈমানী করা হবে না আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে? কোন অবস্থাতেই আমি ওটাকে ছেড়ে...।'

'কিন্তু ভেবে দেখেছ,' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, 'ওখানে ফিরে যাবার পর কি ঘটতে পারে তোমার কপালে? টেরোরিস্টরা তোমাকে নিয়ে কি করতে পারে?'

'ওখানে ওরা আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল ডারবি। 'যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফিরে গেছে। তবু যদি থাকে, ওদেরকে আমি মানিয়ে নিতে পারব। একবার পেরেছি, দ্বিতীয়বারও পারব।'

'মরুভূমিতে একা টিকবে বলে মনে করো?'

'ক্যাম্পে প্রচুর রসদ আছে,' বলল ডারবি। 'না, ওরা যদি নিয়ে যায়ও, সব নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া, এক কি দেড় হপ্তারই তো ব্যাপার, তাই না? ততদিনে তোমরা রাজধানীতে ফিরে যাবে। তোমার কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্র আমাদের হাই কমিশন থেকে প্লেন পাঠানো হবে, অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া তখন কোন সমস্যা হবে না।'

চুপ করে থাকল রানা।

পাগল একটা মেয়ে, এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারছে ও। ওর সঙ্গে আশ্চর্য একটা মিল আছে ডারবির। কোন কোন ব্যাপারে ও নিজেও এরকম পাগলামি করে বৈকি। একটা মাত্র প্রাণী, বিরল প্রজাতির, ওকে সম্মোহিত করে রেখেছে। কারও কোন যুক্তি এখন শুনবে না সে।

বেশিরভাগ সম্ভাবনা টেরোরিস্টদের গ্রুপটা সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। আবার বলা যায় না, তারা হয়তো ধাওয়া করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে পায়ের ছাপ দেখে জানা হয়ে গেছে, মাত্র তিনজন লোকের সাথে লড়তে হবে তাদেরকে। জিম্মি হিসেবে ডোরা ডারবি মহামূল্যবান, যুদ্ধ ছাড়া তাকে হারাতে রাজি না হবারই কথা। আবার যদি তাদের হাতে পড়ে মেয়েটা, কোন রকম স্বাধীনতা দেয়ার প্রশ্নই উঠবে না। আহত তো হয়েইছে, দু'একজন মারাও যেতে পারে, কাজেই টেরোরিস্টরা মেয়েটার ওপর প্রতিশোধ নেবে। আর মেয়েদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি হলো...।

ধরা যাক, টেরোরিস্টরা পালিয়েছে। কিন্তু মরুভূমি তো আর পালাবে না। এর আগে ডারবির স্থায়ী ক্যাম্প ছিল, তার ওপর খেয়াল রাখার জন্যে ছিল অভিজ্ঞ দু'জন আফ্রিকান। এখন সামান্য পানি, কিছু

রসদ নিয়ে একা যেতে চাইছে সে, নিরস্ত্র অবস্থায়। কোথায়? কালাহারি পাড়ি দিতে। ভাগ্যগুণে প্রথম রাতটা যদি টেকে, তারপর বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে সে। মরুভূমির বালিতে শিয়াল আর হরিণের কংকালের সঙ্গে তার হাড়গুলোও শোভা পাবে।

কিন্তু বিশ ঘণ্টা সময়ও তাকে দেবে না রানা। এজন্যে নয় যে ব্রায়ান ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। মানবিক কারণেই মেয়েটাকে একা ছেড়ে দিতে পারবে না ও। নিজের বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয় মেয়েটা, তাই বলে তাকে তো আর মরতে দেয়া যায় না। 'ডারবি, আমাদের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছ তুমি,' নরম সুরে বলল রানা। 'ওখানে পৌঁছুনোর পর যা খুশি করতে পারো, আমি অন্তত বাধা দেব না।' বাধা দেয়ার আরও লোক থাকবে তখন।

'ততোদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে। অনেক দূরে সরে যাবে ওটা, আমি আর খুঁজে বের করতে পারব না...তুমিও তা জানো।' ডারবির কপালের পাশে একটা রগ বার দুয়েক লাফিয়ে উঠল, তবে গলার স্বরে রাগ নেই, শুধুই শান্ত ব্যাকুলতা।

রানা চুপ করে আছে।

'তোমার শর্তটা কি, রানা? কি শর্তে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ?'

'অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন,' বলল রানা।

'না, অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমার ধারণা, আমাকে উদ্ধার করার জন্যে তোমাকে মোটা টাকা দেয়া হবে। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তোমার মধ্যে যে জেদ লক্ষ করছি, তার একমাত্র অর্থ হতে পারে এই যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে না পারলে তোমাকে ওরা টাকা দেবে না। সেজন্যেই আমাকে জানতে হবে. কত টাকায় রফা হয়েছে।'

'জানলে, তারপর?'

'তোমাকে আমি আরও বেশি টাকা দেব। আমার কথায় বিশ্বাস রাখো, টাকা জোগাড় করা আমার জন্যে কঠিন নয়।'

রানা বুঝল, মেয়েটা প্রস্তাব দিচ্ছে না, মরিয়া হয়ে আবেদন জানাচ্ছে। মাথা নাড়ল ও। 'দুঃখিত, ডারবি—তোমার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে আমাকে।'

'বেশ...।' কাঁধ দুটো নিচু করল ডারবি, ঘুরে যাচ্ছে। রানা ধরে নিল ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে সে, ডেকানকে ডাকার জন্যে মুখ তুলে গাছটার দিকে তাকাল।

যে-ই নড়েছে রানা, ঝট করে ঘুরে ওর মুখে সোয়েটারটা ছুঁড়ে মারল ডারবি। অন্ধ হয়ে গেল রানা, টলতে টলতে পিছু হটল। তারপর, সোয়েটারটা মুখ থেকে সরাবার আগেই, তলপেটের নিচে প্রচণ্ড একটা ব্যথা অনুভব করল। কুঁকড়ে গেল শরীরটা, কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে, কাতরাচ্ছে, দু'হাতে চেপে ধরেছে ঊরুসন্ধি। কি ঘটেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও...নিশ্চয়ই সাফারি বুটের শক্ত ডগা দিয়ে ওকে লাথি মেরেছে ডারবি। তারপরই শুনতে পেল ঘাসের খসখস আওয়াজ আর ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

'নিকেল!' পড়িমরি করে হাঁটুর ওপর খাড়া হলো রানা, কর্কশ চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে, গোটা শরীর এখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে। 'থামাও ওকে, ফর গড'স সেক!'

ত্রিশ গজ দূরে ডারবি, কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে, সোনালি চুল হাতপাখার মত প্রসারিত হয়ে আছে দু'দিকে। হাত থেকে কফির মগ ফেলে দিয়ে ছুটল নিকেল, পাশ কাটাল রানাকে। এক মুহূর্ত পর ধপাস করে একটা শব্দ হলো, গাছ থেকে নেমে ডেকানও ধাওয়া করল ডারবিকে।

কুঁজো হয়ে হাঁটছে রানা, ওদের সঙ্গে মিলিত হলো পাঁচ মিনিট পর। ইতিমধ্যে গাছটার কাছ থেকে একশো গজ দূরে ঝোপের মাঝখানে, ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেছে ওরা। মাটিতে পড়ে মোচড় খাচ্ছে ডারবি, মুখটা বালির সঙ্গে সাঁটা। তার পা দুটো চেপে ধরে আছে ডেকান, আর নিকেল ধরেছে হাত দুটো পিছমোড়া করে। নিকেলের একটা কব্জি থেকে রক্ত বেরুচ্ছে সামান্য।

দ্রুত হাতে কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেলল রানা, ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, ডারবির এক করা হাত দুটো বেঁধে ফেলল। 'ঠিক আছে, ছেড়ে দাও এবার।'

তিনজন একসঙ্গে সিধে হলো। নিকেল তার কব্জিটা চুষছে। কয়েক মুহূর্ত পর আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়াল ডারবি।

'তোমাকে ও কামড়ে দিয়েছে, নিকেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জ্বী। তবে, স্যার, আগেও আমি বিড়ালের কামড় খেয়েছি, কিন্তু মরিনি।' কোন শব্দ না করে হাসল নিকেল।

ডারবির দিকে তাকাল রানা। দাঁড়িয়ে আছে টান টান হয়ে, তবে হাত দুটো পিছনে বাঁধা থাকায় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে। হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ঘামে ভেজা মুখে নতুন করে ধুলো-বালি লাগায় সাদাটে দেখাচ্ছে। ঘৃণা আর রাগে চকচক করছে বড় বড় চোখ দুটো।

নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এল রানা। এমন তীব্র আর গভীর ঘৃণা আগে কখনও দেখেনি ও। চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজের রাগ আর ব্যথার কথা ওর মনেই থাকল না। তারপর ধীরে ধীরে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনল ও। 'ব্যাপারটার এখানেই সমাপ্তি, ডারবি,' বলল ও। 'আর কোন কথা নয়, কোন ঝামেলা নয়। আমরা রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি।'

'প্রতিটি ইঞ্চি আমাকে তোমার বয়ে নিয়ে যেতে হবে।' ডারবির কণ্ঠস্বর আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ, আরও বেশি তিক্ত।

শ্রাগ করল রানা। 'যেটা তোমার পছন্দ। হয় শান্তভাবে আরামে হাঁটবে, নয়তো তোমাকে বেঁধে, মুড়ে, মুখে কাপড় গুঁজে বস্তা বানিয়ে ফেলা হবে। যেভাবেই হোক ওখানে তোমাকে আমরা নিয়ে যাব। আরেকটা কথা...।' উরু-সন্ধি এখনও ব্যথায় দপদপ করছে ওর, হঠাৎ খেয়াল হতে রাগটা একটা স্রোতের মত ফিরে এল আবার। 'আমি চাই বয়ে নিয়ে যেতে তুমি যাতে বাধ্য করো। ব্যাপারটা আমাদের জন্যে কষ্টকর হবে, তবে তোমার কষ্টের তুলনায় তা কিছুই না। প্রতিটি পদক্ষেপে মজাটা টের পাবে তুমি। তোমাকে ওরকম কষ্ট পেতে দেখলে

ব্যক্তিগত ভাবে ভাল লাগবে আমার…।'

'ইউ বাস্টার্ড…।'

'তোমরা এদিকে এসো তো,' ডারবির দিকে খেয়াল না দিয়ে নিকেল আর ডেকানকে ডাকল রানা, হেঁটে ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে চলে এল। আসলে কি ঘটেছে, ওদেরকে ব্যাখ্যা করে শোনাল ও। চিতাবাঘ, মরুভূমি আর টেরোরিস্ট গ্রুপ মেয়েটার মনে তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছে, ফলে সাময়িক একটা পাগলামির ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে, সেটা এতই প্রবল যে ঝোপের রাজ্যে একা হারিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে মন চাইছে তার। তারপর বলল, 'আমার দায়িত্ব নিরাপদে ওকে রাজধানীতে পৌঁছে দেয়া, এমনকি যদি কাঁধে করেও বয়ে নিয়ে যেতে হয়।'

রানা কি বলতে চাইছে বুঝতে পারল ওরা, দু'জন একযোগে মাথা ঝাঁকাল। এরপর ডেকানকে গাছটার কাছে ফেরত পাঠাল রানা একটা প্যাক নিয়ে আসার জন্যে, তারপর ফিরে এল ডারবির কাছে। 'কোনটা তোমার পছন্দ, ঠিক করেছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

কোন জবাব নেই, চোখে আগুন ঝরছে।

'ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি আমার পছন্দই তোমার পছন্দ,' বলল রানা। 'বেশ, ঘণ্টা কয়েক বোঝা হয়ে থাকো, কেমন লাগে নিজেই বুঝতে পারবে।'

প্যাক নিয়ে ফিরে এল ডেকান। ভেতর থেকে জিনিস-পত্র বের করে ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ফালি করতে বলল রানা। তারপর ডারবিকে বাঁধতে শুরু করল।

ডারবির হাত আগে থেকেই বাঁধা, তারপরও কাজটা শেষ করতে কয়েক মিনিট লেগে গেল ওদের। সর্বক্ষণ ধস্তাধস্তি করল সে, পা ছুঁড়ল, মোচড়াল শরীরটা, কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করল। চারজনই ওরা দরদর করে ঘামছে। তবে এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল ডারবি, বালির ওপর শুয়ে হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ক্যানভাসের ফালিগুলো দিয়ে তার পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত পেঁচিয়েছে ওরা।

দাঁড়াল রানা, চোখ নামিয়ে তাকাল তার দিকে। 'সত্যি চাও মুখেও কাপড় গুঁজি?'

আহত ও বন্দী পশুর মত লাগছে ডারবিকে, মুহূর্তের জন্যে তার প্রতি একটু করুণাও জাগল রানার মনে। কিন্তু তারপরই লক্ষ্য করল, ডারবির চোখে এখনও প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগ। সে মুখ না খুললেও, উত্তরটা আন্দাজ করতে পারল ও। কোন সুযোগ দেখলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করবে ডারবি। এমন কি তাতে যদি টেরোরিস্ট গ্রুপটার হাতে ওদেরকে ধরাও পড়তে হয়, দ্বিধা করবে না সে।

পকেট থেকে রুমালটা বের করে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। এতক্ষণে মুখ খুলল ডারবি, জিভ দিয়ে ঠোঁটের ধুলো সরাল, উঁচু করল মাথাটা। 'এখন বুঝতে পারছ না কত বড় অপরাধ করছ। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী মাটির বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এবং তার জন্যে একা তুমি দায়ী থাকবে। এই অপরাধবোধ নিয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। তারপর…যত সময়ই লাগুক, যা-ই করতে হোক আমাকে, আমি দেখব তোমাকে যাতে এর মাসুল দিতে হয়।'

তাড়াতাড়ি তার মুখটা রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলল রানা, তারপর হাত ইশারায় নিকেলকে ডাকল। এগিয়ে এসে ডারবিকে কাঁধে তুলে নিল সে। গাছটার কাছে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

দশ

নিজের ওপর রাগে কেঁপে উঠল রানা। ওরই দোষ, স্রেফ একটা আনাড়ির মত আচরণ করেছে। কিংবা দোষ আসলে ওর ক্লান্তির, আর

এই ক্লান্তির জন্যে যে দায়ী—ডারবি।

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল ও। তারাজ্বলা আকাশের গায়ে ফুটে আছে কাঠামোটা। বিড়বিড় করে আবার নিজেকে গাল দিল ও। নিকেল আর ডেকান হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাছটা ছেড়ে রওনা হবার পর প্রথম রাত, ভোর হতে আর দু'ঘন্টা বাকি। দিনের বেলা পালা করে ডারবিকে বয়েছে ওরা, দুপুরের অসহ্য গরম যতক্ষণ না থামতে বাধ্য করেছে। এগোবার গতি একেবারেই মন্থর ছিল। থামার পর রানার হিসেবে প্যানটা থেকে আরও ছ'মাইল দূরে সরে এসেছে ওরা।

অন্ধকার না নামা পর্যন্ত বিশ্রাম নেয় ওরা। তারপর আবার ডারবিকে কাঁধে ফেলে হাঁটা ধরে। লম্বা-চওড়া শরীর তার, অসম্ভব ভারি। ভুগতে হয়েছে ওদেরকে, তবে ডারবিও আরাম পায়নি। রক্ত চলাচলে বাধা পাওয়ায় অসাড় হয়ে গেছে তার হাত-পা, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেতে হয়েছে। তিনবার তাকে হাঁটার প্রস্তাব দেয়া হয়। কোন উত্তর পায়নি রানা। নিষ্পলক চোখে রাজ্যের ঘৃণাই শুধু দেখতে পেয়েছে ও। বোঝাটা রানা বা ডেকানের চেয়ে বেশিক্ষণ বহন করেছে নিকেল, কিন্তু তার বিপুল শক্তিও তো সীমাহীন নয়। রানা ওর পালা শেষ করেছে মাত্র, এই সময় সর্বনাশটা ঘটে গেল।

থামার নির্দেশ দিল রানা, বিশ্রাম দরকার। ডেকানকে বলল পানির জেরি-ক্যানটা বের করতে। মাটির ওপর জেরি-ক্যানটা রেখে একটা মগে পানি ঢালল ডেকান। ঢক ঢক করে খেলো রানা, সামনে পা বাড়াল মগটা আবার ভরার জন্যে, আর অমনি হোঁচট খেলো। বাকি সবার মত, কাঁধে-পিঠে বোঝা নিয়ে হাঁটার মধ্যে থাকায়, কনকনে ঠাণ্ডার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

জেরি-ক্যানটা লাইট-ওয়েট পলিইউরেথেন দিয়ে তৈরি। দিনের বেলা নরম থাকে, চাপ লাগলে ডেবে যায় গা; কিন্তু রাতে তাপমাত্রা ফ্রিজিং-পয়েন্টে নেমে গেলে হয়ে ওঠে শক্ত আর ভঙ্গুর। হোঁচট খেয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করল রানা, জেরি-ক্যানটা ধাক্কা খেলো একটা

পাথরের সঙ্গে। পরমুহূর্তে কলকল শব্দে সমস্ত পানি বেরিয়ে এল, ফেটে চৌচির তলার দিকে এক-আধ কাপ জমে থাকল শুধু। বেরুতে যা দেরি, সমস্ত পানি শুষে নিল বালি।

লাথি দিয়ে ভাঙা প্লাস্টিকের টুকরোগুলো সরিয়ে দিল রানা, তারপর মুখ তুলে ডেকানের দিকে তাকাল। 'আর কত দূর?'

'ট্রাক, স্যার? পনেরো মাইল,' বলল ডেকান।

শুধু ট্রাক নয়, পানিও। পানি ভরা দ্বিতীয় জেরি-ক্যানটা বাকি রসদের সঙ্গে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রেখে এসেছে ওরা, ট্রাকের কাছেই।

চিন্তা করছে রানা। পনেরো মাইল। ওরা যদি শুধু তিনজন হত, কোন রকম দ্বিধা না করে সোজা ট্রাকের দিকে হাঁটা ধরত। কাজটা সহজ নয়, মরুভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শেষ ক'টা ঘণ্টা পানি ছাড়া হাঁটতে হবে। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বে, কোন সন্দেহ নেই, তবে সম্ভবত কেউ মারা যাবে না। কিন্তু ওরা তিনজন নয়, সঙ্গে রয়েছে ডারবি। তাও একটা বোঝা হিসেবে। এই অবস্থায় পানি ছাড়া ওখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করলে তা হবে আত্মহত্যার শামিল। না, সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়। কাজটা যে-কোন একজনকে করতে হবে। 'আমি একা যাব,' কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা। ডারবিকে কাঁধে নিয়ে প্রায় দু'মাইল হেঁটে এখানে পৌঁচেছে ও, খুবই ক্লান্ত বোধ করছে, তবে কাজটা ওর পক্ষে সম্ভব, অন্তত আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই। যেতে আসতে ত্রিশ মাইল, মাঝরাতের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে বলে আশা করছে।

'স্যার, কাজটা আসলে আমার,' এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল ডেকান। 'তাছাড়া, এ কেবল একা আমার দ্বারা সম্ভব। আপনার তো কোনমতেই যাওয়া চলে না।'

'কেন?'

'দলে আমিই একমাত্র ট্র্যাকার, এই মুহূর্তে আমিই একমাত্র ক্লান্ত নই,' বলল ডেকান। 'মিশনটাই তো ম্যাডামকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবার, তাই না? আর আপনি আমাদের লিডার।

কাজেই ম্যাডাম যেখানে থাকবেন, আপনাকেও সেখানে থাকতে হবে।'

ডেকানের কথায় যুক্তি আছে। এ-ও সত্যি যে সে-ই একমাত্র ট্র্যাকার, সে ক্লান্তও নয়, বাকি দু'জনের চেয়ে তার শরীরে শক্তিও অনেক বেশি।

রানার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না, ডেকানের কাঁধে খালি প্যাকটা তুলে দিল নিকেল, তারপর ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে রানার দিকে তাকাল। 'ও ঠিকই বলছে, স্যার।'

'তোমার প্ল্যানটা বলো।'

ডেকান বলল, 'দিনের গরম বেড়ে ওঠার আগেই ওখানে আমি পৌঁছে যাব, স্যার। দিনটা পার করব ট্রাকের ছায়ায় শুয়ে। তারপর জেরি-ক্যানটা প্যাকে ভরে সন্ধের দিকে ফিরতি পথ ধরব।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা। 'গুড লাক, ডেকান।'

রানার কথা শেষ হয়নি, অন্ধকারে হারিয়ে গেল ডেকান। ধীর পায়ে ডারবির সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'বলা যায় তোমারই দোষে বিপদটা দেখা দিয়েছে,' বলল ও। 'এই বিপদের মানে হলো, পুরো একটা দিন পানি ছাড়া কাটাতে হবে আমাদের। মরুভূমিতে পানি ছাড়া একটা দিন কিভাবে কাটে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে? রোদ উঠলেই টের পাবে। ডেকানের কথা ভাবো একবার। তোমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অতিরিক্ত ত্রিশ মাইল হাঁটতে হবে তাকে। তোমার বোধহয় খুব আনন্দ লাগছে, তাই না?'

অটল বসে থাকল ডারবি, আড়ষ্ট ভঙ্গি, কথা বলার চেষ্টা না করে নিষ্পলক চোখে শুধু তাকিয়ে থাকল।

তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, রুমালটা খুলে নিল মুখ থেকে। তারপর ক্যানভাসের ফালি দিয়ে বাঁধা হাত আর পা জোড়াও মুক্ত করে দিল। এখন এমন কি রাগ করাও অর্থহীন। মেয়েটাও কম ক্লান্ত নয়, দ্বিতীয়বার পালাবার চেষ্টা করবে না। 'আমার পরামর্শ যদি শোনো, একটু ঘুমিয়ে নাও।' সিধে হলো রানা। 'আর যদি পালাবার কথা ভেবে থাক, ভুলে যাও। আমি বা নিকেল, দু'জনের একজন সারাক্ষণ জেগে আছি।'

নিকেলের কাছে ফিরে এল রানা, তাকে পাহারায় থাকতে বলে

বালিতে শুয়ে পড়ল, শীত ঠেকাবার জন্যে বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখল হাত দুটো। চোখ বন্ধ করার আগে দেখল, এখনও শিরদাঁড়া খাড়া করে বালির ওপর বসে আছে ডারবি।

ভোর হলো, তারপর সূর্য উঠল, শুরু হলো গরমে সেদ্ধ হবার পালা। মাথা গোঁজার মত কোন গাছ নেই, ঝোপের নিচে শুধু ছেঁড়াখোঁড়া ছায়া। রোদ ওঠার আগে চারদিকে একবার তল্লাশি চালিয়ে এসেছে নিকেল, জংলী কয়েকটা তরমুজ পেয়েছে সে। ছোট আকৃতির সবুজ ফল, তবে রসাল; চুষে তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে সবাইকে ভাগ করে দিল রানা।

দিনের বাকি সময় ঝোপের ভেতর শুয়ে কাটাল ওরা, কথা বলল না কেউ, নীল আকাশের গায়ে ঈগলদের আনাগোনা দেখল। নিকেল তরমুজগুলো না পেলে সন্ধে পর্যন্ত কারও জ্ঞান থাকত কিনা সন্দেহ, ভাবল রানা। দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে ওর। মুখের ভেতরটা শুকনো খটখটে, ঠোঁট ফেটে গেছে, ঘাম শুকিয়ে যাওয়ায় মোটা লাগছে গায়ের চামড়া।

মেয়েটা অসাধারণ। একটা কথাও বলেনি। স্থির হয়ে পড়ে থাকল শুধু—সারা শরীরে ধুলো, মলিন চেহারা, চুলে বালি, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তবে রানা জানে, ঈগল দেখছে না, দেখছে চিতাবাঘটার ছবি।

তারপর যেন হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ধীরে ধীরে সময় গড়াচ্ছে। এক সময় বারোটা বাজল। আরও ত্রিশ মিনিট পর ফিরল ডেকান। কাঁধ থেকে প্যাকটা নামাল সে, জেরি-ক্যানটা বের করে একটা মগে পানি ঢালল—কলকল শব্দটা যেমন কোমল তেমনি ঠাণ্ডা।

প্রথমে পানি খেলো ডারবি, তারপর সুযোগ পেল নিকেল। স্বস্তিবোধ করছে রানা, যথেষ্ট পানি থাকায় এখন আর ট্রাকের কাছে ফিরে যেতে কোন অসুবিধে হবে না ওদের।

ডেকানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। ফেরার পর একটাও কথা বলেনি সে, এমনকি রানার দিকে একবার তাকায়ওনি রানা বুঝতে পারছে, কিছু একটা ঘটেছে। বোধহয় খুব খারাপ কিছুই হবে।

সবার শেষে পানি খেলো রানা, পরপর তিন মগ। মগটা নামিয়ে রাখার সময় দেখল নিকেল আর ডেকান একটু দূরে সরে গেছে, নিজেদের ভাষায় কথা বলছে নিচু গলায়। হেঁটে এল রানা, ওদের সামনে উবু হয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, ডেকান?'

মুখ নিচু করে বসে থাকল ডেকান, কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। কথা বলল আরও কয়েক সেকেণ্ড পর। 'আপনি কি আমাদেরকে সব কথা বলেছেন, স্যার?'

'অবশ্যই, ডেকান। কেন, কি হয়েছে?'

'আপনি ঠিক জানেন, এর মধ্যে আর কেউ নেই?'

'কাজটা যিনি আমাকে দিয়েছেন, সেই কানাডিয়ান ভদ্রলোক ছাড়া, আর কেউ নেই।'

ইতস্তত করছে ডেকান। তারপর আবার রানার দিকে তাকাল সে। সব সময় শান্ত আর হাসিখুশি থাকে, এখন তার চেহারায় উদ্বেগ আর সন্দেহের ছায়া, চোখ দুটো অস্থির। 'আমরা যত দূর বলে মনে করেছিলাম তারচেয়ে বেশ খানিকটা কাছে রয়েছে ট্রাকটা,' অবশেষে শুরু করল সে। 'সূর্য তখনও বেশি ওপরে ওঠেনি, ওটার আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আমি। এই সময় ছোট একটা হরিণ দেখে ভাবলাম, খানিকটা মাংস পেলে মন্দ হয় না। ধাওয়া শুরু করলাম, পৌঁছে গেলাম আমাদের ট্রাক যেখানে লুকানো আছে তার কাছাকাছি। হঠাৎ দেখি, নতুন চাকার দাগ।'

ভুরু কুঁচকে রানা জানতে চাইল, 'তারমানে কি পোচার?'

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম, স্যার। কাজেই সাবধানে দাগগুলো অনুসরণ করলাম। এভাবে পৌঁছে গেলাম সেই গাছগুলোর কাছে, যেখানে আমাদের ট্রাকটা রয়েছে। তারপর আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি, গাছগুলোর কাছে আরেকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরাট একটা নতুন শেভী, স্যার। পাঁচজন লোক। সাদা, প্রত্যেকের কাছে অস্ত্র আছে। একজনকেও চিনি না। তবে ওদের সঙ্গে একজন কালো লোকও আছে, তাকে চিনি—গ্যাবোরোনে দেখেছি...।' মাথাটা

আবার নিচু করল ডেকান। তারপর আবার বলল, 'তার নাম উনাভু, স্যার। ধনী লোক, নিজের ফার্ম আর ট্রাক আছে। তার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা শোনা যায়। লোকে বলে দক্ষিণ আফ্রিকান পুলিসের হয়ে কাজ করে বলেই তার এত পয়সা...।'

চোখ বুজে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। ভাবল, সর্বনাশ! তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি করলে, ডেকান?'

'কিছুক্ষণ আড়াল থেকে লক্ষ রাখলাম। মনে হলো ওরা যেন কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে। হরিণটাকে দেখতে না পেলে সরাসরি ওদের হাতে গিয়ে পড়তাম আমি। তারপর আমি পিছিয়ে আসি, একটা ঝোপের ভেতর শুয়ে ঘুমাই। রাত নামার পর জঙ্গলটার আরেক দিকে চলে যাই, যেখানে রসদ লুকানো আছে। লোকগুলোকে দেখলাম নিজেদের ট্রাকের পাশে আগুন জ্বেলে বসে আছে। পাথরগুলোর ঠিক নিচেই জেরি-ক্যানটা রেখেছিলাম, কাজেই ওটা বের করার জন্যে মাটি খুঁড়তে হয়নি আমাকে। ওটা নিয়ে ফিরে এসেছি।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল। ডেকান কথা বলার সময় নিকেলও মাথা নিচু করে রেখেছিল। এই মুহূর্তে তারার আলোয় রানার দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।

'লোকগুলো সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই,' বলল রানা। 'আমাকে তৃতীয় কোন পক্ষের কথা বলা হয়নি। যদি জানতাম দক্ষিণ আফিকান পুলিস এর সঙ্গে জড়িত, তোমাদের আমি সঙ্গে করে আনতাম না। আমি নিজেও আসতাম না। এইটুকুই আমার বলার আছে।'

রানাও সরাসরি ওদের দিকে তাকাল। দু'জনেই নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল, মেনে নিল রানার কথা।

'আমাকে একটু সময় দাও,' বলল রানা। 'চিন্তা করে দেখি কি করা যায়।' দাঁড়াল ও, সরে এল ওদের কাছ থেকে। কোন সন্দেহ নেই, বোকা বানানো হয়েছে ওকে। ব্রায়ান মিথ্যে কথা বলেছেন ওকে, অনেক তথ্য চেপে গেছেন। তিনি ওকে বলেননি ব্যাপারটার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকান ইন্টেলিজেন্স 'বস্' জড়িত। বললে তাঁর প্রস্তাব এমনকি

শুনতেও রাজি হত না রানা। শহরে ফিরে কর্তৃপক্ষকে ব্রায়ান সম্পর্কে রিপোর্ট করত। বসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া শুধু নিকেল আর ডেকানের জন্যে বিপজ্জনক নয়, ওর জন্যেও বিপজ্জনক।

'রানা...।'

ঘুরল রানা। ওর দিকে হেঁটে আসছে ডারবি, বালিতে পায়ের কোন শব্দ হচ্ছে না। অন্ধকারে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'আমি তোমাদের কিছু কথা শুনতে পেয়েছি। লোকগুলো বসের এজেন্ট, তাই না?'

ত্রিশ ঘণ্টায় এই প্রথম কথা বলল ডারবি। তার গলায় রাগ নেই, চেহারা থেকে উন্মত্ত ভাবটুকুও অদৃশ্য হয়েছে। চিতাবাঘ সম্পর্কে কথা বলার সময় যেমন শান্ত দেখাচ্ছিল, এখনও তেমনি দেখাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'যদিও আমার কোন ধারণা নেই এখানে কি করছে ওরা।'

'আমার আছে,' বলল মেয়েটা। 'আমি যখন ব্যাখ্যা করে বলছিলাম যে কিডন্যাপারদের লিডার চিতাবাঘের ওপর নজর রাখার অনুমতি দিয়েছে আমাকে, তোমাকে খুব অবাক দেখাচ্ছিল। যাই হোক, তুমি কিন্তু তার নাম জিজ্ঞেস করোনি। অবশ্য জিজ্ঞেস করলেও তোমাকে আমি নামটা তখন বলতাম না। এখন বলব। তুমি সম্ভবত তার কথা জানো। তার নাম ডেকা বারগাম।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠেছে ওর। ডেকা বারগাম, দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে দুঃসাহসী টেরোরিস্ট লিডার। ডোরা ডারবির একজন বন্ধু। দু'জনের সম্পর্ক যাই-হোক, বস্ যদি জানতে পারে অপহরণের সঙ্গে ডেকা বারগাম জড়িত, এই সুযোগে তাকে ধরার বা তার সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবে তারা।

'এমনকি বারগামের মত মূল্যবান একটা পুরস্কারের জন্যেও,' বলল ডারবি, 'বতসোয়ানায় লোক পাঠানোর কথা ভাববে না বস্। ব্যাপারটা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের জন্যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক। বতসোয়ানায়

শুধু তাদেরকে দেখা গেলে হয়, গোটা এলাকার রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। ব্যাপারটা তুমি বিবেচনা করে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপরও তারা ঝুঁকিটা নিয়েছে।'

'ঝুঁকি? কতটুকু ঝুঁকি, চিন্তার বিষয়। আমার ধারণা, যারা তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কাজ করছে বস্। সেজন্যেই তারা জানে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তোমার ট্রাকটা। বস্ জড়িত, এটা আমি এক সময় জানব—কিন্তু আমাকে উদ্ধার করায়, কৃতজ্ঞতার কারণে, তারা ধরে নেবে আমি মুখ খুলব না। আর মাত্র একজন জানবে—তুমি।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ডারবি, তারপর বলল, 'বস্ কাউকে অবিশ্বাস করলে তার পরিণতি কি হতে পারে, তুমি জানো, রানা?'

কথা বলল না রানা। ঠাণ্ডা আর অসাড় লাগছে, কঠিন সত্যটা হজম করার চেষ্টা করছে। ইলফ স্ট্রীটের গম্ভীরদর্শন বিল্ডিংটার ছবি ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। বস্-এর হেডকোয়ার্টারে ব্রায়ানের সঙ্গে আলোচনা করছেন কোনও একজন কর্মকর্তা। কর্মকর্তার বক্তব্য আন্দাজ করতে পারছে ও, বোধহয় এরকম হবে—'ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করতে রাজি হবে এমন এক লোক আমরা আপনাকে খুঁজে দেব (যে বন্ধুর কাছে রানার নাম শুনেছেন ব্রায়ান, তার পরিচয় জিজ্ঞেস করায় রানাকে তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন, সে 'বন্ধু' সম্ভবত বস্-ই)। তার মিশন যদি সফল হয়, ডোরা ডারবিকে দিন কয়েক আমাদের কাছে রাখব ডেকা বারগাম সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্যে। আর লোকটাকে আমরা সরিয়ে ফেলব। দ্রুত, তড়িঘড়ি, গোপনে, যাতে কারও জন্যেই ব্যাপারটা বিব্রতকর না হয়। মুখের ভেতর একটা বুলেট—লাশ না পাওয়ায় ধরে নেয়া হবে কালাহারিতে নিখোঁজ হয়েছে আরেক দুর্ভাগা।'

পানির মত সহজ, তাই সহজেই অনুমেয়। কতটা সহজ অনুমান করতে পারছে না ডারবি, কারণ লাইসেন্সের কথাটা তার জানা নেই। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। হিম বাতাস বইছে, তারপরও হাতের তালু ঘেমে গেছে ওর, দুর্বল লাগছে হাঁটু।

'আমার ধারণা, এটা তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র,' রানাকে চুপ

করে থাকতে দেখে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ডারবি। 'আর যদি আমার ভুল হয়, বস্ যদি তোমাকে বাঁচিয়েও রাখে, আমি তো আছি। তুমি যে ওদের সঙ্গে জড়িত, হাত মিলিয়েছ, মিডিয়াকে জানালেই হবে। যতই তুমি অস্বীকার করো, কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। বতসোয়ানা থেকে তোমাকে বের করে দেয়া হবে, রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্যে গ্রেফতার করাও হতে পারে।'

কথা বলছে না রানা, জানে ডারবির কথা এখনও শেষ হয়নি।

'বসের ওই এজেন্টরা আমার জন্যে কোন হুমকি নয়,' আবার বলল সে। 'বারগাম সম্পর্কে কোন তথ্যই তারা আমার কাছ থেকে পাবে না, তবে আমাকে দেরি করিয়ে দেবে—হয়তো এত দেরি করিয়ে দেবে যে পরে শত চেষ্টা করলেও আর চিতাবাঘটাকে খুঁজে পাব না। যাই হোক, তোমার যেহেতু ট্রাক আছে, রসদ আছে, অভিজ্ঞ একজন ট্র্যাকার আছে, তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিতে পারি...।' রানার দিকে অপলক তাকিয়ে কথা বলছে ডারবি, আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই।

রানা ধৈর্য ধরে শুনছে।

'ট্রাকটা উদ্ধার করো, যেখানে শেষবার দেখেছি চিতাবাঘকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমাকে, ওটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করো। তারপর তোমার এক লোককে আমার কাছে রেখে ফিরে যাও গ্যাবোরোনে। তুমি এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে যে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পেরেছ। বিনিময়ে আমি কাউকে কোনদিন বলব না যে তুমি বসের সঙ্গে জড়িত।'

'ব্যাপারটা কি এতই সহজ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'লোকগুলোর নাকের ডগা থেকে ট্রাকটা কিভাবে আনব? যে চারজনকে দেখে এসেছে ডেকান তারা ট্রেনিং পাওয়া লোক, দক্ষ সৈনিক।'

'সহজ কি কঠিন তুমি জানো,' বলল ডারবি। 'সমস্যাটাও তোমার। একটা কথা তোমাকে বুঝতে হবে, জেরি-ক্যানটা ভেঙে যাওয়ার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। ট্রাকটা ফিরে পাওয়া সত্যি কি কঠিন? আমরা জানি ওরা ওখানে আছে, তাতে করে অবশ্যই কিছুটা

সুবিধে পাবে তুমি। যদি আড়াল থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, ওদেরকে নিরস্ত্র করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না। তারপর ওদের ট্রাকটাকে অচল করে দিয়ে, একটাও গুলি না ছুঁড়ে…।'

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা।

'আমার ধারণা, কাজটা তুমি পারবে, রানা। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে আসলে পারতেই হবে। তোমার জন্যে এটা স্রেফ একটা সুযোগ নয়, একমাত্র সুযোগ।' দমকা একটা বাতাস ডারবির পায়ের চারধারে ঘূর্ণি তৈরি করল, উড়ে যেতে যেতে নরম সুরে ডেকে উঠল একটা পেঁচা।

ইতস্তত করছে রানা। তারপর ঝট করে ঘুরে ফিরে এল নিকেল আর ডেকানের কাছে। সেই একই জায়গায় এখনও উবু হয়ে বসে আছে তারা। 'ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, ডেকান?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পা চালিয়ে গেলে চার ঘণ্টা, স্যার।'

'দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে আরেকবার যেতে পারবে তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল ডেকান। 'পারব, স্যার।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তুমি এখুনি শুয়ে পড়ো। দু'ঘণ্টা পর সবাই আমরা রওনা হব। প্রথমে একটা কাজ সারতে হবে। তারপর যাব চিতাবাঘ ধরতে।'

সাবধানে মাথা তুলল রানা, বালিময় ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে শেভীটার দিকে তাকাল। ওর বাঁ পাশে জঙ্গল, ওই জঙ্গলের ভেতরই ওদের ট্রাকটা লুকানো আছে। ওর ডানদিকে পঁচিশ গজ দূরে রয়েছে শেভী। ওটাকে প্রথম যখন দেখল, এক ঘণ্টা আগে অন্ধকারের ভেতর, জেগে ছিল মাত্র একজন লোক, হুডের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, এখন আরও চারজনকে দেখতে পাচ্ছে ও—তিনজন সাদা, একজন কালো। কালোটার নাম উনাভু, ডেকান তাকে চেনে।

নিচু একটা আগুনে ডালপালা গুঁজে দিল এক লোক, শিখার ওপর একটা ক্যান চাপাল। 'পাঁচ মিনিট, পিটার, ঠিক আছে?' টানা টানা নাকি সুর শুনেই বোঝা যায় দক্ষিণ আফ্রিকান, ভোরের স্থির বাতাসে ভর করে স্পষ্টভাবে ভেসে এল তার কথা।

'ধুস শালা, এত সময় নিচ্ছিস কেন! এদিকে আমি জমে বরফ হয়ে যাচ্ছি।' হুডের কাছ থেকে সরে এসে আগুনের পাশে দাঁড়াল গার্ড, শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

জমিনে মাথা নামিয়ে নিল রানা। ওর ডান পাশে শুয়ে রয়েছে নিকেল, বাঁ পাশে ডেকান, দু'জনের সামনেই লোড করা স্মাইযার। জঙ্গল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝোপের ভেতর মেয়েটাকে রেখে এসেছে ওরা। সে-ও ওদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত রানার যুক্তি মেনে নিয়েছে—পরিস্থিতি যদি ওদের বিরুদ্ধে চলে যায়, ডারবি একটা অতিরিক্ত ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে। একটা হাত তুলে পাঁচটা আঙুল যথাসম্ভব ফাঁক করল রানা, তারপর পালা করে দু'জনের দিকে তাকাল। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নিকেল আর ডেকান। এরপর অটোমেটিক রাইফেলের সেফটি-ক্যাচ পরীক্ষা করল ও।

'যে যার মগ নিয়ে চলে এসো, কফি হয়ে গেছে!'

সেই একই নাকি সুর ভেসে এল। আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর আবার মাথা তুলে তাকাল। গার্ড লোকটা শেভীর দরজায় ঠেস দিয়ে রেখেছে তার রাইফেল, পাঁচজনই আগুনটার চারধারে গোল হয়ে বসে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে। 'রেডি!' ফিসফিস করল ও।

ওর দু'পাশে নড়ে উঠল নিকেল আর ডেকান, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হলো, হাতে বাগিয়ে ধরা স্মাইযার, আদেশ পেলেই এক লাফে সিধে হবে।

'নাউ!'

একসঙ্গে সিধে হলো ওরা। প্রথমে কেউ ওদেরকে দেখতে পেল না। তারপর এক লোক অলস ভঙ্গিতে এদিকে তাকাল, পরমুহূর্তে একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

লোকটা চিৎকার করতে যাবে, তার আগেই গর্জে উঠল রানা, 'নড়ো না! মারা পড়বে! যে যেখানে আছ বসে থাকো, একচুল নড়বে না।'

বালির বিস্তৃতিটুকু দ্রুত পেরিয়ে এল ও, ওর দু'পাশে নিকেল আর ডেকান। আগুনটার কাছাকাছি চলে এসেছে, এই সময় এক লোক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল—বেঁটে আর মোটা, মাথায় সোনালি চুল। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, রাইফেলটা সরাসরি তার দিকে তাক করল। 'আর এক ইঞ্চি নড়ে দেখো, পেটে বুলেট খাবে।'

বসে পড়ল লোকটা। আবার এগোল রানা, আগুনটার কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল। পাঁচজনই মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। পালা করে সবার দিকে একবার করে তাকাল ও। কালো লোকটা অর্থাৎ উনাভুর হাত খালি, বাকি চারজনের কোমরে হোলস্টারে ভরা হ্যাণ্ড-গান রয়েছে। গার্ডের রাইফেলটা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। তাছাড়াও কয়েকটা রিপিটার দেখা যাচ্ছে ট্রাকের ভেতর।

'হোলস্টার খুলে এদিকে ছুঁড়ে দাও,' নিজের বাঁ দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'আমার লোকদের নির্দেশ দেয়া আছে, কাউকে চালাকি করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। এক এক করে ছুঁড়ে দাও, তুমি শুরু করো।' শেষ কথাটা বেঁটে লোকটাকে বলল ও। আর সবার চেয়ে তার বয়েস একটু বেশি, পঁয়ত্রিশের কম হবে না। রানা আন্দাজ করল, সেই ওদের লিডার।

'কি চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'কোন কথা নয়!'

'মেয়েটাকে তুমি পেয়েছ?' নিষেধ মানছে না সে, কোন রকম ভান না করে সরাসরি তুলল প্রসঙ্গটা। 'বোঝাই যাচ্ছে, পেয়েছ। তা না হলে এরকম করতে না। আমরা শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, দোস্ত—মাত্র কয়েক ঘণ্টা, খুব বেশি হলে একটা দিন, তারপর সবাই তোমরা চলে যেতে পারবে...।'

তাক করা রাইফেলের ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল রানা। 'আর

একটা কথা বলে দেখো…।'

বিপদ দেখলে চিনতে পারে লোকটা, কথা না বাড়িয়ে হোলস্টার খুলে ছুঁড়ে দিল রানার দেখানো জায়গায়। তার পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'এবার তুমি। নিকেল, সবগুলো তুলে নাও। কি করতে হবে তুমি জানো।'

স্মাইযারটা কাঁধে ঝোলাল নিকেল, হোলস্টারগুলো তুলে নিল, সংগ্রহ করল রাইফেল আর রিপিটারগুলো, তারপর ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিক পর পর একটা করে সিঙ্গেল শট-এর ভোঁতা আওয়াজ ভেসে এল। রানার নির্দেশ মতই কাজ করছে নিকেল। মাটিতে ব্যারেল ঢুকিয়ে একটা করে গুলি করছে, মাজলগুলো যাতে বিস্ফোরিত হয়।

ফিরে এল নিকেল, ট্রাকের কেবিন আর পিছনটা পরীক্ষা করল। 'আর তো কিছু দেখছি না, স্যার।'

'ঠিক আছে, এরপর কি করতে হবে তুমি জানো।'

জঙ্গলটার দিকে হেঁটে গেল নিকেল। একপাশে সামান্য সরে দাঁড়াল রানা, যাতে ও আর ডেকান আরও ভালভাবে কাভার দিতে পারে গ্রুপটাকে। এক লোক নড়ল একটু, একটা পা যেন একটু গুটিয়ে নিল।

'সাবধান, আর যেন না দেখি!'

স্থির বসে থাকল ওরা। তারপর লিডার লোকটা মুখ তুলল। 'তুমি আমাদেরকে গ্যাবোরোনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছ, মিস্টার?'

'সময় হলে জানতে পারবে।'

'বেশ। তবে তোমারও একটা কথা জানা দরকার—তার সময় হয়েছে। কথাটা হলো, আমরা একা নই। গাড়ি-পথে কয়েক ঘণ্টা লাগবে, ওখানে আমাদের একটা বোনানজা, একটা ব্যাক-আপ ট্রাক আর একদল লোক আছে। তারা তোমাদের বেরিয়ে যেতে দেবে না। তাছাড়া, বিশ মিনিট পর রেডিওতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও হয়ে আছে।'

দ্রুত একবার ট্রাক কেবিনের দিকে তাকাল রানা। খোলা জানালা

দিয়ে মেটাল গ্রিল আর ট্র্যান্সমিটারের কন্ট্রোল নব দেখা যাচ্ছে।

'বিশ মিনিট পর আমরা যদি যোগাযোগ না করি, বিদ্যুৎচমকের মত এখানে হাজির হবে ওরা। চিন্তা করে দেখেছ ব্যাপারটা?'

কথা বলল না রানা। লিডার লোকটা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। ব্যাক-আপ তো থাকারই কথা। লোকটার সব কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বিপদই। বিশেষ করে ব্যাক-আপ টিমের সঙ্গে যদি একটা বোনানজা স্পটার প্লেন থাকে। কতটুকু সত্যি বোঝার কোন উপায় নেই, বুঝলেও কিছু করার নেই ওর।

'শোনো, দোস্ত।' মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে সোনালি চুল সরাল লোকটা। 'তুমি হেরে গেছ, বুঝলে। সত্যি হেরে গেছ। যাই করো না কেন, আমরা যোগাযোগ করতে পারি বা না পারি, ছোট্ট বোনানজা তোমাদের খোঁজে আকাশে চক্কর দেবেই। ওটাকে তোমরা খসাতে পারবে না। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমার প্রস্তাব বিবেচনা করা। তাতে সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচবে। মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে কেটে পড়ো...।'

কঠিন সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, টয়োটার আওয়াজ শুনে চুপ করে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পর, চোখের কোণ দিয়ে দেখল, জঙ্গলের কিনারা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। হুইলের পিছন থেকে নেমে ওর পাশে চলে এল নিকেল, হাতে স্নাইযার।

'স্টোর, নিকেল?'

'সব ভেতরে, স্যার।'

'ঠিক আছে।' গ্রুপটার দিকে তাকাল রানা। 'মাথার ওপর হাত। আগামী দু'মিনিটের মধ্যে কেউ যদি মারা যাও, সেটাকে খুন বলা যাবে না, অ্যাক্সিডেন্ট বলতে হবে।'

প্রথমে শেভীর চাকা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রানা, দ্রুত স্থান বদল করে। তারপর র‍্যাডিয়েটর। সবশেষে মেইন, রিজার্ভ ও সাপ্লিমেন্টারি ফুয়েল ট্যাঙ্ক। গুলির শব্দ থামল, তারপরও বেশ কিছুক্ষণ শোনা গেল বাতাস, গ্যাস আর গ্যাসোলিন নির্গত হবার আওয়াজ। পা ভাঙা উটের

মত নিচু হয়ে গেল ট্রাকটা।

'পিছিয়ে এসো, নিকেল,' শেভীর সামনে থেকে ডাকল রানা। পিছিয়ে দুটো ট্রাকের মাঝখানে চলে এল নিকেল।

আবার বেঁটে লোকটার দিকে তাকাল রানা। 'আমরা চলে যাচ্ছি,' বলল ও। 'পরিস্থিতি একই থাকবে, কেউ পিছু নিতে চেষ্টা করলে গুলি খেয়ে মরবে। আর যদি রেডিওতে যোগাযোগ হয়, তোমার বন্ধুদের এই কথাগুলো বোলো। আমরা সেন্ট্রাল গেম রিজার্ভের ভেতর রয়েছি। একটা রেঞ্জার পোস্ট পেতে খুব বেশি হলে একদিন লাগবে আমাদের। ওখানে ওদের কাছে রেডিও আছে। পাঁচ মিনিট পর গোটা বতসোয়ানা তোমাদের খোঁজে নেমে পড়বে। নিজেদের ভাল চাইলে...।'

'শোনো, আমার একটা কথা আছে...।' ধীরে ধীরে দাঁড়াতে শুরু করল লোকটা।

এক পা পিছাল রানা, ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল, তারপর ঢিল দিল। নিরস্ত্র অবস্থায় কিছুই করার নেই এর, বাকি লোকগুলোকেও কাভার দেয়া হচ্ছে। 'আমি শুনতে চাই না,' বলল ও।

রানার কথা শেষ হয়নি, লিডার লোকটা দ্রুত কি যেন বলল তার সঙ্গীদের। তার ভাষা বুঝল না রানা, চুপ করার নির্দেশ দিতে যাবে, এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত নিজের মারাত্মক ভুলটা ধরতে পারল ও।

রাইফেলের ম্যাগাজিনে গুলি ছিল বারো রাউণ্ড, সব ক'টা শেভীতে ব্যবহার করা হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর আর নতুন ম্যাগাজিন ভরার কথা মনে নেই ওর। দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা গুলির শব্দ গুণেছে। সে জানে।

নতুন ম্যাগাজিনে হাত দিতে যাচ্ছে রানা, লোকটা চাপা গলায় গর্জে উঠল, 'নাউ!' পরমুহূর্তে লাফ দিল ওর দিকে।

ধাক্কা খেয়ে পিছু হটল রানা, রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করছে। ধস্তাধস্তি শুরু হলো, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে লিডার। সেই মুহূর্তে দেখতে পেল, আরেক লোক শেভীর সাইড প্যানেল খুলে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল একটা অটোমেটিক, লুকানো ছিল

পিছনের গর্তে। রানা যে লিডারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, গুলি করতে পারছে না, নিকেল বা ডেকান এখনও তা জানে না।

সাবধান করার জন্যে মুখ খুলল রানা। ও চিৎকার করার আগেই এক পশলা গুলির শব্দ হলো, ঝাঁকি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নিকেল, হাত থেকে ছিটকে পড়ল স্নাইপার। লিডারকে ল্যাং মারল রানা, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে লোকটা। হ্যাঁচকা টানে তার হাত থেকে কেড়ে নিল রাইফেল, সবেগে ছুঁড়ে দিল সশস্ত্র লোকটার দিকে।

গুলি করার জন্যে অটোমেটিকটা ডেকানের দিকে ঘোরাচ্ছিল সে। রাইফেলটা যখন আঘাত করল, তার অটোমেটিক তখন মাত্র অর্ধেক পথ ঘোরা শেষ করছে—সরাসরি রানার দিকে তাক করা। রাইফেলের বাঁট তার মুখে আঘাত করল, কাত হয়ে শেভীর গায়ে পড়ল সে, পড়ার সময় ট্রিগার টান লাগায় গুলি বেরুল একটা। রানা অনুভব করল কে যেন আধ পাক ঘুরিয়ে দিল ওকে, একটা কাঁধে হঠাৎ যেন আগুন ধরে গেছে। টলতে টলতে কয়েক পা সামনে এগোল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বালির ওপর।

মাটিতে পড়ার আগেই বুঝতে পারল রানা, সব শেষ। ডেকান সশস্ত্র লোকটাকে দেখতে পেয়েছে, তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে তার। এক পশলা গুলি করেছে সে, রাইফেল ছুঁড়ে লোকটাকে রানা ফেলে দেয়ার কয়েক সেকেণ্ড পর। এরপর আরেক লোক লাফ দিয়ে ছুটে এল, কুণ্ডলী পাকানো একটা বলের মত আঘাত করল ডেকানের পায়ে, দ্বিতীয়বার সে গুলি করার আগেই।

চারজনের বিরুদ্ধে ওরা এখন মাত্র দু'জন, ডেকানের গুলি সশস্ত্র লোকটার ঘাড় প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ওরা দু'জন নিরস্ত্র—কাঁধে গুলি খেয়ে রানা অসহায়, তৃতীয় লোকটার নিচে পড়ে মোচড় খাচ্ছে ডেকান।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির পড়ে থাকল রানা, ক্ষতটা থেকে বেরুনো রক্ত শুষে নিচ্ছে বালি। তারপর উঠে বসার চেষ্টা করল। এই সময় শুনতে পেল...।

'ফেলো ওটা! ফেলো!' চিৎকার করল ডারবি।

শরীরটা মোচড় দিয়ে ফিরল রানা। মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা, শটগানটা নিতম্বের কাছে ধরে। তার সামনে লিডার লোকটা এখনও হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে রয়েছে, হাতে অটোমেটিকটা।

'ফেলছ না, কাজেই আমি গুলি করছি।'

চোখ ভরা অবিশ্বাস, অস্ত্রটা ফেলল না লিডার। সিধে হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। যতক্ষণ না সিধে হলো, অপেক্ষা করল ডারবি। তারপর ট্রিগার টানল।

পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো লিডারের মাথা, রক্তের একটা পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল মুখ। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, অন্ধের মত এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিচ্ছে। তারপর টলতে টলতে আড়াআড়িভাবে এগোল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেভীর গায়ে ধাক্কা খেলো সে, নেতিয়ে পড়ল হুডের ওপর।

'আমার কথা না শুনলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে।' এক টানে ব্রীচ খুলল ডারবি, খালি কেসটা ফেলল, শান্তভাবে ভরল আরেকটা কারট্রিজ। 'ডেকান, তোমার অস্ত্রটা তোলো, তারপর এখান থেকে এটা নাও,' লিডারের হাত থেকে খসে পড়া অটোমেটিকটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'তারপর আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

যার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল তাকে একটা লাথি মারল ডেকান, তারপর ডারবির কথা মত কাজ করল।

'তুমি হাঁটতে পারবে, রানা?'

চেষ্টা করে দাঁড়াতে পারল রানা, টলতে টলতে কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করল। কলার-বোনের নিচের পেশী ভেদ করে সোজা ঢুকেছে বুলেটটা, বেরিয়ে গেছে অপরদিক দিয়ে। ক্ষত হিসেবে খুব একটা মারাত্মক হয়তো নয়, তবে পিছনের গর্তটা বেশ বড়, দ্রুত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

ধীরে ধীরে হেঁটে এল রানা। থামল রাইফেলটা যেখানে পড়ে আছে। তোলার জন্যে ঝুঁকল, আচ্ছন্ন বোধ করায় ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু।

'থামো, আমি সাহায্য করছি। ডেকান, ওদের দিকে অস্ত্র ধরে থাকো…।'

ওরা এখন মাত্র তিনজন। উনাভু, ট্রাকের তলায় ঢুকে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। বাকি দু'জন শ্বেতাঙ্গ তাকিয়ে আছে ডারবির দিকে, মুখে রক্ত নেই, এক চুল নড়ছে না।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ডারবি, রানাকে আবার দাঁড়াতে সাহায্য করল। ওকে ছাড়ল না, ধীর পায়ে টয়োটার দিকে এগোল। হাঁটতে গিয়ে তার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে রানা, হেলান দিচ্ছে।

টয়োটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ডারবিকে ছেড়ে দিয়ে টেইলগেটে উঠল রানা, পড়ে গেল বসার সময়। কাঁধটা ধাতব মেঝেতে ঠুকে যাওয়ায় অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও। পরে, অস্পষ্টভাবে অনুভব করল ট্রাকটা চলছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

এগারো

'বেশ, লেফটেন্যান্ট,' সুলেভান বললেন, 'এবার তুমি এই কানাডিয়ান ভদ্রলোককে বলো কি ঘটেছে।' তাঁর কণ্ঠস্বর কঠিন, চেহারায় রাগ।

'জ্বী, স্যার।' শরীর শক্ত হয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট ডেরিকের, ধীরে ধীরে ব্রায়ানের দিকে ফিরল সে। সুলেভানের অফিসে, বড় জানালাটার সামনে সোফায় বসে আছেন তিনি। সন্ধে হতে যাচ্ছে, নিচের রাস্তা থেকে যানবাহনের খুব কম শব্দই উঠছে পনেরো তলায়। 'আমি সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড ছিলাম, স্যার,' ব্রায়ানকে বলল সে। 'ওখানে আমরা দু'দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তৃতীয় দিন ভোরে ওরা হঠাৎ হামলা

করল… ।'

'ওরা হামলা করল, তাই না, লেফটেন্যান্ট?' কড়া ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন সুলেভান। 'একজন এশিয়ান হান্টার, দু'জন কালো আর একটা মেয়ে—হামলা করল?'

ডেরিকের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'কমাণ্ডে ছিলেন মেজর অ্যাম্বলার, স্যার। আমি শুধু তাঁর নির্দেশ পালন করছিলাম।'

'বলে যাও, তারপর কি হলো বলে যাও… ।'

সিকিউরিটি সার্ভিসের ফিল্ড ইউনিফর্ম পরে রয়েছে ডেরিক। তার ঘাড় অত্যন্ত মোটা। একটা ঢোক গিলে কি ঘটেছে বর্ণনা করে গেল সে।

ব্রায়ান জানতে চাইলেন, 'ওরা কোন্ দিকে গেল, তোমার কোন ধারণা নেই?'

মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'না, স্যার, কোন ধারণা নেই।'

'আর ভদ্রমহিলা? তাঁকে দেখে তোমার কি ধারণা হলো?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল ডেরিক, তারপর বলল, 'প্রথমে আমার বিশ্বাসই হয়নি যে শটগান হাতে তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন। মেজর অ্যাম্বলারও বিশ্বাস করতে পারেননি। সেজন্যেই তিনি উঠে দাঁড়ান। তিনি বোধহয় আমার মতই ভাবছিলেন যে ভদ্রমহিলা শিকারী আর তার সহকারীদের হুমকি দিচ্ছেন। তারপরই তিনি গুলি করে বসলেন… ।'

থামল সে, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে, যেন এখনও ব্যাপারটা তার বোধগম্য হচ্ছে না। তারপর আবার বলল, 'তাঁকে ঠিক বুঝতে পারিনি, স্যার। কথা বললেন স্বাভাবিক স্বরে, হাবভাব একেবারে শান্ত। একটুও কাঁপছিলেন না, এমনকি মেজরকে গুলি করার পরও না। কিন্তু যখন বললেন যে আবার গুলি করবেন, আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম। সার্জেন্ট পিনম্যানও করল। সেজন্যেই আমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকি। জঙ্গলে এতদিন থাকার পর ভদ্রমহিলার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, স্যার।'

আঙুল দিয়ে গোঁফ নাড়াচাড়া করলেন ব্রায়ান, তারপর সুলেভানের দিকে তাকালেন।

'ঠিক আছে, ডেরিক,' বললেন সুলেভান। 'এখন তুমি যেতে পারো। কাল সকালে তোমার লিখিত রিপোর্ট চাই আমি। সাবধান, নিচে নামার সময় আবার যেন হামলার শিকার হয়ো না।'

আবার লালচে হলো ডেরিকের চেহারা, স্যালুট করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'আমি দুঃখিত, মি. ব্রায়ান...।' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুলেভান, ম্লান চেহারা থমথম করছে। 'এজেন্টদের ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতে আমি অভ্যস্ত নই। তবে এখন চাইছি। লোকগুলো বোকা, অযোগ্য। মেজর অ্যাম্বলার বেঁচে থাকলে বেশিদিন পদটা ধরে রাখতে পারত না। লেফটেন্যান্ট ডেরিকও পারবে না। ভাবতেও অবাক লাগে, একটা মিশনে গিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় বসে থাকল কিভাবে!'

'প্লীজ, মি. সুলেভান। যা হবার তা তো হয়েইছে। সন্দেহ নেই, অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা, এ-ধরনের হামলা হবার কথা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওদের কোন দোষ দেখছি না। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা ব্যাখ্যা করুন—ঘটনাটা ঘটল কেন?'

'ঘটেছে শিকারীর জন্যে—মাসুদ রানা দায়ী,' বললেন সুলেভান। 'যেভাবেই হোক, আমাদের লোকগুলোকে দেখে ফেলেন তিনি, পরিচয় অনুমান করতে পারেন, বুঝতে পারেন ওরা তাঁর জন্যে একটা বিপদ। কাজেই আচমকা হামলা চালিয়েছেন।'

'আর মিস ডারবির ব্যাপারটা?'

কাঁধ ঝাঁকালেন সুলেভান। 'তাঁর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে মরুভূমি সম্পর্কে জানি আমি, জানি মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে। এ-ধরনের টেরোরিস্টদের হাতে বন্দী হবার পর মানুষ কি রকম আচরণ করে তা-ও আমার জানা আছে। সময় সচেতনতা, ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ, সব হারিয়ে ফেলে; চিন্তা শক্তি খুইয়ে জড় পদার্থে পরিণত হয়। আমি সাইকোলজিস্ট নই, তবে ডেরিক বোধহয় ঠিকই বলেছে—ভদ্রমহিলাকে এখন প্রায় পাগলই বলতে হবে।'

'কাজেই মি. রানা যদি তাঁকে বলে থাকেন আপনার লোকেরা শত্রু,

তিনি তা বিশ্বাস করবেন?'

'অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকালেন সুলেভান। 'তাঁকে একটা দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত করেছেন মি. রানা। তাঁর দৃষ্টিতে মি. রানা একজন উদ্ধারকর্তা, দেবতার মত। আবার তাঁকে বন্দী করা হতে পারে, শুধু এ-কথা শুনলেই মি. রানা যা বলবেন তা-ই করতে রাজি হবেন তিনি।'

বিড়বিড় করলেন ব্রায়ান, 'এখন তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? প্রথমে মিস ডারবি টেরোরিস্টদের হাতে জিম্মি ছিলেন, এখন তিনি মাসুদ রানার হাতে জিম্মি?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন সুলেভান। 'হ্যাঁ, তাই। মি. রানা এখন জানেন যে আপনি আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ বসের সঙ্গে জড়িত। এর মানে হলো, তাকে দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর লাইসেন্স হারাবার ভয়টা এই নতুন বিপদের কাছে কিছু না। লাইসেন্স ফিরে না পেলে তিনি হয়তো বতসোয়ানা ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন। কিন্তু বসের সঙ্গে জড়িত হলে তাঁকে জেল খাটতে হবে, ইন্টারোগেশনের কথা না হয় বাদই দিলাম। এখন তাঁর একটাই কাজ করার আছে—পালানো, বীমা হিসেবে মিস ডারবিকে সঙ্গে নিয়ে।'

'কোথায় পালাবেন তিনি?'

'এদিকে আসুন, প্লীজ, মি. ব্রায়ান...।' দু'জনেই তাঁরা ওয়াল-ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বোতাম টিপে আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগের বিশেষ একটা এলাকা আলোকিত করলেন সুলেভান, বললেন, 'প্লেন থেকে ওদের চাকার দাগ দেখা গেছে এখানে...।' যে জঙ্গলটার কাছে আক্রান্ত হয়েছিল বসের এজেন্টরা তার উত্তর দিকে এক জায়গায় ম্যাপটা স্পর্শ করলেন তিনি।

গ্রুপটার লিডার, মেজর অ্যাম্বলার মিথ্যে হুমকি দেয়নি রানাকে। ও যেখানে তাদেরকে অ্যামবুশ করে সেখান থেকে গাড়ি-পথে আধ বেলার দূরত্বে একটা ব্যাক-আপ ঠিকই ছিল—দ্বিতীয় একটা ট্রাক, একটা বোনানজা স্পটার প্লেন। টয়োটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ডেরিক ব্যাক-আপ টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রেডিওর সাহায্যে। বোনানজা

আকাশে ওঠে, দ্বিতীয় ট্রাকটা রওনা হয় অকুস্থলের দিকে।

'চাকার দাগ উত্তর দিকে যাচ্ছে,' বলে যাচ্ছেন সুলেভান। 'এক ঘন্টা তল্লাশী চালায় প্লেনটা, তবে ট্রাকটাকে দেখতে পায়নি পাইলট। হয়তো আওয়াজ শুনে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়েছে ওরা। যাই হোক, এক ঘণ্টা পর ফিরে আসে প্লেন। মেজর অ্যাম্বলার আহত হওয়ায় ওদেরকে অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠেনি। একটা মাত্র ট্রাক, সীমান্ত পেরিয়ে তাকে হাসপাতালে আনার কাজে লাগানো হয়। কাজেই আমাদের হাতে আছে শুধু চাকার দাগ, উত্তর দিকে চলে গেছে...।' একটু থেমে চোয়ালে আঙুল ঘষলেন তিনি। 'জাম্বিয়া, মি. ব্রায়ান, আমার ধারণা জাম্বিয়া।'

ম্যাপের ওপর চোখ রেখে মাথা ঝাঁকালেন ব্রায়ান। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক বাদ, কারণ ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা—ঢুকবে না রানা। পুব দিকে জিম্বাবুয়ে, কিন্তু এখন সেখানে প্রচণ্ড রাজনৈতিক গণ্ডগোল চলছে—তাছাড়া, জিম্বাবুয়ে যেতে হলে অর্ধেক কালাহারি পাড়ি দিতে হবে রানাকে। বাকি থাকল শুধু জাম্বিয়া। ওখানে পৌঁছুতে হলেও দুশো মাইল মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে ওকে। ব্রায়ান বললেন, 'জাম্বিয়াও তো অনেক দূর, মি. সুলেভান।'

'সেটাই আমার আনন্দের কারণ, মি. ব্রায়ান...।' আজ সন্ধ্যায় এই প্রথম হাসলেন সুলেভান।

'ঠিক বুঝলাম না।'

'কালাহারিতে পানি ছাড়া আপনি বাঁচবেন না, মি. ব্রায়ান; আর গ্যাসোলিন ছাড়া আপনি নড়তেই পারবেন না। এই শিকারী ভদ্রলোকের জন্যে দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি যদি গ্যাসোলিন না পান তাহলেও মারা যাবেন, কারণ তাঁকে ধরা পড়তে হবে। কাজেই তাঁকে গ্যাসোলিন পেতে হবে...।'

'কোথায়?'

সিলেকটর বাটনে আবার চাপ দিলেন সুলেভান। ম্যাপের আলোকিত অংশ অদৃশ্য হলো, তার বদলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মরুভূমির অন্য একটা দিক। সুলেভান বললেন, 'ঘাঞ্জি আর মাউন, সম্ভাব্য এই

দুটো উৎসের কথা ভাবতে পারেন তিনি। ঘাঞ্জিতে পৌঁছুতে হলে অনেকটা ঘুরপথে এগোতে হবে। তবে মাউন উত্তরদিকেই, যেদিকে তিনি যাচ্ছেন।'

ম্যাপের দিকে আবার তাকালেন ব্রায়ান। কালো দুটো বিন্দু ছোট একজোড়া গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছে। ঘাঞ্জি, ক্যাটল-র‍্যাঞ্চ সেন্টার, বাঁ দিকে। মাউন, অববাহিকার শেষ প্রান্ত, ডান দিকে। রানা যদি জাম্বিয়া সীমান্তে পৌঁছুতে চায়, গ্যাসোলিনের জন্যে মাউনেই থামতে হবে ওকে। 'তিনি যদি মাউনে যান, তারপর কি হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না সুলেভান। ম্যাপের আলো নিভিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এসে বসলেন তিনি। তারপর ডেস্কের ওপর একটা ঘুসি মেরে বললেন, 'আমার, আপনার ও মিস ডারবির জন্যে সিরিয়াস বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছেন শিকারী ভদ্রলোক। এর একটাই মাত্র সমাধান আছে।'

ব্রায়ান বললেন, 'আপনি বলতে চাইছেন, মাউনে লোক পাঠাবেন, ভদ্রলোককে বাধা দেয়ার জন্যে?'

'কিসের বাধা? বাধা মানে কি? খুন, মি. ব্রায়ান। আমার লোকদের বলা থাকবে, তাঁকে দেখামাত্র যেন মেরে ফেলা হয়।'

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন কর্নেল সুলেভান। 'উনি আমাদের জন্যে একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ব্রায়ান। একটা ট্রাকের কথা ভাবছেন তিনি—মরুভূমির কোথাও আছে। ভাবছেন একজন শিকারীর কথা, এখন যার কিছুই হারাবার নেই। মিস ডারবির চেহারাটা ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। ভদ্রমহিলা নির্ঘাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন ব্রায়ান। মনে একটা অপরাধবোধ জাগলেও, গোটা ব্যাপারটা এমন জটিল হয়ে উঠেছে যে এখন শিকারী মাসুদ রানার জন্যে তাঁর কিছু করার নেই। মনে পড়ল, বসের সাহায্য না নিয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। বস্ ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত, এটা

গোপন রাখার জন্যে কর্নেল সুলেভান এখন শিকারী ভদ্রলোককে মেরে ফেলতে চাইছেন। ব্যক্তিগতভাবে শিকারীকে তিনি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অথচ এখন তার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতে হচ্ছে তাঁকে…।

নড়ল রানা, তারপর চোখ মেলল। মাথার ওপর উজ্জ্বল আকাশ। নিচে কি যেন ঝাঁকি খাচ্ছে। কপালে চিন্তার রেখা, চেষ্টা করল উঠে বসতে, পরমুহূর্তে তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে পড়ে গেল। ব্যথাটা কাঁধে, সেদিকে তাকিয়ে ব্যাণ্ডেজটা দেখতে পেল। মনে পড়ে গেল সব।

ট্রাকের পিছনে, মেঝেতে শুয়ে রয়েছে ও, সম্ভবত ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় কেউ তার পিঠের নিচে স্লীপিং ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে সূর্য দেখল রানা, আন্দাজ করল এখন বিকেল। এত ক্লান্ত লাগছে, কব্জিটা তুলে ঘড়ি দেখার ইচ্ছে হলো না। বিকেল মানে ছ'ঘণ্টার মত ঘুমিয়েছে ও। ক্লান্তির কারণ প্যান থেকে অতটা পথ হেঁটে ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে হয়েছিল, তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছে।

ঘামছে রানা, আচ্ছন্নবোধ করছে, দপ দপ করছে কাঁধের ক্ষতটা, তবে পিপাসা লাগছে না। খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে ট্রাক, সামনের দিক থেকে ডেকানের গলা ভেসে আসছে, যেন পথ নির্দেশ দিচ্ছে সে। ইচ্ছে হলো কি ঘটছে জানার জন্যে চিৎকার করে। তারপর হঠাৎ জানার আগ্রহটা নিস্তেজ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল সন্ধের খানিক আগে। ঠাণ্ডা লাগছে ওর, অনুভব করল স্থির হয়ে আছে ট্রাক, টেইলগেট নামানো। এবার চেষ্টা করতে মাথাটা তুলে কাত হতে পারল একদিকে, ব্যবহার করল শুধু বাঁ হাতটা। ড্রাইভিং কেবিনের পার্টিশনের কাছে সরিয়ে আনল নিজেকে, তারপর ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকাল। ডারবিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তবে ট্রাকের সামনে কয়েক গজ দূরে ডেকানকে দেখা গেল, একটা আগুনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। আরও খানিকটা সামনে ছোট একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। 'ডেকান!'

কর্কশ গলা, ভেতরটা এখন শুকনো লাগছে ওর। লাফ দিয়ে সিধে হলো ডেকান, ছুটে এল ট্রাকের দিকে। 'কেমন আছেন, স্যার?' ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল সে।

'জিজ্ঞেস কোরো না। পানি খেতে দাও।'

উইং-মিররের সঙ্গে একটা ক্যানভাসের ওয়াটার-ব্যাগ ঝুলছে, সেটা নামিয়ে রানার মুখে ধরল ডেকান। পেট ফুলে ওঠার পর থামল রানা, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ব্যাগটা।

'আপনার শরীরটা এখন ভাল, স্যার?' আবার জানতে চাইল ডেকান, ধমক খাবার ভয়টাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

'ভাল হয়ে যাব, ডেকান,' নরম সুরে বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না। আমাকে একটু ধরে কোথাও বসিয়ে দাও।'

ঘুরে এসে ট্রাকে উঠল ডেকান, রানাকে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল, হাঁটিয়ে নিয়ে এল মেঝের ওপর দিয়ে।

'হয়েছে,' নিচু করা টেইলগেটের ওপর বসে বলল রানা। 'আমরা এখন কোথায় বলো তো?'

'প্যান থেকে সম্ভবত বিশ মাইল উত্তরে, স্যার।'

'আর ম্যাডাম?'

'ওখানে, স্যার।' হাত তুলে তাঁবুটা দেখাল ডেকান। 'উনি ইকুইপমেন্ট বাছাই করছেন।'

'কিন্তু ওটা আমরা পেলাম...।' কথাটা রানা শেষ করল না। তাঁবুটা কোত্থেকে এল পরে জানলেও চলবে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানার আছে। 'নিকেলের খবর কি?'

'ওরা তাকে শেষ করে দিয়েছে, স্যার।'

প্রশ্নটা না করলেও পারত রানা। ঝাঁকি খেয়ে নিকেল যখন পড়ে যাচ্ছিল, তখনই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল ও। তবু ঘুম আর স্বপ্নের মধ্যে মনে ক্ষীণ আশা জেগে ছিল—নিকেল বোধহয় শুধু আহত হয়েছে, ওর মত সে-ও হয়তো এ-যাত্রা বেঁচে যাবে।

মিছে আশা। নিকেল নেই। ঠাণ্ডা আর অসাড় হয়ে গেল রানা। ইভা

পুনমের মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ঘুমের মধ্যে তাকে স্বপ্নে দেখেছে ও। কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন, যদিও সবটুকু এখন মনে পড়ছে না। পুনম কি যেন বলতে এসে কয়েকবার চলে গেল, তারপর শেষবার এসে রানাকে একটা চুমো খেলো। ছি ছি, এ অন্যায়। এরকম স্বপ্ন দেখা উচিত নয়। পুনমকে প্রথমবার যখন দেখে ও, তার বয়েস ছিল বারো কি তেরো। ওই বয়েসের একটা কিশোরীকে শুধু ছোটবোনের মত স্নেহ করাই সাজে, তার প্রাপ্য সেই স্নেহই দিয়ে এসেছে রানা। তাকে নিয়ে ভুলেও কখনও অন্য কিছু ভাবেনি। যদিও এবার বতসোয়ানায় আসার পর পুনমের আচরণে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছে ও। সেটা হলো, অস্বাভাবিক লজ্জা। বোঝা যায়, ওকে দেখলেই তার ভেতর অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি রানা। কিন্তু তাহলে এরকম বাজে একটা স্বপ্ন দেখার কি মানে? ওর অবচেতন মনে পুনমের এই ইমেজ কেন তৈরি হলো?

নিজের পক্ষ অবলম্বন করল রানা। ওর কোন দোষ নেই। পুনমের আচরণে নিশ্চয় কোন ত্রুটি ছিল, যার ফলে ওর অবচেতন মনে তার এরকম একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে।

তারপর একে একে মনে পড়ল ল্যারি ব্রায়ান, টেরোরিস্ট গ্রুপ, ডারবি আর নিজের কথা। যা ঘটে গেছে, এর জন্যে কাউকে না কাউকে মূল্য দিতে হবে। 'তাহলে কি করলে তোমরা, ডেকান?' জানতে চাইল ও।

'নিকেলকে আমরা ওখানেই রেখে এসেছি, স্যার,' বলল ডেকান। 'আর কোন উপায় ছিল না। তারপর প্রথমে আমরা প্যানে ফিরে যাই, প্রায় চার ঘণ্টা লাগে।'

ওখানে পৌঁছে ডারবির ক্যাম্পে কাউকে দেখেনি ওরা। যতটুকু পেরেছে নিয়ে গেছে তারা, বাকিটুকু ওরা সংগ্রহ করে। এরপর একটা গাছের কাছে যায় ওরা, যেখানে শেষবার চিতাবাঘটাকে দেখেছিল ডারবি। তবে ওটাকে সেখানে পাওয়া যায়নি। অবশ্য খোঁজাখুঁজি করে ওটার পায়ের ছাপ পেয়ে যায় ডেকান। অস্পষ্ট, সম্ভবত দু'দিনের

পুরানো। ডারবি রানার যত্ন নেয়, ক্ষতটা পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। তারপর ছাপ ধরে উত্তর দিকে রওনা হয় ওরা—হুইলে থাকে ডারবি, পথ-নির্দেশ দেয় ডেকান।

'আর এখন?'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে ওটাই প্রথম চোখে পড়ল,' বলে কয়েকটা মরা গাছের দিকে হাত তুলল ডেকান, ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'তখনই আলো কমে আসছিল। সাফারি সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না ম্যাডাম, কাজেই আমি বললাম ক্যাম্প আর আগুন চাইলে এখানেই আমাদের থামতে হবে। তিনি খুশি হননি, ইচ্ছে ছিল ছাপ ধরে আরও এগোবেন, তবে শেষ পর্যন্ত আমার যুক্তি মেনে নিয়েছেন।'

এই সময় তাঁবুর ফ্ল্যাপ সরিয়ে বেরিয়ে এল ডারবি, তারপর সিধে হলো। চোখ মিটমিট করছে রানা, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

শেষবার তাকে জিনস্ আর ছেঁড়া চেক শার্ট পরে থাকতে দেখেছে ও, ঘাম আর ধুলো-বালিতে নোংরা হয়ে ছিল সোনালি চুল, হাতের শটগান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। এখন তার পায়ে ভেলভেট কার্পেট স্লীপার, প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো স্কার্ট, লম্বা আস্তিন সহ সাদা ব্লাউজ। মুখটা পরিচ্ছন্ন ও গোলাপি, সোনালি চুল যত্ন করে আঁচড়ানো হয়েছে। ট্রাকের দিকে হেঁটে আসছে সে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। 'তোমার কাঁধের কি অবস্থা, রানা?'

টেইলগেটের সামনে দাঁড়াল ডারবি। কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর বিস্ময়ের কারণটা বুঝতে পেরে চোখ নামিয়ে নিজের কাপড়চোপড় দেখল সে, তারপর হেসে উঠল। 'দুঃখিত। আমাকে দেখে মনে হতে পারে উৎসব করছি, আসলে তা কিন্তু সত্যি নয়। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এগুলো প্রয়োজন। ঝোপের ভেতর দিয়ে সারাদিন হাঁটার পর পা দুটোকে আরাম দেয় এই স্লীপার। স্কার্টটা শীত ঠেকাবার জন্যে। আর ব্লাউজটা পরা হয়েছে মশককুলকে হতাশ করার জন্যে।'

অসাধারণ এক মেয়ে বটে! রানা শুধু এইটুকু ভাবতে পারল। কে বলবে আজ সকালে বসের এক এজেন্টের মুখে গুলি করেছে

সে—লোকটা যদি বাঁচেও, অন্ধ হয়ে বাঁচবে। রানা নিশ্চিত, বাকি লোকগুলো তার কথা না শুনলে আবার গুলি করত সে, দু'একটাকে মেরেও ফেলত। দশ ঘণ্টা পর সেই একই মেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল…তাঁবু থেকে নয়, যেন বেরিয়ে এল কোন ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা থেকে।

মেয়েটাকে পাগল ভাবা উচিত হয়নি ওর, উপলব্ধি করল রানা। পাগল নয়, অন্য কিছু—আরও অসাধারণ, আরও বিপজ্জনক। মোহ বা মায়ায় পেয়েছে তাকে, শয়তানের দ্বারা সম্মোহিত। পৃথিবীর কোন কিছুরই মূল্য নেই তার কাছে—না জীবন, না মৃত্যু, না নিজের অস্তিত্ব—এক শুধু চিতাবাঘটা ছাড়া। ওটাকে অনুসরণ করার জন্যে এমনকি নরকে যেতেও আপত্তি নেই তার।

'বলছ না যে, কাঁধ কেমন আছে?'

'ব্যথা করছে, তবে মনে হচ্ছে টিকে যাব।'

'ড্রেসিংটা বদলাতে হবে। ডেকান!' ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দিল ডারবি। 'আমাকে খানিকটা গরম পানি দাও তো।'

ক্যানে করে পানি নিয়ে এল ডেকান। ট্রাক থেকে ওষুধের একটা বাক্স বের করল ডারবি, নিশ্চয়ই তার ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধীরে ধীরে, সাবধানে, ব্যাণ্ডেজটা খুলতে শুরু করল সে।

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপিটারে সফট-নোজ বুলেট ভরা ছিল, আন্দাজ করল রানা। কারণ প্রথমবার দেখে ক্ষতটাকে যত বড় বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখল তারচেয়েও বড়। ডারবি গজ প্যাড তুলে নিতেই নতুন করে রক্তক্ষরণ শুরু হলো। ক্ষতের মুখ কুৎসিত হাঁ করে আছে দেখে গা গুলিয়ে উঠল রানার। তবে বুলেটটা সরাসরি বেরিয়ে যাওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো। হাড় স্পর্শ করলে গর্তটা ছড়িয়ে পড়ত, উড়িয়ে নিয়ে যেত কাঁধের বেশিরভাগটা।

ক্ষতের দু'দিকেই তরল অ্যান্টিসেপটিক ঢালল ডারবি, নতুন গজ প্যাড বসালো, তারপর শক্ত করে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজটা।

টেইলগেট থেকে নামল রানা, সিধে হলো। সামান্য এটুকু নড়াচড়া

করতেই ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠল। টলছে দেখে খপ করে ওর কোমরটা ধরে ফেলল ডারবি। 'চলো, তোমাকে আগুনের ধারে বসিয়ে দিই।' সাবধানে হাঁটিয়ে আনল ওকে। আগুনের ধারে ছোট একটা টুলের ওপর বসতে সাহায্য করল। টুলটাও ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সন্দেহ নেই রানার।

'যতক্ষণ না রক্ত পড়া বন্ধ হয়, অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে, রানা,' বলল ডারবি। 'অন্তত দশ দিন ওই কাঁধটা তুমি নাড়াচাড়া করতে পারবে না। তবে ইনফেকশন না হলে ভয়ের কিছু নেই, আটচল্লিশ ঘণ্টা পর সামান্য ব্যথা আর আড়ষ্ট লাগবে শুধু। চিন্তা কোরো না, এ-সময়টা আমি আর ডেকানই সামলে নেব সব।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ...।' কুঁজো হয়ে বসে আছে রানা, ক্ষতটা দপ দপ করায় অসুস্থ বোধ করছে।

'এক মিনিট...,' বলেই তাঁবুর দিকে ছুটল ডারবি। ফিরে এল মাথায় কাপ আটকানো একটা ছোট্ট ফ্লাস্ক নিয়ে। 'আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ব্যথা কমানোর ব্যাপারে এটার তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে, আমার দাদী ছিলেন স্কট, তাঁর মত আমিও মান্ধাতা আমলের নিরাময়-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।' ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢালল কাপে। 'এক ঢোকে খেয়ে ফেলো।'

তার কথা মত এক ঢোকেই খেয়ে ফেলল রানা। 'ধন্যবাদ। তবে পেইনকিলার ট্যাবলেট আর অ্যান্টিসেপটিক থাকলে আরও ভাল হত।'

'তা-ও আছে,' হেসে উঠে বলল ডারবি। 'হুইস্কি রাখি সত্যিকার ইমার্জেন্সীর জন্যে।'

দিনের শেষ আলোটুকুও দ্রুত ফুরিয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনে হলো এক নিমেষে তারায় তারায় ভরে গেছে আকাশটা।

রানার সামনে, একটা টুলে বসল ডারবি। 'এসো, এবার আমাদের প্ল্যান নিয়ে কথা বলি,' কোন রকম দ্বিধা বা জড়তা নেই তার কথায়। 'প্রথমে উচিত আমাদের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্কটা ছিল সেটার কথা ভুলে যাওয়া। বলা যায় আমার জেদেই ট্রাকের পাশে অপেক্ষারত

লোকগুলোর ওপর হামলা চালাও তুমি। দুঃখিত, পরিণতি কি হতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। সেজন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমাও চাইছি। তবে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমরা নিকেলকে হারিয়েছি, ডেকান গাড়ি চালাতে পারে না, অদূর ভবিষ্যতে তুমিও পারবে না। থাকলাম একা শুধু আমি, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। পাকা রাস্তা হলে এক হাতে ট্রাক চালাতে পারত ও, কিন্তু মরুভূমিতে অসম্ভব।

'কাজেই,' বলে চলেছে ডারবি, 'আমাদের আগের প্ল্যান বদলাতে হবে। আমরা চিতাবাঘটাকে খুঁজে পাবার পরও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না—ট্রাক চালাবার মত সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকতে হবে তোমাকে। গোটা পরিস্থিতিই ওলটপালট হয়ে গেছে। আমার ধারণা ছিল, আমি তোমার ওপর নির্ভরশীল। এখন ব্যাপারটা তা নয়। বরং তুমিই এখন পুরোপুরি আমার ওপর নির্ভরশীল।' তার কথায় বা সুরে কোন হুমকি বা চ্যালেঞ্জ নেই, শুধু বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

'ডেকান নিশ্চয়ই সব কথা বলেছে তোমাকে। আজ যা শুরু হয়েছে, তা চলতে থাকবে—চিতাবাঘকে অনুসরণ করব আমরা। আবার উত্তর দিকে রওনা হয়েছে ওটা। তুমি যখন গাড়ি চালাবার মত সুস্থ হবে তখন আমরা কোথায় থাকব এখুনি তা বলা সম্ভব নয়।' দাঁড়াল ডারবি। 'দেখি, ডিনারের জন্যে কি করছে ডেকান।'

ট্রাকের পাশে একটা বাক্সের ভেতর হাত গলিয়ে কি যেন বের করছে ডেকান, তার দিকে হেঁটে গেল ডারবি। চোখ ফিরিয়ে আগুনের ওপর হাত রাখল রানা।

আধ ঘন্টা পর খেলো ওরা, ঘন ভেজিটেবল স্টু। খেতে বসে বিশেষ কথা বলল না ডারবি। খানিক পর মোটা একটা নোটবুক বের করে লিখতে বসল, পাশে ছোট একটা ল্যাম্প জ্বলছে। খাওয়ার পর ঘুম পাচ্ছে রানার, ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে রয়েছে ডারবির দিকে। এক মনে লিখে

যাচ্ছে সে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই, মাঝে মধ্যে শুধু মশা তাড়াবার জন্যে হাত ঝাপটাচ্ছে, আর চিন্তা করার সময় কলমের মাথা চিবাচ্ছে।

এক সময় শেষ হলো লেখা। পড়ে দেখে বন্ধ করল নোটবুক। মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'এবার তোমার শোয়া দরকার, রানা। অসুস্থ শরীর নিয়ে জেগে থাকার কোন মানে হয় না।'

টুল ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল রানা। 'ডেকানকে বলি স্লীপিং ব্যাগটা ট্রাকের পাশে দিয়ে যাক...।'

আঁতকে উঠে বাধা দিল ডারবি। 'থামো, করো কি!' প্রায় লাফ দিয়ে সিধে হলো, এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। 'তোমার বাইরে শোয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এমনিতেই ইনফেকশনের বিরাট ঝুঁকি রয়েছে। যতদিন না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হও, আমার তাঁবুতে শোবে।'

তর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে গেল রানা, তারপর বৃথা ভেবে চুপ করে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি?'

'বাইরে শোবো। কষ্ট করার অভ্যাস আছে আমার। তাছাড়া,' হাসল ডারবি, 'উনি যদি এদিকে একবার ঢুঁ মেরে যান, আমি তাঁকে দেখতে পাব।'

রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না চিতাবাঘটাকে ঠাট্টা করে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছে সে।

ল্যাম্পটা তুলে নিল ডারবি, অপর হাতে ধরল রানাকে। ধীরে ধীরে টুল ছাড়ল রানা, হাঁটার সময় খানিকটা হেলান দিল ডারবির গায়ে। তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে ওরা।

তাঁবুর একটা ফ্ল্যাপ তোলা রয়েছে। ল্যাম্পের আলো পড়ল ভেতরে। রানা দেখল, লোহার ফ্রেমের তৈরি একটা ক্যাম্প বেডের ওপর আগেই ফেলা হয়েছে তার স্লীপিং-ব্যাগটা। বেডে অতিরিক্ত একটা চাদর, হেড-রেস্টে এক গ্লাস পানি, গ্লাসের পাশে একটা টর্চও রয়েছে।

'হেল,' বলল রানা। 'শোনো, ডারবি, কাঁধটা আমার ঠিকমত কাজ করছে না, সত্যি। কিন্তু তারমানে এই নয় যে এভাবে বাচ্চা শিশুর মত যত্ন নিতে হবে আমার। আমি শিশু নই, একজন শিকারী।'

'কেউ তোমাকে শিশুর মত যত্ন করছে না, রানা। আমি শুধু যুক্তিসঙ্গত সাবধানতা অবলম্বন করছি। ঘটনাচক্রে তুমি এখন আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান একজন মানুষ। তাছাড়া,' আবার হাসল ডারবি, 'তুমি মনে হয় ভুলে গেছ যে এই সাফারি আমি পরিচালনা করছি, তুমি নও। স্লীপ ওয়েল!' রানার হাতে ল্যাম্পটা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল সে, ক্রমশ দূরে সরে গেল স্কার্টের খসখস শব্দ।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। তারপর মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর। ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিল, ধীরে ধীরে উঠল ক্যাম্প বেডে, নিভিয়ে দিল ল্যাম্পটা।

বুকে ভাঁজ করা হাত, চিৎ হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল রানা। একটু নড়লেই ব্যথায় ঘাম ছুটে যাচ্ছে ওর। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল একবার, ন'টা বাজে। গত রাতে ঠিক এই সময় মান্ধাতা আমলের ভাঙা একটা স্যুটকেসের মত কাঁধে পিঠে ঝুলিয়ে ডারবিকে বহন করছিল নিকেল, দ্রুত পায়ে ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। সেই নিকেল এখন বেঁচে নেই, তার সঙ্গে অন্তত আরও একজন লোক মারা গেছে, ও হয়ে পড়েছে অচল, নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে মেয়েটার হাতে। ওদের পিছনে কোথাও রয়েছে টেরোরিস্ট আর বসের এজেন্টরা। সামনে, ওদের সবার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে, একটা বিরল প্রজাতির প্রাণী—কালো একটা চিতাবাঘ—মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে।

অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত ঘষার চেষ্টা করল রানা। পারল না। প্রচণ্ড শীত করছে, পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে দু'সারি দাত। শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল, কাঁধের ক্ষতের মতই ব্যথা করছে মাথাটা—যেন একবার এটা, তারপর ওটা, পালা করে। পানির গ্লাসটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল, কাঁপা কাঁপা আঙুলের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সেটা। টর্চের খোঁজে হাতড়াচ্ছে ও। রাবারের আবরণে আঙুল ঠেকল, খুঁজে নিয়ে চাপ দিল বোতামে। আলোটা আঘাত করল ওর চোখে।

এক সেকেণ্ড সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর বিছানা থেকে

খসে পড়ে জ্ঞান হারাল।

গাঢ় গভীর অন্ধকার। ভীতিকর কালো একটা জগৎ, যার কোন সীমা নেই। একবার অসহ্য ঠাণ্ডা লাগছে, তারপর আবার অসহ্য গরম—এত গরম, ওর ভয় হলো ঘামের মধ্যে না ডুবে যায়।

মাঝে-মধ্যে অন্ধের মত ছুটছে রানা, আতঙ্কিত। সে-সময় ওর পিছনে একটা জন্তু থাকে। জন্তুটাকে দেখার সুযোগ হয়নি ওর—গা ঢাকা দিয়ে থাকে, ওকে ঘিরে চক্কর দেয়, বিকট শব্দে হুঙ্কার ছাড়ে, গোঁয়ারের মত ওর পিছু লেগে আছে। কাছে চলে এলে তার শব্দ পায় রানা, নাকে আঘাত করে দুর্গন্ধ, ঘাড়ে তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পায়। তারপর হাঁটুতে আর জোর পায় না রানা, আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বাকি সময় অন্ধকার জগৎটায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকে ও। নিকেল চলে গেছে, চলে গেছে ডেকান, কিন্তু জন্তুটা এখনও আশপাশে কোথাও আছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে হামলা করার।

বেশ ক'বার নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুনল। খুব কাছেই কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ কেউ তারা ওর কথা শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। গলা চড়াল, চড়াতেই থাকল, যতক্ষণ না গোটা অন্ধকার জগৎটা ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তারপরও ওর কথা তারা শুনতে পেল না। এক সময় দূরে সরে গেল তারা, ওকে ক্লান্ত ও একা রেখে।

তারপর একবার জাগল। আলো দেখে বোঝা গেল, দিন। সারা শরীরে অদম্য একটা কাঁপুনি। ওর কপালে ভিজে কি যেন চেপে ধরেছে একটা হাত। মনে হলো কপালটায় যেন আগুন ধরে গেছে।

'আমি কোথায়?'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই কালো একটা পর্দা গ্রাস করল ওকে। আবার ছুটছে ও, হাঁপাচ্ছে। জন্তুটা লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল শরীরটা।

এ অন্ধকার বিভীষিকার যেন কোন শেষ নেই। আর্তনাদ বেরুচ্ছে

গলা চিরে, হাড়ে নির্মম কামড় বসাচ্ছে শীত, ঘামের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে শরীর, অদৃশ্য পাথরের গায়ে নখর ঘষছে জন্তুটা। ওর সঙ্গে একবার দেখা করতে এল ইভা পুনম, দেবীর মত রূপসী আর পবিত্র, সাদা কাপড়ে সারা শরীর ঢাকা। তার দিকে তাকিয়ে মিনতি করছে রানা, সাহায্য চাইছে। ইতিমধ্যে কে যেন ওকে শক্ত করে বেঁধে রেখে গেছে আবার। অকস্মাৎ দেবী হয়ে উঠল প্রেমিকা, রানার কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইল পুনম। আঁতকে উঠে মাথা নাড়ল রানা। থমকে দাঁড়াল পুনম, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

তারপর হঠাৎ কেটে গেল অন্ধকার। চোখ মেলে রানা দেখল তাঁবুর ভেতর ক্যাম্প বেডে শুয়ে রয়েছে ও। ফ্ল্যাপগুলো তোলা, ম্লান আকাশ থেকে শেষ তারাগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এত ক্লান্ত লাগল, মনে হলো যেন ওর কোন অস্তিত্বই নেই, প্রতিটি পেশী অসাড় আর অকেজো হয়ে গেছে। তবে আবার জ্ঞান ফিরে এসেছে। নাকে ভোরের বাতাসের গন্ধ পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে বন-মোরগের ডাক।

'স্যার?' ডেকানের গলা।

ঘাড় ফেরাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু তা-ও যেন অসম্ভব লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে বেডের পাশে চলে এল ডেকান। 'আপনি এখন ভাল, স্যার?' উদ্বেগে বিকৃত হয়ে আছে তার চেহারা।

'মনে হয়। কি ঘটেছে?' গলার আওয়াজ অস্পষ্ট রানার, যেন ওর নয়। পানি ভরা গ্লাসটার দিকে তাকাল ও, লক্ষ করে তুলে নিল ডেকান সেটা, ওর ঠোঁটের সামনে ধরল।

'আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, স্যার,' রানার পানি খাওয়া শেষ হতে বলল ডেকান। 'তিন তিনটে দিন যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছে। প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত আপনার পাশে বসেছিলেন ম্যাডাম। উনি না থাকলে আপনি বাঁচতেন বলে মনে হয় না আমার। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তবে আমাকে বলে রেখেছেন কিছু ঘটলে জানাতে হবে।'

বাধা দেয়ার জন্যে মুখ খুলল রানা, কিন্তু ইতিমধ্যে চলে গেছে ডেকান। পাঁচ মিনিট পর তাঁবুর প্রবেশ পথে দেখা গেল ডারবিকে।

ফ্যাকাসে চেহারা, ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে মুখ, চোখের নিচে কালির ছাপ, তবে হাসছে সে। ভেতরে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসল। 'এখন কেমন বোধ করছ, রানা?'

'ভাল। ডেকান বলছিল তিন দিন...সত্যি?' নিস্তেজ গলায় জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'আসলে আমি ব্যাণ্ডেজ বাঁধার আগেই তোমার কাঁধে ইনফেকশন শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাঁচের ওপর উঠে গিয়েছিল জ্বর, ভুল বকতে শুরু করেছিলে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। তুমি আসলে অত্যন্ত ভাগ্যবান মানুষ, রানা। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে তোমাকে বাঁচানো যাবে।'

'ডেকান বলছিল ভাগ্যের চেয়ে তোমার অবদানই বেশি।'

নিঃশব্দে একটু হাসল ডারবি। 'হুইস্কিতে যখন কাজ হলো না, বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা নিতে হলো আমাকে। সেই অ্যান্টিবায়োটিকসেরই জয় হলো।'

'দোষ হুইস্কির নয়, মাত্রা কম হয়ে গিয়েছিল। সে যাই হোক, তোমার সঙ্গে এত কিছু থাকায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

হেসে উঠল ডারবি। 'এগুলো খেয়ে নাও...।' একটা শিশি থেকে দুটো ট্যাবলেট বের করল সে, রানার ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে মাথাটা উঁচু করতে সাহায্য করল, তারপর পানি খাওয়াল। 'এখনও তোমাকে প্রচুর বিশ্রাম নিতে হবে, রানা। ওগুলো তোমাকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। তারপর তোমাকে খেতে দেব।'

চলে গেল ডারবি, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

সন্ধের দিকে ঘুম ভাঙল, এখনও অসম্ভব দুর্বল, তবে একার চেষ্টায় বালিশে হেলান দিয়ে বসতে পারল। তাঁবুর বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। আগুনে কি যেন চাপিয়েছে ডেকান, তার পাশে একটা টুলে বসে রয়েছে ডারবি। যতটুকু দেখা গেল, ঝোপ-জঙ্গল অচেনা লাগল ওর। শেষবার যেখানে থেমেছিল, সে জায়গা নয় এটা।

আগুন থেকে হালকা ধোঁয়া উঠছে। আকাশটা তারায় তারায় ভরে

উঠল। এক সময় টুল ছেড়ে দাঁড়াল ডারবি, হাতে ধূমায়িত একটা পাত্র নিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল সে। 'কেমন লাগছে এখন?'

পাত্র থেকে উঠে আসা বাষ্প শুঁকল রানা। 'রাক্ষসের মত।'

পাত্রটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডারবি, তারপর নিজের পেয়ালাটা নিয়ে এসে একটা টুলে বসল। চামচ দিয়ে স্টু খেলো ডারবি, রানা খেলো চুমুক দিয়ে। খাওয়ার পর শরীরটা আগের চেয়ে ভাল লাগল রানার, মনে হলো এরই মধ্যে শক্তি ফিরে পেতে শুরু করেছে। 'আমরা কোথায় বলো তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'শেষবার কোথায় থেমেছিলাম তোমার মনে আছে? সেখান থেকে আশি মাইল উত্তরে।'

শিস দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় হেসে ফেলল রানা। 'তারমানে শুধু আমার সেবা করোনি, সেই সঙ্গে চিতাবাঘের ছাপও অনুসরণ করেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল ডারবি। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু সত্যি। এ-ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। কি কারণে জানি না রাতের চেয়ে দিনের বেলা শান্ত ছিলে তুমি। রাতগুলো ছিল ভয়ঙ্কর। কাজেই এগোবার সময় তোমাকে আমরা এটার সঙ্গে বেঁধে ট্রাকে তুলে নিতাম...,' হাত দিয়ে ক্যাম্প বেডটা দেখাল সে। 'নরম বিছানা, বেঁধে রাখায় গড়িয়ে পড়ার ভয়ও ছিল না। তাঁবু ফেলেছি শুধু রাতে। বিপদটা না দেখা দেয়া পর্যন্ত এভাবেই চলল।'

'বিপদ?'

'সাংঘাতিক অস্থির হয়ে উঠেছিলে তুমি, রানা। মাঝে মধ্যে এমন অবস্থা হয়েছে, দু'জন মিলেও তোমাকে চেপে ধরে রাখতে পারি না!' নরম হাসি ডারবির ঠোঁটে। 'তোমার গলাও, বাবা! ভাল কথা, মেয়েটা কে? বেচারি!'

চেহারা লালচে হয়ে উঠল রানার। 'মানে, কি বলেছি আমি?'

হেসে উঠল ডারবি। 'সে-সব আমি পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না। পুনম না কি যেন নাম, প্রেম নিবেদন করেছে বলে এমন ধমক দিতে শুরু করলে, সিংহরা পর্যন্ত চুপ মেরে গেল। বানাচ্ছি না, ডেকান সাক্ষী

দেবে। তা কে এই ইভা পুনম?'

'কেউ না...,' প্রতিবাদের সুরে বলল রানা। 'সে...তাকে আমি...।'

'কেউ না?' সামান্য বাঁকা চোখে তাকাল ডারবি।

'মানে তাকে আমি স্নেহ করি...।'

'সেটা বোঝা গেছে। সেজন্যেই তো বেচারি বলছি।' আবার হেসে উঠল ডারবি।

'সত্যি আমি দুঃখিত...।'

'এর মধ্যে দুঃখ প্রকাশের কিছু নেই,' বলল ডারবি। 'কি জানো, তোমার অস্থিরতা দেখে আমরা খানিকটা স্বস্তিও বোধ করি। মনে আশা জাগে, তোমার বোধহয় বাঁচার সম্ভাবনা আছে। ভয় পেয়েছি তুমি নিথর হয়ে পড়লে। তবে এ-ও সত্যি যে জুলজিস্টরা সিংহদের মত সহজে ঘাবড়ায় না।'

ডারবির দিকে তাকাল রানা। তার পিছনে রাতের আকাশ। দু'জনের মাঝখানে জ্বলছে ল্যাম্পটা। ল্যাম্পের আলোয় ওর চোখের তারা দুটো জ্বলছে। হাসি হাসি মুখ, চোখে তৃপ্তি আর দরদ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে উঠল রানাও। 'তোমার খবর বলো, ডারবি। তোমার চিতাবাঘ কোথায়?'

ভুরু কোঁচকাল ডারবি। 'এখনও ওটা উত্তর দিকে যাচ্ছে। আগের চেয়ে গতি আরও বেড়েছে, রানা। গত পাঁচ-ছ'দিনে একশো মাইল। ডেকানের ধারণা, প্রায় নাগাল পেয়ে গেছি। কিন্তু আজ শেষ বিকেলে, এখানে থামার খানিক আগে, শুরু হয়েছে লাইমস্টোন। ক্যাম্প ফেলার পর পরীক্ষা করে দেখার সময় পাওয়া যায়নি, তবে দেখে মনে হয়েছে সামনে অনেক দূর পর্যন্ত আছে।'

লাইমস্টোন। কালাহারির বালির নিচে কোথাও সেটা কয়েক ফুট নিচে রয়েছে, কোথাও মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচে। যেখানে বালির ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে সেখানে ছাপ অনুসরণ করা অসম্ভব। এই লাইমস্টোনের কারণে অসংখ্য ট্রফি হারাতে হয়েছে রানাকে। ওদের সামনে লাইমস্টোনের মেঝে যদি অনেক লম্বা হয়,

চিতাবাঘকে হারাতে হবে।

'যাই হোক,' টুল ছেড়ে উঠে পড়ল ডারবি, 'কাল সকালে জানা যাবে। রাতে আমাদের দু'জনেরই ঘুম দরকার। এটা খেয়ে নাও...,' রানাকে আরেকটা ট্যাবলেট খাওয়াল সে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে মাথা নিচু করল ডারবি, পিছন থেকে রানা বলল, 'তুমি পরপর তিন রাত আমার পাশে বসে ছিলে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডারবি। 'বেশিরভাগ সময়, হ্যাঁ।'

'কেন?'

'মানে?' রানার দিকে অবাক হয়ে তাকাল ডারবি।

'সারাটা দিন ট্রাক চালিয়েছ,' বলল রানা। 'আর কালাহারিতে কাজটা যে কি ক্লান্তিকর, আমি জানি। জ্বর ছিল আমার, খুব বেশি। কিন্তু আমাকে অ্যান্টিবায়োটিকস দেয়ার পর আর কিছু করার ছিল না তোমার। আমি যদি মারা যেতাম, তুমি সামনে বসে থাকলেও যেতাম, না থাকলেও যেতাম। তাছাড়া, তোমার জন্যে এমন কিছু করিনি আমি যে এই অতিরিক্ত শুশ্রূষা আমার পাওনা ছিল। তাহলে? তাহলে কেন সারারাত জেগে নিজেকে এত কষ্ট দিলে?'

ইতস্তত করল ডারবি, আবার কুঁচকে উঠেছে ভুরু জোড়া। তারপর বলল, 'এর সঙ্গে আমরা এখন দু'জনেই জড়িয়ে পড়েছি, রানা। এরকম যখন ঘটে, যতটা সম্ভব তুমি তোমার সঙ্গীর যত্ন নেবে। এটাই তো সহজ ব্যাখ্যা। গুড নাইট, রানা।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল ডারবি। আগুনের আভায় ওর কাঠামোটা কিছুক্ষণ দেখতে পেল রানা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। ঝোপের মাথার ওপর কাস্তে আকৃতির চাঁদ উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা অপলক।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২২-১-৯৫ যাত্রা অনিশ্চিত (ওয়েস্টার্ন) শওকত হোসেন

বিষয়: টুসানে যাচ্ছিল ওয়েস কেনেডি, একা। মৃত্যুপথযাত্রী একজনকে কথা দিয়েছে ও, তার বোনকে পৌঁছে দেবে নিকটতম শহর লর্ডসবার্গে।...জড়িয়ে গেল উটকো ঝামেলায়। কেনেডি কি পারবে প্রাণ নিয়ে লর্ডসবার্গে পৌঁছতে?

২২-১-৯৫ কনক পুরুষ (প্রজাপতি) আলী মাহমেদ

বিষয়: বাসর ঘর। 'আমাকে ছোঁবেন না, প্লীজ!' বলল মেয়েটি। ওকে খাটে শুতে বলে ছেলেটি লম্বা হলো সোফায়। পাঠক, বলতে পারেন—এ কেমন বাসর রাত?

আরও আসছে

২৮-১-৯৫	রহস্যপত্রিকা		(১১ বর্ষ ৪ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি '৯৫)
৪-২-৯৫	মারাত্মক ভুল	(তিন গোয়েন্দা)	রকিব হাসান
৪-২-৯৫	মহাকাশে বন্দী	(প্রজাপতি/থ্রিলার)	কাজী শাহনূর হোসেন